নির্ম্মলা

—০:※※:০—

শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু প্রণীত।

নং ২৭।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভাদ্র, ১৩২৮।

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীঅবনীন্দ্র কৃষ্ণ বসু

শশীভূষণ লাইব্রেরী

২৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

উৎসর্গ পত্র।

বঙ্গ-কবিকুল-তিলক

বিখ্যাত নাট্যকার

স্বর্গীয় মনোমোহন বসু

পিতৃব্য মহাশয়ের

শ্রীচরণ কমলে উৎসৃষ্ট।

—

উপহার।

এই পুস্তকখানি

____

____________________ কে

____

সাদরে প্রদত্ত হইল।

শ্রী____________________

তাং__________১৩

গ্রন্থকার

নির্ম্মলা

—০:※:০—

প্রথম খণ্ড।

—০:※:০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০:※:০—

বঙ্গীয় ৬৫৩ অব্দের হিমশেষ। উঃ! কি প্রচণ্ড বিশ্বব্যাপী শীত! এই শীতের একদিন প্রত্যূষে বহুসংখ্যক দাস-দাসি-প্রহরি-পরিবেষ্টিত একখানি বস্ত্রাবৃত শকট রাজবারা প্রদেশ হইতে দিল্লী অভিমুখে যাইতেছে। শকটখানি বৃহৎ; পশ্চিমদেশের প্রথামত চারিটী বৃহৎকায় হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ বলদ উহার বাহক। রাত্রি অবসান; তথাপি কালধর্ম্মে ঘোর কুজ্ঝটিকা জাল, দুর্গ-বেষ্টনকারী বিপক্ষ সৈন্যের ন্যায়, চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করাতে কি দূরস্থ, কি নিকটস্থ, কোনো বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ক্রমে যত বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই অপসৃত না হইয়া গাঢ়তর অভেদ্য শতপুর ব্যূহরূপে সেই কুজ্ঝটিকা রাশি আরো অন্ধকার করিয়া ফেলিল—দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে—ঐ যে—বৃক্ষ, পর্ব্বত, দূর্ব্বা, পৃথিবী সমস্তই আবরিত হইয়া গেল। পার্ব্বত্যদেশের

ভাব সমতল প্রদেশের ন্যায় নহে। সঙ্গী ভৃত্যগণের সেটা বেশ জানা ছিল। সুতরাং ঐ দুলক্ষণ দর্শন করিয়াই তাহারা অনুমান করিতে পারিল, যে, অতি ত্বরায় ঝড় বৃষ্টি আসা অনিবার্য্য। কার্য্যতঃ তাহাদের এই অনুমান ব্যর্থ হইল না। প্রহরৈকের মধ্যে ঘন-কৃষ্ণ মেঘাবলী দলে দলে উদিত হইয়া আকাশমণ্ডল এককালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আবার তৎসঙ্গে সঙ্গে উত্থিত প্রবল বাত্যা বৃক্ষের শুষ্কপত্র ও পুঞ্জীভূত ধূলিরাশি উড়াইয়া উপস্থিত অন্ধকারকে আরো গাঢ় করিয়া তুলিল। আর পথ চলা ভার; কিন্তু তবুও ভৃত্য ও প্রহরিগণ কষ্টেস্বষ্টে শকট বেষ্টন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। তাহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, ঝড় বৃষ্টি ক্ষান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিকটবর্ত্তী কোনো উপযুক্ত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু নিকটে এমন স্থান কোথায়? বিশেষতঃ যিনি ঐ শকটারোহণে যাইতেছিলেন, তাঁহার বিনা অনুমতিতে তাহারা কি প্রকারে যাওয়া বন্ধ করে? বোধ হয়, তাঁহার সত্বর-গমনের প্রয়োজন এত অধিক যে, সহস্র দুর্য্যোগ হইলেও যাইতে হইবে; অতএব নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অনিচ্ছাতে তাহারা যাইতে বাধ্য হইল।

এইরূপে, অর্দ্ধক্রোশ পথ যাইতে না যাইতে প্রবলবেগে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। শকটখানি খুব স্থূল বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইলেও কিছুতেই ঐ বৃষ্টির বেগ-নিবারণে সমর্থ হইল না—বস্ত্রমণ্ডপ, ভেদ করিয়া জলধারা, পর্ব্বত-শিখরমুক্ত নির্ঝরিণী-স্রোতের ন্যায়, ভিতরে পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুৎ প্রকাশ আর বজ্রাঘাত! ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী প্রভা-নির্গমনের পরে প্রতি বার অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না, দুরবস্থ বলদগণ ও অনুচরেরা

আর চলিতে পারে না। আবার ছাই এই পথও যেন ফুরায় না। কিন্তু তথাপি তাহারা এককালে থামিতে পারিতেছে না। নিবৃত্ত হইয়া বা কি করিবে? কোথায় যাইবে? চতুর্দ্দিকে প্রান্তর-বেষ্টিত পথ মধ্যে দাঁড়ায় কোথায়? নিকটে গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই—অধিক কি, এমন একটী বৃক্ষও নাই যে, তাহার তলায় ক্ষণকালের জন্যও এই ঘোর দুর্নিমিত্তের হাত থেকে নিস্তার পাইতে পারে। নিতান্ত নিরুপায় ভৃত্যগণ অবশেষে ত্রিপলের ন্যায় স্থূলতম কয়েকখানি আচ্ছাদন-বস্ত্র শকটের উপর ফেলিয়া দিল। এই উপায়ে কিছুক্ষণের মতন বৃষ্টিবেগ নিবারিত হইল বটে, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ সকল স্থূল বস্ত্র আর্দ্র হইয়া শেষে পূর্ব্বাপেক্ষা মোটামোটা জলধারা সকল খুব ভয়ানক বেগে ভিতরে পড়িতে লাগিল। এত যে, তার ভিতরে আর তিষ্ঠানো ভার।

এই অভাবনীয় বিপদ্‌কালে একটু সামান্যরূপ আশার সঞ্চার হইল। রক্ষী সকলের মধ্যে একজন বলিল যে, নিকটে একটা গিরি গুহা তাহার জানা আছে। কিন্তু সেই গুহা নানাপ্রকার বন্য জন্তু, হিংস্র সরীসৃপ ও দুরন্ত দস্যু তস্করের আবাস-ভূমি বলিয়া বিখ্যাত থাকায় কেহ কেহ উহাতে আশ্রয় লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। এদিকে প্রাণ যায়, সুতরাং বন্যজন্তু কি বন্য-প্রকৃতি মানুষ প্রভৃতির ভয় কোন কাজের? অধিকাংশ ভৃত্য ও রক্ষী—বিশেষতঃ শকটারূঢ়া কামিনী—উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় সেই সর্প-শ্বাপদ-সঙ্কুল গুহা মধ্যে আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। মীমাংসা হইবামাত্র সেইদিকে গমন করা হইল। দেখা গেল, যে, গহ্বরটার প্রবেশ-দ্বার আর যাবার পথ উচ্চ এবং বন্ধুর; পার্শ্বদেশটা যেন কোনো প্রবল

দৈব-দুর্ঘটনায় স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। দেখিলেই বোধ হয়, মানুষ বহু পরিশ্রমে, বিস্তর যত্নে, অনেক বৎসরে যাহা পরিপাটীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, প্রকৃতি যেন সহনাসহিষ্ণু হইয়া তাহা অবলীলাক্রমে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নিজের অখণ্ড প্রভাব দেখিয়েছেন!

শকটখান বাহিরে রাখা হইলে বলদের সঙ্গে সঙ্গে চালক আর বেশীভাগ রক্ষী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং আর আর দাস দাসী শকটের আবরণাদি মোচনে নিযুক্ত হইল। মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া নবোদিত সূর্য্য উদয় হইলে চতুর্দ্দিক্ যেমন সমুজ্জল হইয়া উঠে; একটী পরমাসুন্দরী কিশোরী বস্ত্রাবৃত শকট হইতে অবরোহণ করিলে, তাহার রূপচ্ছটায় চির-অন্ধকারময় গিরি-গহ্বর যথার্থ যেন তেমনি আলোকিত হইয়া উঠিল! রমণীর রূপ-মাধুরীর সীমা নাই। বর্ণ চম্পকপুষ্পের ন্যায়—বুঝি বা তার চেয়েও বেশী উজ্জ্বল, সুকোমল বপুলতা স্থূলও নয়; কৃশও নয়; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ক্ষুদ্র, অথচ সুন্দর সামঞ্জস্যে গঠিত! নব-যৌবনভরে সমস্ত শরীর পূর্ণায়ত ও রসাবেশে টলটলায়মান!—যেন বর্ষাজলে বর্দ্ধিত-কায়া কল্লোলিনী আপন রূপ-ভরে উন্মত্তা! অথবা মন্দ বসন্ত-বায়ুভরে সঞ্চালিত মাধবীলতা নব পুষ্পভারে নমিত! চক্ষু আকর্ণ-বিস্তৃত,—পশ্চিমদেশের রীতিমতে তাহার চতুর্দ্দিক্ সূক্ষ্ম কজ্জল-কালিমা-রেখায় রঞ্জিত; মৃদু স্নিগ্ধ দৃষ্টি; তাম্বুল-রসাক্ত আরক্তিম লঘু ওষ্ঠাধরে—আহা রে!—এমন বিপদকালেও যেন মৃদু মধুর হাস্য লাগিয়া রহিয়াছে! সে বিধু মুখে সেই সুন্দর হাসির বুঝি তুলনা নাই—ঠিক যেন প্রফুল্ল পদ্মদলের উপর বিদ্যুতালোক!—আ মরি! মরি! কি মধুর! কি সুন্দর! দর্শকের নিশ্চয়ই মনো-প্রাণহারী!

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জয়া বিজয়ার মতন দু'টী সখী সঙ্গে কিশোরী শকট হইতে নীচে নামিলে অন্য কিঙ্করীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডল করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যখন তিনি এদিক্ ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ কোথায় যাইতে হইবে?" তখন যেন শত ভ্রমর-গুঞ্জন এককালে শুনা যাইতে লাগিল! ফলতঃ, এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, দৃষ্টি, সুধা-সিঞ্চিত স্বর প্রভৃতি দর্শন শ্রবণে বোধ হইত, বিধাতা বুঝি ত্রিলোকের সুষমা একত্র সমাবেশের প্রয়াস পাইয়াই এই রমণী-রত্ন সৃষ্টি করিয়া আপন নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন! এমনি সুষ্ঠু পরিপুষ্ট গঠন, যে, হঠাৎ দেখিলে প্রকৃত বয়স অপেক্ষা দু'চার বৎসর অধিক অনুভূত হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইনি পঞ্চদশবর্ষীয়া ছিলেন মাত্র। পরিচ্ছদ উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় রাজপুতবালার ন্যায়। অঙ্গে বহুমূল্য কয়েকখানি অলঙ্কার, কিন্তু সংখ্যায় বেশী নয়। অথচ তাহাতে শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কি হ্রাস করিয়াছে বলিতে পারি না—কেননা, সেটা দর্শকের রুচিভেদে বিচার্য্য বিষয়।

সহচরীর নির্দ্দেশমতে কর্ত্রী তাহার সঙ্গে গুহা প্রবেশ করিলেন; প্রবেশের পূর্ব্বে ভৃত্যগণ তাঁহার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট এবং অবস্থানুসারে যথাসম্ভব পরিষ্কৃত করিয়াছিল। কিন্তু সে স্থানটী যেরূপ জঘন্য—তেমন স্থানে এমন দেবীর অধিষ্ঠান, ঠিক যেন গোময়-স্তূপে প্রস্ফুটিত শতদল! দাসীদের প্রথম কাজ, ঠাকুরাণীর বেণীমুক্ত করিয়া আর্দ্রকেশ নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক জল নির্গত করা। তাতে দেখা গেল, ভ্রমর-কৃষ্ণ সুচিক্কণ কেশ কলাপ আজানুলুণ্ঠন করিতেছে! আর্দ্রকেশের সেবা হইলে আর্দ্রবসনও পরিবর্ত্তিত হইল—শকটাভ্যন্তরস্থ পেটিকায় যথেষ্ট বসন

ছিল। গুহার প্রাঙ্গণ-ভূমি যেরূপ অপরিশুষ্ক ও অপরিশুদ্ধ, তাহাতে তাঁহাকে সেখানে বাস করিতে দেওয়া পরামর্শ-সিদ্ধ নয় ভাবিয়া রক্ষীগণ শকটখানিকে গুহা মধ্যে টানিয়া আনিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর্দ্র-সজ্জা ও শয্যা পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। তখন কামিনী সহাস্যবদনে সখী দু'জনের সঙ্গে আবার শকটে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

রক্ষী ও দাস দাসীরা এদিকে কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল না। যখন পরিচারিকাগণ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সেবায় ব্যস্ত, সে সময়ে দু চারিজন ভৃত্য ইতস্ততঃ খুঁজিয়া পাতিয়া বহুকষ্টে অগ্নি-প্রজ্জ্বালনের উপযোগী কতকগুলি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিল এবং দু'খানি শুষ্ক কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা গহ্বরের মধ্যস্থলে শীঘ্র একটী অগ্নি-কুণ্ড প্রজ্জ্বালিত করিল। সেই গহ্বর একেই তো সূর্য্য-কিরণ-শূন্য; দিবা দ্বিপ্রহরে যখন চরাচর জগৎ প্রখর সূর্য্য-কিরণে সমুজ্জ্বল ও দগ্ধপ্রায়, দেখা যাইত, তখনো তাহাতে নিবিড় অন্ধকার বিরাজমান। তাহাতে আবার সেদিনের আকাশ-মণ্ডল ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, সুতরাং অগ্নি প্রজ্জ্বালন ছাড়া কিরূপে ভিতরের জিনিসপত্র পথিকদের নয়ন-পথবর্ত্তী হইবে? আগুন জ্বালা হইলে বিস্তর বাদুড়, চামচিকা ও হিংস্র সরীসৃপ অতিবেগে গহ্বর

হইতে বাহির হইতে লাগিল। তাহাদের পলায়নবেগে নানাদিক্ হইতে প্রভূত ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া গহ্বরস্থিত রক্ষিদেব নয়ন অন্ধপ্রায় করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যার একটু আগে ঝড়-বৃষ্টি উত্তমরূপ নিবৃত্ত, গগন-মণ্ডল মেঘমুক্ত আর দিক্‌সকল পরিষ্কৃত হইল। প্রকৃতির স্থির ভাবদর্শনে বোধ হইতেছিল, যেন প্রলয়ের পর তরু তৃণ লতাদি নূতন সৃষ্ট হইয়াছে! গমনের এইটী সুন্দর সময় ভাবিয়া রক্ষী ও দাসগণ শকটারূঢ়া কর্ত্রীকে এই বিষয় জ্ঞাত করিল। তিনি ভাবিলেন—রাত্রি উপস্থিত প্রায়; এ সময় যাত্রা করিলে গম্যস্থানে কখনও আজ্ পৌঁছান যাইবে না। লাভের মধ্যে ঘোর অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদ জন্তু বা সরীসৃপগণ দ্বারা সঙ্গীগণের প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা। পথে অন্য নিরাপদ বাসস্থান পাওয়া যাইবে কিনা সেটারও ঠিক নাই—না পাওয়ারই সম্ভব; সুতরাং আজ এই গুহা মধ্যে রাত্রি যাপন করা সুপরামর্শ। এইরূপ বিচার করিয়া আজ্ঞা-প্রার্থী ভৃত্যকে কহিলেন "রামানুজ! তোমরা সকলেই অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছ দেখিতেছি। কাজে কাজেই আজ্ রাত্রির মতন সকলকে এইখানে বিশ্রাম করিতে বল; কল্য অতি প্রত্যূষে যাত্রা করা যাইবে।"

অনুচরগণের মনোগত ইচ্ছা এইরূপ; কেবল কর্ত্রী ঠাকুরাণী শুনিয়া কি বলেন এই ভয়ে তাহারা কিছু বলিতে পারে নাই। এক্ষণে তাঁহার মুখে মনোমত কথা শুনিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল; পরস্পরে তাঁহার সদাশয়তা ও সদ্বিবেচনার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে করিতে রাত্রি-যাপনোপযোগী আয়োজনে ব্যাপৃত হইল। যে পর্ব্বত-

গহ্বরে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল, সেটা খুব বিস্তীর্ণ—এককালে শতাধিক লোক অনায়াসে তন্মধ্যে বিশ্রাম করিতে পারে। সুতরাং কর্ত্রীর শকট একপার্শ্বে রাখিয়া তাহারা অপরপার্শ্বে আপনাদের নিমিত্ত সুভবমত কথঞ্চিৎ শয্যাদি রচনা করিল। প্রধান সহচরী দুজন অপর দাসীগণ সঙ্গে শকটের নিকটে শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিল।

রক্ষী ও দাসগণের অধিনায়কের নাম জয়মল। পাছে কোনো হিংস্র চতুষ্পদ কি তার চেয়ে নিষ্ঠুরতর দ্বিপদ-শত্রু গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া অনিষ্টসাধন করে, এই ভাবিয়া তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন যে, দুইজন করিয়া সেনা পালামত প্রহরিতা করিবে; অন্য সকলে সে সময় নিদ্রিত হইবে। শকট মধ্যে যে সামান্য আহার-সামগ্রী ছিল, তা ছাড়া সে রাত্রে অমন জায়গায় আর কোনো আহার্য্যের কিছুমাত্র সংযোগ ঘটিল না। সুতরাং কোনো রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তির পর নানা বিশ্রম্ভালাপের সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সকলে নিদ্রাগত হইল।

এই সময়ে একজন অপরিচিত দীর্ঘকায় দীর্ঘশ্মশ্রু সশস্ত্র ব্যক্তি গুহা মধ্যে সহসা প্রবিষ্ট হইল এবং মুহূর্ত্ত মাত্র এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া আবার সত্বর-গতিতে প্রস্থান করিল। যে দুইজন রক্ষী প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল, অপরিচিতের এই অনধিকার-প্রবেশ তাহাদের অগোচর রহিল না। কিন্তু আগন্তুকের তৎপরতা তাহাদের সতর্কতা হইতে নিশ্চিত অধিক। সে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া, আসিয়াই তখনি চলিয়া গেল; কাজেই লোকটা কে, বা কি জন্য চোরের ন্যায় হঠাৎ গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। কিন্তু আকার ও পরিচ্ছদে তাহাকে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুসলমান বলিয়া বোধ হওয়াতে রক্ষীদ্বজনের বড় ভয় হইল। তাহারা প্রথমতঃ সঙ্গীগণকে, পরে জয়মলকে জাগরিত করিয়া বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল।

এই সংবাদে সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল। কারণ, একে তাহারা সংখ্যায় অল্প, তাহাতে সমস্ত দিনের পথ-পর্য্যটনে আর ঝড় বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে, সর্ব্বোপরি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর। এরূপ অবস্থায় সমসংখ্যক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও কঠিন বটে। বিশেষতঃ নবাগত ব্যক্তি যে একবার ঈষৎবক্রনয়নে কর্ত্রীর শকটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গিয়াছে, এই সংবাদ আরো উদ্বেগের কারণ। আগন্তুক কে? কি মতলবে এই ঘোর নিশীথকালে হঠাৎ মানব-সমাগম-শূন্য গিরি-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া চলিয়া গেল? এ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য নিরূপণ করিতে না পারিলে সহসা বিপদ্ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আবার তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জানিত যে, দিল্লীশ্বরের একদল সৈন্য নিকটবর্ত্তী একটা দেশ জয় করিয়া কাছেই অবস্থান করিতেছে। সেই জয়ী যবন সামন্ত সহজে অত্যাচারী, নূতন যুদ্ধ-জয়ে উন্মত্ত; তাহার উপর রাজপুত নামের গন্ধ! যদি এই ব্যক্তি তাহাদের দলস্থ হয়, তাহা হইলে কি, আর রক্ষা আছে? অধ্যক্ষ জয়মল এই রকম নানাকথা ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের দলের একজনকে চর স্বরূপ তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে আদেশ করিলেন। অল্প সময় মধ্যে সেই সৈনিক উর্দ্ধ-শ্বাসে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "একদল যবন সৈন্য গহ্বরের অদূরে—এমন কি, দুই তিনশত হস্তান্তরে—গুহার অভিমুখে আসিতেছে; তাহারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক গুণে বেশী।"

তখন কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে এই ঘটনা জানানো উচিতবোধে জয়মল করযোড়ে অবনত-বদনে সমুদয় নিবেদন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

বাহিরে এই সকল ঘটনা সংঘটন কালে নিজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সেই কিশোরী রোদন করিতেছিলেন। কিন্তু সে রোদন মনে মনে—তাঁহার মুখে বা বাহ্য-আকৃতিতে মানসিক চিন্তার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। ঠিক এই সময়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদোক্ত ভয়াবহ সমাচার তাঁহার কর্ণগোচর হইল। অন্য কোনো সাধারণ রমণী হইলে কি করিত বলা যায় না; রাজপুত-জাতীয় নরনারীর অনুপম সাহস ও সহিষ্ণুতা চির-প্রসিদ্ধ। এই অশুভ সংবাদ শুনিবামাত্র তিনি তদ্দণ্ডে শকটে বলদ যোজন পূর্ব্বক যাত্রার আদেশ করিলেন। বলিলেন "জয়মল! যাহাদের কথা বলিতেছ সেই আগন্তুকগণ যদি মুসলমান হয়, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? তাহারা তো আমাদের মতন হাত পা-হৃদয়-বিশিষ্ট মানুষ; তা'দের ভাল মন্দ বিচার-শক্তি অবশ্য আছে; তা'রা কখনও মাদৃশ অবলা জনের গমনে বাধা দিবে বোধ হয় না। হয় তো আমাদের মতন তাহারাও দিনের বেলায় ঝড় বৃষ্টিতে কাতর হইয়া আশ্রয় খুঁজিতে এই গহ্বরের দিকে আসিতেছে। হিন্দু মুসলমান উভয়

জাতি পরস্পরের বিদ্বেষী আর ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী—একের আচার ব্যবহারের সঙ্গে অপরের কোনো মিল নাই। এই জন্য আমরা একগৃহে থাকিতে পারিব না, নচেৎ এই বিস্তীর্ণ গুহার ভিতর অনায়াসে দুই দলের স্থান হইতে পারিত। যাহা হউক, বিবাদ না করিয়া তাহাদিগকে এই গহ্বর ছাড়িয়া দিয়া, চল, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।"

জয়মল ভাবিয়া কহিলেন "দেবি! আপনি যাহা বলিলেন সকলই যথার্থ। কিন্তু তাহারা শত্রু-সৈন্য; তাহাদের কিছুমাত্র দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই। তাহারা যে আমাদিগকে বলপূর্ব্বক একস্থানে রাখিবার চেষ্টা পাইবে এইটাই খুব সম্ভব।"

"সেনাপতি! তোমার অনুমান সত্য বটে। কিন্তু তাহা হইলে আমরা কি করিতে পারি? ইহার একমাত্র উপায়—আগত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর যাহাতে তাহারা গুহার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে বলপূর্ব্বক এরূপ নিবারণ চেষ্টা। কিন্তু আমরা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প—কয়জন দাস আর রক্ষী মাত্র আমার সঙ্গী। এমন অবস্থায় নিশ্চিত মরণে—অনর্থক লোকহত্যায়—প্রবৃত্ত হওয়া কি বুদ্ধির কাজ? আমরা সংখ্যায় অল্প বলিয়া যে ভয়, নৈলে, জানতো, রাজপুতবালা যুদ্ধে বা মরণে ভয় করে না!"

"তবে কি গুহা ত্যাগ করাই আপনার মত?"

"তা ছাড়া অন্য উপায় কি? চল, ভগবান একলিঙ্গের নাম লইয়া আমরা এই দণ্ডেই যাত্রা করি। আমরা চিরকাল তাঁহারই শরণাগত—তাঁহারই দয়াশ্রিত। যদি এই সমাগত সৈনিকেরা আমাদের প্রতি কোনোরূপ বল বা অত্যাচার প্রদর্শন করে, তবে তিনি

আমাদিগকে কোনো-না-কোনো উপায়ে রক্ষা করিবেন। এটা তাঁর নূতন কার্য্য নয়। তিনি চিরকাল বলবানের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিয়া থাকেন; আজও করিবেন সন্দেহ নাই—তাঁহার অদ্ভুত কৃপা-বলের নিকট মানুষের পরাক্রম ঊর্ণনাভের জালের মতন নিতান্ত নিষ্ফল জানিবে!"

কর্ত্রীর এই শেষ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া জয়মল সমাগত সৈনিক-গণের পৌঁছিবার অগ্রেই যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। পর্ব্বত-বাহী স্রোতোমুখের প্রতিবন্ধক প্রস্তরখণ্ড সরাইলে গিরি-নদী যেরূপ দুর্দ্দমনীয় বেগে নিম্নদেশে পতিত হয়, সেইরূপ প্রবলবেগে সমাগত মুসলমান সৈনিকগণ গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কর্ত্রীর নিষেধমতে কোনো রাজপুত তাহাদিগকে বাধা দিল না। কিন্তু অল্পসংখ্যক সৈনিক প্রবেশ করিতে না করিতে তাহাদের অধ্যক্ষ গুহার ভিতরের অবস্থা দেখিয়া অবশিষ্ট অনুচরগণকে বাহিরে থাকিতে আজ্ঞা করিলেন। মুসলমানদের আসিবার কিছু পূর্ব্বে গহ্বরের অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছিল, সুতরাং মন্দীভূত ক্ষীণালোকে ভালরূপে কিছু দেখা যাইতেছিল না। মুসলমান সেনাপতি তজ্জন্য অগ্রসর হইয়া আপনার তরবারির ধাতু-কোষাগ্রভাগ দ্বারা অগ্নি উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে লাগিলেন, একজন ভৃত্যকে একটী মশাল জ্বালিতে বলিলেন; পরে তাহার সাহায্যে কিছুকাল ইতস্ততঃ দেখিয়া শকটের দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া সম্মুখস্থিত জয়মলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অন্ত কে এখানে অবস্থান করিতেছেন?"

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও জয়মল হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে না

পারাতে সেনানী বিরক্ত ভাবে কহিলেন "তোমায় আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, এ শকটে কে আছেন? যদি না বল, আমি নিজে তরবারির আঘাতে আচ্ছাদন-বস্ত্র ছিন্ন করিয়া ভিতর দেখিব। তাই বলি, তোমার রক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীলোক কি পুরুষ বল?"

জয়মল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "স্ত্রীলোক।"

আমারও এই রকম অনুমান। পুরুষ হইলে কখনো এতক্ষণ রেশমী-বস্ত্রাচ্ছাদিত শকটের ভিতর থাকিতে পারিত না। যাহা হউক, শকটাধিকারিণী রমণী কে, সেটা আমি আপনি দেখিব। তুমি প্রশ্নের উত্তর যেরূপ শীঘ্র দাও, তাহাতে তোমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা না করা সমান।"

এই বলিয়া ভদ্রতা ও সৌজন্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সেই অধ্যক্ষ শকটের আচ্ছাদন-বস্ত্র ধরিয়া খুলিতে চেষ্টা করিলেন। কর্ত্রীর নিষেধে জয়মল এতক্ষণ কষ্টেস্হষ্টে সকল অপমান সহিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আর বেশী পারিলেন না—স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের উপক্রম দেখিয়াই রাজপুত-শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। আপনার সংখ্যাবল, স্থান, সময় প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে কটিদেশের অসি খুলিয়া "তফাৎ হও" বলিয়া বামহস্তে যবন-নায়ককে আকর্ষণ করিবামাত্র ক্রোধান্ধ অধ্যক্ষ অতিশীঘ্র তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাঁহার স্কন্ধে এক আঘাত করিলেন। গুরুতর আঘাতে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় জয়মল ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। এতদূর হইবে, জয়মল ভাবেন নাই—যবন কাপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিবে, এজন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না; নৈলে তাঁহারই হস্তে যবনের সে দিন দর্পচূর্ণ ঘটিবার কথা!

সেনানী ক্রোধ-গর্ব্বিত বচনে কহিলেন "অন্য যে-কেহ আমার কার্য্যে বাধা দিতে আসিবে, তাহার এই দশা ঘটিবে, অতএব সকলে সাবধান !"

অধ্যক্ষের পতনে ও কর্ত্রীর অনুমতি না পাইয়া রাজপুত রক্ষীগণ ক্ষণকাল ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিতবৎ রহিল—ইচ্ছুক হইয়াও কিছু করিতে সাহসী হইল না—সময়ও পাইল না। কারণ, এই সকল গোলযোগ দেখিয়া শুনিয়া, রাজপুতবালা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শরৎকালীন মেঘমুক্ত পূর্ণ-শশীকলার ন্যায় আপনিই বস্ত্রাবৃত শকট হইতে ভূমিতে নামিয়া পড়িলেন। বেষ্টনকারী সৈন্যগণ আর তাহাদের অধ্যক্ষ তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে চমকিয়া উঠিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দরী কোমল মধুর স্বরে কহিলেন "যবন-সেনাপতি! তুমি আমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা কর? পরিচয় দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। দিল্লীর নিষ্ঠুর বাদসাহ আল্‌তামাস যাহাকে অবিচারে অন্যায় রূপে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, জানিও, আমি দেশ বিদেশে প্রথিত-নামা সেই মণ্ডলগড়-পতি রাণা-রণবীর সিংহের কন্যা—আমার নাম নির্ম্মল-কুমারী; সকলে—বিশেষতঃ পিতৃদেব—কিন্তু তারাবতী বলিয়াও ডাকেন। বাল্যকালের এ ডাক নাম বুঝি আমার চিরদিন রহিল।"

মুসলমান সেনাপতি স্বপ্নেও এরূপ আশা করেন নাই, যে, সুন্দরী নিজেই নিজের পরিচয় দিবেন। সুতরাং তাঁহার মুখে এই পরিচয় শুনিবামাত্র হস্তস্থিত নিষ্কাশিত অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজ সৈন্যগণকে দূরে থাকিতে বলিয়া উপস্থিত-ক্ষেত্রে কি করা উচিত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের রাজপুতানা বিভাগটী সর্ব্ব খণ্ড অপেক্ষা ভারত-মাতার গৌরব-ভূমিরূপে বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা রাজ্যে বিভক্ত, কিন্তু কোনোটী অতি-বৃহৎ নয়। এককালে উহার কীর্ত্তিমান রাজগণের কার্য্য-কলাপ এত বৃহৎ ছিল যে, একসীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত আর্য্য-ভূমির সমস্ত প্রদেশ তাঁহাদের ভুজ-প্রতাপ শিরোধার্য্য করিয়া ধন্য হইত—তাঁহাদের অনুপম কীর্ত্তি-গাথায় ভারতের ইতিহাস চির-রঞ্জিত ছিল—তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় ক্ষাত্র-তেজে আর অমিত পরাক্রমে সর্ব্বজিৎ পাঠান মোগল সম্রাট্‌গণের সিংহাসন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা টল্‌টলায়মান হইত! অন্য পরে কা কথা!

সেই বিখ্যাত রাজপুতানার রাজ্য সকল মধ্যে মিবার দেশটী আবার সর্ব্ব রকমে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহার তাৎকালিক রাজধানী চিতোর নগরের নামটী স্মরণমাত্র কোন্ সহৃদয় স্বদেশ-বন্ধু হিন্দুর মন ভক্তি-গৌরবে আর্দ্র ও সর্ব্ব শরীর হর্ষ-বিষাদে লোমাঞ্চিত না হইয়া উঠে? যাহার অবলাকুলও অনেক সময় স্বদেশ-রক্ষার্থ অসীম সাহস, সহিষ্ণুতা, বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অন্য স্থানের পুরুষদিগকে হারাইয়া দিয়াছেন, সেই চিতোরের পুরুষগণের গুণ-ব্যাখ্যা আর কি করিব?

আর এক বিষয়ে চিতোরের (আধুনিক নাম উদয়পুর) রাজকুল

রাজপুতানার সমস্ত রাজবংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যবংশীয় মহীপাল—যবন-সংশ্রবে অন্যান্য রাজবংশ ন্যূনাতিরেকে কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত হইয়া আর্য্য-গৌরব মিবার-বংশের নিকট কুল-পবিত্রতা পক্ষে নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছেন—এই জন্য উদয়পুরের মহারাণারা আ'জ্ও সমস্ত রাজগণের পূজ্য এবং সকলের শ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিষ্ঠিত—ব্রিটিস রাজও তদনুসারে গৌরবের সহিত তাঁহাদিগকে উচ্চতম মান দান করিয়া থাকেন!

ঐ পূজ্যতম বংশের জনৈক তেজীয়ান্ কনিষ্ঠপুত্র আপন অগ্রজ মহারাণার গলগ্রহ স্বরূপ তৎপ্রদত্ত জায়গীর মাত্র ভোগে সন্তুষ্ট না হইয়া মিবারের অনতিদূরে আরাবলী পর্ব্বত সান্নিধ্যে "মণ্ডলগড়" নামে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক নিজ বাহুবলে মহা প্রতাপান্বিত স্বাধীন মহারাণা হইলেন। তথাপি কিন্তু উভয় মহারাণা-পুরীতে সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য-ভাবের কখন কোনো অন্যথা ঘটে নাই। চিতোরের ন্যায় মণ্ডলগড়ের দুর্গও এক সময়ে দুর্ভেদ্য তথা শত্রুর অনাক্রমণীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং গৌরব-গরিমায় রাজপুতানার একটী প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। রাজপুত জাতি চিরকাল তমোগুণাশ্রয় শিবের উপাসক। বসন্তকালে "শিবরাত্রি" নামক উৎসব-বাসরে মণ্ডলগড়ে শিবারাধনার বিশেষ ঔৎসুক্য ও আমোদ দৃষ্ট হইত। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি ইতর বা ভদ্র, সকলেই ঐ দিবসে আপন আপন ধন, মান, পদমর্য্যাদা, জাতি-গৌরব বিস্মৃত হইয়া একসঙ্গে উৎসব দর্শনে ও ক্রীড়ামোদে আমোদী হইতেন। "একলিঙ্গ" নামক প্রসিদ্ধ শিবের এক বৃহৎ মন্দির এই নগরে স্থাপিত ছিল; এজন্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তাঁহাকে "মণ্ডলেশ্বর-শিব" বলিয়া লোকে ডাকিত। কিন্তু কালের অনিবার্য্য কঠোর পরাক্রমে মণ্ডলগড় এক্ষণে এককালে বিনষ্ট—খুঁজিলে ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে ইহার নাম একবারে বিলুপ্ত! নূতন জনপদ, নূতন নগর এক্ষণে তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে! জগতের নিয়মই এই! যাহা এক সময়ে তেজে, প্রতাপে, সৌন্দর্য্যে সর্ব্বপ্রধান; কালের নিষ্ঠুর হস্তে তাহাই কিছুদিনে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ আর শোভাহীন!

নির্ম্মলা মণ্ডলগড়াধিপতি রাণা রণবীর সিংহের কন্যা, ইহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। রাজার একমাত্র তনয়া বলিয়া তিনি বড় আদরের—নিতান্ত যত্নের ধন ছিলেন। একেতো অনুপম রূপগুণবতী; তা'তে আবার শিশু বয়সে মাতৃহীনা; সুতরাং তাঁহার প্রতি মহারাণার সেই পিতৃ-স্নেহ দ্বিগুন বর্দ্ধিত হইয়াছিল—লেখা বাহুল্য। পূর্ব্বে অল্প কথায় তাঁহার যে রূপ-বর্ণনা হইয়াছে, তাহাতে তিনি যে আদ্বিতীয়া রূপসী পাঠক পাঠিকারা এটা অবশ্য বুঝিয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহার সেই অলৌকিক রূপরাশির গৌরব-কথা সুগন্ধ কস্তুরীর ন্যায় জনশ্রুতি-হিল্লোলে দেশ বিদেশে—ভারতের সর্ব্বত্র—ব্যাপ্ত হইয়াছিল। দিল্লী তখন—শুধু তখন কেন, পূর্ব্ব হইতেই—বিশেষে তখন—নূতন বাদসাহী আমলে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগর; সুতরাং দিল্লীতে তাঁহার রূপ-গুণের কথা আমীর ওমরাহ রাজা রাজড়াদের জল্পনার কল্পনার বিষয় হইবে, আশ্চর্য্য কি? হিন্দু মুসলমান প্রধান লোকমাত্রের মুখে সেই অসামান্য রূপলাবণ্যের প্রশংসা-ধ্বনি শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য দিল্লীশ্বর আল্‌তামাস অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মন্ত্রী, সভাসদ, রাজদূত, পর্য্যটক প্রভৃতি যে কেহ হউক, তিনি যাহাকে তাহাকে

মণ্ডলগড়-রাজকন্যার কথা জিজ্ঞাসা না করিতেন, এমন দিন প্রায় ছিল না। ধূর্ত্ত সচিব আর পারিষদগণ সম্রাটের ভাবগতিক উত্তমরূপ বুঝিতে পারিয়া কেবলই রণবীর সিংহের কন্যার রূপগুণের বিবিধ প্রকার শত গুণ ব্যাখ্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়সেবক সম্রাটের হৃদয়ে অদম্যরূপে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার ও বৃদ্ধি করিয়া দিল। কিন্তু আমরা যে "শতগুণ" শব্দটী প্রয়োগ করিলাম, তাহাও সঙ্গত হইল না। কেননা. মণ্ডলগড়-রাজতনয়ার রূপ গুণ স্বভাবতঃ এত অধিক ছিল যে, তোষামোদের ভাষায় তার বহু-বর্ণনা সম্ভবে না।

যাহা হউক, দিল্লীশ্বর কল্পনার দাস হইয়া ক্রমে নির্ম্মলার রূপ-গুণে নিজ মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। কখনো স্বচক্ষে না দেখিলেও যেন তিনি ভোজনে, গমনে, শয়নে, স্বপনে, জাগ্রতে সর্ব্বদা তাঁহাকে সম্মুখে বিরাজমানা দেখিতে পাইতেছেন এমনি বোধ হইতে লাগিল! কখনো কখনো জাগ্রত অবস্থাতেই তাঁহার মনে এমন স্বপ্ন উদয় হইত, যেন তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, দিগন্তব্যাপী গৌরব ও মনোহর রাজশ্রীতে বিমোহিত হইয়া সুন্দরী স্বয়ং উপযাচিকারূপে তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন! তিনি যেন চিরাভিলষিত ধনকে অযত্নে লাভ করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহাকে ব্যগ্র দেখিয়া আরো ব্যগ্র করিবার জন্য রমণী বিলাস-গৃহের চতুর্দ্দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছেন, তিনি ধরিবার জন্য দৌড়িলেন—অমনি সম্মুখস্থ স্ফাটিক স্তম্ভে কি কবাটে মস্তক বাজিয়া চেতনা হইল—এইরূপ প্রায়ই ঘটিত! কখনো বা নিদ্রিতাবস্থার স্বপ্নে তাঁহার সমাগম লাভ করিয়া সুখে যামিনী যাপন করিতেন। কোনো সময়ে আবার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ জাগরিত হইয়া আপনাপনি ক্রন্দন করিয়া

উঠিতেন অথবা অসঙ্গত প্রলাপ বচন প্রয়োগ করিয়া সন্নিহিত বেগম বা পরিচারিকা বাঁদীকে বিস্ময়ান্বিত করিতেন। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে এই রমণী তাঁহার একমাত্র ধ্যান—একমাত্র পরমারাধ্য দুর্লভ নিধি হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তিনি উন্মত্ত প্রায়; সুতরাং পাইবার জন্য যত কিছু উপায়—যত দূর যত্ন ও চেষ্টা সম্ভব, সাধ্যানুসারে তাহার কিছু মাত্র ত্রুটী হইল না। দিল্লীশ্বরের—বিশেষতঃ দুর্দান্ত আল্‌তামাসের—সাধ্য বড় সামান্য নয়; সে সময় কোনো বিষয় তাঁহার অসাধ্য বলিলে এক প্রকার মনুষ্য-লোকের অসাধ্য বুঝাইত। মহারাজ রণবীর সিংহের নিকট লোকের উপর লোক, উপরোধের উপর উপরোধ—বড় লোকের বড় বড় অনুরোধ—কাতরোক্তিতে বার বার অনুরোধ—তৎসঙ্গে ধন, মান, রাজ্য, পদ প্রভৃতি মানুষের পক্ষে যাহা কিছু প্রার্থনীয় বা প্রাপনীয়, আকাঙ্ক্ষামত অসীম প্রলোভন প্রদর্শনের কিছুই বাকী রহিল না—অবশেষে দিল্লীর সিংহাসনের অর্দ্ধ অংশ আর প্রধান মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার।

কিন্তু কিছুতে কিছু ফল হইল না—অসীম প্রলোভনের সঙ্গে সঙ্গে বিধিমত ভয় প্রদর্শন আর শত্রুতার ছল পর্য্যন্ত বৃথা হইল! তখন বাস্তবই বাদসাহ ভয়ানক জাত ক্রোধ হইয়া বৈর-নির্যাতনে কৃত-সংকল্প হইলেন। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বোধ হয় জানেন, সম্রাট্ আল্‌তামাস যেমন রিপু-পরতন্ত্র ও ক্রোধী, তেমনি কৌশলী ও কুচক্রী—তা ছাড়া প্রতারণা ও ছল-চাতুরীতে পরম পণ্ডিত। সরল-হৃদয় রাজপুত রাণাজী তাঁহার সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারেন এটা বরং সম্ভব, কিন্তু মন্ত্রণা-কৌশলে এবং কপটতার প্রতারণা-রণে সমকক্ষ হইবেন, সম্পূর্ণ

অসম্ভব! সুতরাং অল্পকালে মহাসিংহ ফাঁদে পড়িল—চাতুর্য্য-জালে বন্দী হইয়া মহারাণা রণবীর দিল্লীর কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। সে চাতুরীর বিশেষ বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও অনাবশ্যক। কিন্তু তবুও সম্রাটের ভাগ্যে নির্ম্মলা লাভ ঘটিল না—রাণার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রাণ দিবেন সেও স্বীকার, তবু যবনকে কন্যা দিয়া জাতি ও কুল-গৌরব হারাইবেন না! রাজপুতের চক্ষে কুল-গৌরবের কাছে ধন মান যশ নিতান্ত তুচ্ছ।

এদিকে স্ত্রীলাভ যত দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল, সম্রাটের আগ্রহ ততই ভীষণ আকার ধারণ করিয়া উঠিল—অভাব নিতান্ত দুঃসহ হওয়াতে হিতাহিত-জ্ঞান তাঁহাকে এককালে পরিত্যাগ করিল! রাজ্যপতির অত্যাচার ও অবিচার প্রজাগণের সেই পর্য্যন্ত সহনীয়, যতদিন তিনি লোকের ধর্ম্মে ও অন্তঃপুরে অনধিকার-প্রবেশ না করেন। বিশেষতঃ হিন্দুর রাজ্য তখন যবনের নূতন করায়ত্ত। কত সাবধানে, কত দূর বিচক্ষণতার সহিত, কত রকমে সব দিক্ বাঁচাইয়া রাজ্য করিলে তবে প্রজাগণ বশীভূত থাকিবে। সম্রাট্ এ রাজনীতি উত্তমরূপ জানিয়াও কামশরে বিমোহিত হইয়া ভয়লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গোপনে আপন সেনাপতিগণের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে, হিন্দু বা মুসলমান যে কেহ যে কোনোরূপে হউক, রাজকন্যাকে আনিয়া দিতে পারিলে জায়গীর, রাজ্য, উচ্চপদ, সম্মান, ঐশ্বর্য্য যাহা চাহিবে, তখনি তাহা প্রাপ্ত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

দিল্লীর রাজকীয় অবস্থা তখন এইরূপ। এরূপ অবস্থায় আশাতীত ও অভাবনীয় রূপে রাজকন্যাকে লাভ করিয়া মুসলমান সেনাপতি যে বিলক্ষণ আনন্দিত হইবেন, এটা বিচিত্র কি? ভাগ্য যেন একখানি স্পর্শমণি তাঁহার হস্তে আনিয়া দিল। কোনো ধার্ম্মিক বিবেচক যোদ্ধা হইলে ইহার ছায়াও মাড়াইতেন কিনা সন্দেহ; অথবা অন্য সময় হইলে, এই সেনাপতি নিজেই হয়তো সেইরূপ আচরণ করিতেন। কিন্তু এখন ধনলোভ, রাজ্যলোভ, জায়গীর-লোভ, মান আর উচ্চপদের লোভ—এখন কি এসব বিচার হইতে পারে? যে অপূর্ব্ব সুন্দরীকে পাইবার জন্য তাঁহার প্রভুর এত যত্ন, এত অর্থব্যয়, এতদূর পর্য্যন্ত ত্যাগ-স্বীকার, যাঁহাকে প্রভুর হস্তে অর্পণ করিতে পারিলে তিনি যে কেবল ঐশ্বর্য্য ও উচ্চপদলাভ করিবেন. এমন নহে, চিরদিনের মত তাঁহার অনুগ্রহ ও বিশ্বাসের পাত্র—অধিক কি, রাজ্যে সর্ব্বের সর্ব্বা কর্ত্তা—উজীরও হইতে পারেন; যাঁহার দ্বারা এতদূর ঘটিবার সম্ভাবনা, সে স্পর্শমণিকে হাতে পাইয়া—বিনা যত্নে অযাচিতরূপে লাভ করিয়া—কি ত্যাগ করা যায়? ত্যাগ করিলেই কি নিস্তার আছে? এ ঘটনা গোপনে থাকিবে সম্ভব নয়; দিল্লীশ্বর শুনিলেই বা কি বলিবেন বল দেখি?

মনে মনে এইরূপ নানাকথা আলোচনা করিয়া যবন সেনাপতি অতি অল্পকাল মাত্র বিমুগ্ধপ্রায় থাকিয়া পরিশেষে রাজকন্যাকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন "দেবি! আপনাকে অভিবাদন করি। আপনার অন্বেষণে আমরা না ঘুরিয়াছি এমন স্থান নাই। কিন্তু দর্শন পাওয়া দূরে থাকুক, কোথায় আছেন শুনিতেও পাই নাই। বহু সুকৃতি-ফলে আজ আপনার দেখা পাইলাম। আমার প্রভু দিল্লীশ্বর আপনার জন্য একপ্রকার অন্ন জল ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। এক্ষণে আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারিলে তিনি যে কত আনন্দিত হইবেন কথায় বলিতে পারি না। আপনার পিতা অনেক দিন হইতে কারাগারে বদ্ধ; বাদসাহ আপনাকে পাইলে যে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কারামুক্ত ও বিধিমতে সম্মানিত করিবেন, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।"

সন্ধ্যা-সমীরণ স্পর্শে ফুল্ল নলিনী যেমন মলিন হয়, অথবা নর-কর-স্পর্শে লজ্জাবতী লতার যে রকম দশা ঘটে, যবন-সেনাপতির কথা শুনিয়া সুন্দরীর সেই অবস্থা দাঁড়াইল! কিন্তু পাছে যথাযথ উত্তর না পাইয়া সেনাপতি তাঁহার মৌনাবলম্বনকে সম্মতি মনে করেন, এই ভয়ে পার্শ্ববর্ত্তিনী স্বহৃদয়জ্ঞা সহচরীকে উচিত উত্তর দান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তখন প্রফুল্লা নামে প্রধানা সহচরী নম্র-বচনে কহিলেন "সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয়! আপনি যে সব কথা বলিলেন, সকলই সত্য; আমরা আপনার একটী কথাও মিথ্যা ভাবিতেছি না। কিন্তু আপনার অভিপ্রায় সফল হইতে একটী বিশেষ ব্যাঘাত আছে; সেটী এই— আমাদের সখীর সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। আমাদের হিন্দুর ঘরে বাগ্দান যা, বিবাহ হওয়াও তা! বাদসাহের অবিচারে মহারাণা দিল্লীতে কারারুদ্ধ

না থাকিলে এতদিন সেই শুভ বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে এত বিলম্ব হইত না। আপনি তো বিজ্ঞ; ভেবে দেখুন, রাজকন্যাকে যাহা বলিলেন, তাহা এখন বলা বৃথা কিনা? সম্রাট্ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী; তাহা না হইয়া স্বধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তবু আর একথা উঠিতে পারে না। আবার দেখুন, ইনি আপনি আপনার কর্ত্রী নহেন; ইঁহার পিতা যাহা বলিবেন—যাহা করিবেন, তাহাই হইবে মাত্র। কিন্তু আপনাকে এটাও বলিয়া রাখি, যদিও বা রাজা মত দেন, রাজকন্যা প্রাণ থাকিতে একথায় কখনো সম্মত হবেন না। একতো আগেই এক জনকে পতিত্বে মনোনীত করিয়াছেন; তাহাতে আবার সম্রাট্ যবন—আমাদের ধর্ম্মকে আর আমাদের দেবতাকে দারুণ ঘৃণা করেন। তাই বলি, আপনি সে সব আশা ত্যাগ করিয়া সদয় চিত্তে আমাদিগকে যাইতে দিউন। যেন দেশে বিদেশে লোকে আপনার যশো-ঘোষণা করিতে পারে।"

সেনাপতি হাসিয়া কহিলেন "সহচরি! তুমি যাহা বলিলে, বুঝিতেছি, তোমার কর্ত্রীর অভিপ্রায়-মতেই বলিয়াছ, তাহাতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি একজন ভৃত্যমাত্র। ভৃত্যদের পক্ষে প্রভুর আজ্ঞাপালনই সর্ব্বাগ্রে উচিত; তাহাতে ভালমন্দ বা সময়াসময় বিচার করিতে নাই। তবেই দেখ, আমি হাতে পাইয়া কিরূপে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিই? দিলে আর কিছু হউক আর নাই হউক; প্রভুর নিকট বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হইব এবং আমার নিজের মনেও মহা গ্লানি জন্মিবে। জানিও, এই দুই প্রধান কারণে আমি তোমাদের ছাড়িয়া দিতে পারি না; নৈলে মিছামিছি আটক করিয়া কদাচ অভদ্রতা দেখাইতাম না।"

আর বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া রাজপুত্রী বলিলেন "মহাশয়! মানুষের পক্ষে প্রভু-আজ্ঞা পালন খুব কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রভুর নিকটে কোনো প্রভুই প্রধান নহেন। একমাত্র ধর্ম্মপালনই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য। আমার স্বাধীনতা-হরণ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কাজ; সুতরাং সম্রাটের আদেশ-পালনের অগ্রে সে বিষয় বিচার করা আপনার উচিত; দিল্লীর বাদসাহ যথেচ্ছাচারী, তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই; তাঁর আজ্ঞা-পালন করা পাপানুষ্ঠান বৈ কিছুই নয়! ভাবিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন, ধর্ম্মবিরোধী সে আজ্ঞা হেলন করায় পুণ্য বৈ পাপ নাই।"

সেনানী ভাবিলেন—বাক্-বিতণ্ডা করা বৃথা! এই ভাবিয়া কহিলেন "সে বিচার আমরা কল্য করিব। উপস্থিত আজিকার রাত্রি আপনি এইখানেই যাপন করুন।"

"সে কি? তবে কি আমি আপনাদের বন্দী হইলাম?"

"তা—তা—সেটা—আপনার—যেমন ইচ্ছা—সেই মত—বিবেচনা করুন।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আর অধিক বাক্যব্যয় বৃথা ভাবিয়া রাজকন্যা নিজ শকটে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

পাছে কেহ গোপনে পলাইয়া যায়, এই ভয়ে যবন-সেনাপতি গুহাদ্বারে আপনার চারিজন সৈনিককে প্রহরীস্বরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং আর আর সৈন্যগণকে হিন্দুদের নিকটে থাকিতে নিষেধ করিয়া বিশ্রাম জন্য নিজে এক পার্শ্বে শয়ন করিলেন। তিনি জয়মল্ল সিংহকে তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে ভূপাতিত করেন একথা প্রথমেই বলা হইয়াছে। যখন কর্ত্রীতে আর তাঁহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন সাবকাশ পাইয়া কতিপয় রাজপুত-সৈন্য জয়মল্লের আঘাত-স্থান বন্ধন করিয়া সময়োচিত সেবা শুশ্রূষা করিতেছিল। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়াতে তিনি এক্ষণে উঠিয়া বসিতে পারিলেন। সুতরাং, সে রাত্রের মতন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষ এক গৃহে অথবা এক আবৃত স্থানে অনিচ্ছাতেও থাকিতে বাধ্য হইল। ভারতের এই দুই জাতি পরস্পরের ধর্ম্ম ও আচারের বিদ্বেষী, একথা সকলেই জানেন। পাছে কাছাকাছি থাকায় কোনো সূত্রে বিবাদ ঘটে, এজন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গুহার একদিকে রাজপুত আর অন্য দিকে—দূরে মুসলমানেরা অবস্থান করিল। তথাপি, হিন্দুদিগকে মুসলমানেরা বিনাযুদ্ধে অনায়াসে বন্দী করিয়াছে, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে এই ভাবের শ্লেষাত্মক কথাবার্ত্তার ত্রুটী ঘটিল না—বাড়াবাড়ি দেখিয়া যবনসেনাধ্যক্ষ ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন।

নিদ্রার প্রভাব কাটাইতে না পারিয়া এইরূপে সকলে শয়ন করিল, কিন্তু হতভাগিনী রাজকন্যার অদৃষ্টে এ রাত্রে সে সুখসম্ভোগ ঘটিল না

একাকিনী শকটমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া করতলে কপোল রক্ষা করিয়া তিনি নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন "হায়! আমি কি দুর্ভগা; যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে পাঠান-সেনাপতি আমাকে যে ছাড়িয়া দিবে সে আশা বৃথা; আমাকে নিশ্চিতই দিল্লী যাইতে হইবে। সেখানে গেলে পিতার সহিত সাক্ষাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু কিরূপ অবস্থায় আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে, স্মরণ করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি দিল্লীশ্বরের কারাগারে বন্দী—ভারত-বিখ্যাত বীরকুলর্ষভ মণ্ডলগড়-পতি সামান্য দস্যু তস্করের সহিত এক গৃহবাসী, আর তাঁহার একমাত্র কন্যা আমি—বাদসাহের অন্তঃপুর-পিঞ্জরে পক্ষিণীর ন্যায় অবরুদ্ধা! পিতার একরূপ, কন্যার অন্যরকম দশা! হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? তুমি কেন আমায় ছার রূপলাবণ্য দিয়াছিলে বলতো শুনি? যে সৌন্দর্য্যের জন্য লোকে কত তপস্যা, কত প্রার্থনা করে; তাহা কি আমার কুল-গৌরব, মনের সুখ, আর পিতার স্বাচ্ছন্দ্য-নাশের জন্য প্রদত্ত? এর চেয়ে যদি আমায় কুরূপা করিতে, সেও যে ছিল ভাল! আর যদি দয়া বশে শ্রীচাঁদ দিলে, তবে রাজকুলে জন্ম হইল কেন? ভেবে দেখ, যদি আমি সামান্য রাজপুত-বালা হইতাম, তাহা হইলে কি দিল্লীশ্বর আমায় জানিতে পারিতেন? না, আমায় পাবার জন্য এত চেষ্টা করিতেন? নিবিড় বনের মধ্যে কত শত সুন্দর সুগন্ধ ফুল ফুটিয়া থাকে, কয়জন তাহার সন্ধান লয়? কেই বা তাহা পাইবার জন্য প্রয়াস করিয়া থাকে? রাজোদ্যানে একটী সামান্য পুষ্পেরও কত মত বিশেষ গৌরব হয়! অতলজলধিতলে প্রবাল মণিমুক্তাদি কত শত বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য বস্তু আছে, কে তাহার সন্ধান রাখে? ধনী লোকের অঙ্গে

কিছু দেখিলেই অমনি চোরের মনে লইবার ইচ্ছা হয়। হায় হায়! এখন আমি কি করি? কাহার শরণাগত হই? কে আমায় এ ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করে? দিল্লীশ্বরকে বিবাহ—তাহাতো প্রাণ থাকিতে হইবে না! তিনি বিধর্ম্মী মুসলমান; আমি গোঁড়া হিন্দু; বালিকাকাল হইতে কায়মনোবাক্যে যে সকল দেবদেবীকে ভক্তিভাবে আরাধনা করিয়া আসিতেছি, মুসলমান জাতি অবজ্ঞাভরে তাঁহাদিগকে ভগ্ন—এমন কি, শুনিয়াছি, পদতলে দলিত পর্য্যন্ত করে। ছি ছি! সেই দেব-দ্বেষী, পরধনাপহারী, নর-পিশাচকে কি আমি দেহে প্রাণ থাকিতে পতিত্বে বরণ ক'র্ত্তে পারি? তার অতুল ঐশ্বর্য্য থাকুক, প্রভূত পরাক্রম জানা যাউক, আর ভুবনবিখ্যাত নামই হউক, তাতে আমার কি লাভ? আমি যেমন আছি, চিরকাল তেমনি থাকিব। বহুকষ্টে বিস্তর অন্বেষণে আমি যাঁহাকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, একমাত্র তিনিই আমার প্রাণেশ্বর! যত কেন বিপদ বাধা উপস্থিত হউক না, আমি চিরকাল তাঁহাকেই হৃদয়-মন্দিরে রাখিয়া মনে মনে পূজা করিব। হায়! তিনি এখন কোথায়? তিনি কোনোরূপে এই দুঃসংবাদ পাইলে কি আমাকে এত ভাবিতে হয়? না, এইরূপ অসহায় অবস্থায় সামান্য একজন যবন আমাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া যাইতে পারে? (ভাবিয়া) অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বলপূর্ব্বক দিল্লী লইয়া যাইতেছে—যাউক। বিনয়ে পারি, মিষ্ট কথায় পারি, রোদনে পারি, যেরূপে হউক, আমি দিল্লীশ্বরকে বশীভূত করিয়া নিজের আর পিতার উদ্ধার সাধন করিব। যদি একান্ত না পারি, বিষপান বা এই ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিব; তাহাতে তো কেহ বাধা দিতে পারিবে না! শাস্ত্রে বলে, আত্মঘাতী ব্যক্তিরা পরলোকে সূর্য্যকর-

রহিত অন্ধতমসাবৃত প্রেত-ভূমি প্রাপ্ত হয়।. এ কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু তা বলিয়া কি আমি নিজ সতীত্ব-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিব? সতীত্বের ন্যায় আর কোন্ ধর্ম্ম স্ত্রীলোকের বড়? এখনো আমার বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু যখন বাগদত্তা হইয়াছি, যখন প্রজাপতিকে সাক্ষী করিয়া মনে মনে একজনকে জীবন যৌবন সমস্ত অর্পণ করিয়াছি, তখন বিবাহের আর বাকী কি? আসল যা—মনের মিলন—তাতো হইয়া গিয়াছে। দেহের মিলন মাত্র বাকী। তাই বলি, প্রাণ থাকিতে দুরাত্মা বাদসাহ সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিবে না. এইটী আমার দৃঢ় পণ—ইহাতে অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার ঘটুক!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

রাজবালা এইরূপ নানারকম চিন্তায় অবসন্ন, ক্রমে তারাদলের সঙ্গে সঙ্গে তারা-শীর্ষা রজনীও অবসন্ন হইল—প্রতিদিন যেরূপে যে সময়ে বিগত হয়, অদ্যও সেইরূপ। কিন্তু ইহাদের দুজনের মনেই সেই রজনীর পরিমাণ যেন অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল! কেন তাহা বলিতেছি। একজন একাকিনী আর ভাবিতে পারেন না; অন্ধকার আর সহ্য হয় না; লজ্জায় প্রিয়সখীদের ডাকিতেও পারেন না—সুতরাং যে যন্ত্রণা তাহা বলিবার নয়। অপর পক্ষে, হোসেন খাঁ মাঝে মাঝে

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঘুম ভাঙ্গিয়া সচেতন হইয়া বলিতেছেন "আঃ! এখনো ছাই রা'ত্‌টা পোহা'ল না—আজ্‌ এ পাপিষ্ঠ রা'তের কি শেষ নাই?" অর্থাৎ মনে মনে ইচ্ছা যে, প্রভাত হইলে বাদসাহের চিত্তবন্দীকারিণী সুন্দরীকে লইয়া তৎহস্তে অর্পণ করেন। সমস্ত রাত্রি কল্পনা আঁটিতেছেন "বাদসাহ যখন মহাতুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তুমি কি চাও?' তখন কি জায়গীর, কি আমীরী-পদ, কি ঐশ্বর্য্য, না পদোন্নতি চাহিব? অথবা শুধু বলিব, 'কিছুই চাই না, জাহাপনা, আপনার কৃপা কটাক্ষ মাত্র ভিক্ষা—তাহাই একমাত্র আশা ভরসা।' আবার ভাবেন "বাদসাহের খেয়াল, এ রাজকন্যাকে পাইয়া যদি আমায় ভুলিয়া যান, না—না—ওকথা বলা হইবে না—বড়লোককে বিশ্বাস নাই।" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া শেষে মনে মনে ধার্য্য হইল, বাটী গিয়া সেই অগতির গতি—সংসারসমুদ্রে অকূলের কাণ্ডারী—অসীম বুদ্ধিমতী গৃহিণী গহরজান বিবির সঙ্গে পরামর্শ পূর্ব্বক যেটা ভাল হয় করা যাইবে!

হতাশ ব্যক্তির মনে আশা উদয়ের ন্যায়, ক্রমে পূর্ব্বাকাশে প্রথমে উষা, পরে অরুণদেব দেখা দিলেন। প্রাতঃকালীন বালসূর্য্য-কিরণ এই ক্ষুদ্র পর্ব্বতের চূড়ায় ও বহিঃস্থ বৃক্ষশ্রেণীর উপর নিপতিত হইয়া সকলকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিল। মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোলে পতিত বৃক্ষ-পত্রের মনোহর মর্ম্মরধ্বনি শ্রবণে বোধ হইতে লাগিল, তাহারা যেন পতনচ্ছলে বিভুগুণ গান করিতেছে; অথবা মুক্তাফল তুল্য সুন্দর শিশিরপাত দ্বারা শাখাগণ তাঁহার প্রেমে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে! অন্ধকার আপনার প্রিয় সেই গুহাকে এককালে পরিত্যাগ করিল না, সূর্য্য-কিরণ-ভীত পেচকের মতন যেন

ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে গাঢ়তরভাবে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। বাদুড় চামচিকা প্রভৃতি নিশাচর পক্ষীগণ গতরাত্রে উৎপীড়িত হইয়া গহ্বর ত্যাগ করিয়াছিল, এখন সময় বুঝিয়া সেই বাস-গুহায় পুনরায় প্রবেশ করিল। এই সব পক্ষিগণের পক্ষশব্দে ও কণ্ঠধ্বনিতে ত্যক্ত-নিদ্র প্রহরী, দাস-দাসী ও সৈনিকগণ বিরক্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধাইল ;- কিন্তু নিজ নিজ সেনাপতির নিষেধে অল্পক্ষণ মধ্যে ক্ষান্ত হইল।

গহ্বরমধ্যে অল্পমাত্র আলোক প্রবিষ্ট হইলেই নির্ম্মলা আচ্ছাদন বস্ত্রের মধ্য দিয়া বহির্ভাগ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন— কৃষ্ণশ্মশ্রুজালমণ্ডিত বিকটানন যবন সৈন্যগণ উদ্ধত ভাবে তাম্রকুট-ধূম-সেবন ও খলখল বিকট-হাস্য করিতেছে। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন—তাহা বিরক্তি, কি ঘৃণা, বা আর কোনো কারণে, সেটি কে বলিবে? সৈন্যগণের কেহ কেহ অগ্রে সশস্ত্র বাহির হইয়াছিল। অল্পক্ষণ মধ্যে তাহারা আহারোপযোগী প্রচুর পশু-মাংস আনিল এবং আগুন জ্বালিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইল।

মুসলমানেরা যে সময়ে আহারের উদ্যোগে ব্যস্ত, সে সময় গতিক দেখিয়া কর্ত্রীও আপন অনুচরগণকে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা পূর্ব্বদিন হইতে প্রায়োপবাসী; অদ্য আবার অনেকদূর যাইতে হইবে ; এক্ষণে কর্ত্রীর আদেশ পাইয়া গুহার বাহিরে অগ্নির সাহায্যে ঘৃতান্নবিশেষ পাক করিয়া ভোজন করিল। কেবল নির্ম্মলা কিছুই আহার করিলেন না। সহচরীগণ বিস্তর অনুরোধ করাতে শারীরিক অসুস্থতা জানাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুদিগকে নিঃশব্দে আহার করিতে দেখিয়া কোনো কোনো দুষ্ট যবন শ্লেষাভাবে ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিল। রাজপুতেরা মনে মনে অতীব বিরক্ত ও কুপিত হইয়াও কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহাদের মুখের আর চক্ষুর ইঙ্গিতে এই রকম ঠিক বোধ হইল যে সময় পাইলে এর প্রতিশোধ লইব, সে সময় মজা দেখা যাবে, যেন ইহাই বলিতেছে।

বেলা এক প্রহরের পর সকলের আহারাদি শেষ হইলে বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় হোসেন খাঁ সকলকে যাত্রার হুকুম দিলেন। প্রতিবাদ, বৃথা বুঝিয়া কর্ত্রীর শকটে বলদ যোজিত হইল এবং হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ একত্র মিলিত হইয়া চলিল। হিন্দুদের নিকট হইতে ইতিপূর্ব্বে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে দুই দুই জন মুসলমান-সৈন্য কর্ত্তৃক তাহারা প্রত্যেকে বেষ্টিত হইয়া বন্দীর মতন চলিতে বাধ্য হইল। রাজকন্যার শকটও নিষ্কৃতি পাইল না; অন্যূন দ্বাদশ জন অস্ত্রধারী বলবান যবন সৈন্য উহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং তিনি বা তাঁহার সহচরীদের মধ্যে কেহ যে কোনোরূপে পলায়ন করিবেন, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা রহিল না। কেবল এইমাত্র নয়; হিন্দু চালককে আর শকট চালাইতে দেওয়া অযুক্তিবোধে একজন মুসলমান তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

মুসলমানেরা চিরকাল নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর বলিয়া জগতে বিখ্যাত। তাহাদের এই দুর্নাম আজ্ পর্য্যন্ত সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে এটা সকলেই জানেন। এই শকট-চালক নিজের দোষে

সেই চির-প্রচলিত কথার প্রমাণ আরো বাড়াইয়া দিল। বলদগণ উদাসীনের হস্তধৃত রজ্জুশাসন মানিতে যত অনিচ্ছুক, নবচালক ততই দারুণ কশাঘাত দ্বারা শীঘ্র গমন জন্য পুনঃপুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তাহারাও অনভ্যস্ত অতিরিক্ত প্রহারে উৎপীড়িত হইয়া গমনে একান্ত অসম্মত হইয়া দাঁড়াইল। কশাঘাত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরণোৎক্ষেপণ ও লম্ফঝম্ফ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। হিন্দুরা বার বার যত নিষেধ করে, যবন-চালক যেন বিরক্ত করিবার মানসে সেই নিরীহ জীবগণকে প্রহার করিতে ততই আমোদ পায়! উৎপীড়িত বলদগণ অবশেষে এরূপ অশান্ত ও অবাধ্য হইয়া উঠিল, যে, তাহাদিগকে শকট হইতে না ছাড়াইলে আর কিছুতেই চলে না।

কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে এই সংবাদ জানানো আবশ্যক বিবেচনায় হোসেন খাঁ নিজেই অগ্রসর হইলেন; কিন্তু গত রাত্রির মত শকটের আচ্ছাদনবস্ত্র না তুলিয়া অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্তভাবে তাঁহাকে বলিলেন "রাজকন্যে! শকটবাহী বলদগণ যে রকম দুষ্টামি করিতেছে, তাহাতে আপনার হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় দেখি না। আমার মতে উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই কর্ত্তব্য, পরে তাহারা একটু শান্ত হইলে আপনি আবার শকটারোহণ করিতে পারিবেন। তাহারা প্রকৃতিস্থ হইবে সে কাল পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিতে পারিব না; কারণ, বিলম্বে দিল্লীপতি ব্যথিত হইবেন। হইলে, আমার শিরখোয়ান ছাড়া অন্য গতি থাকিবে না। সঙ্গে অন্য শকট বা গমনোপযোগী যান-বাহনও নাই তাহাতো দেখিতেছেন। আপনার মত সম্ভ্রান্তা কোমলাঙ্গীর পক্ষে এই প্রস্তরাবৃত পথে পদব্রজে যাওয়া অতিশয় কষ্টকর আর দুঃসাধ্য

তাও জানি। কিন্তু কি করি? গরজ বড় বালাই! দরকার হইলে সকলি সহ্য করিতে হয়। সময়ানুসারে পদমর্য্যাদার প্রভেদ বা সম্মানের উপায় থাকে না। তাই আমার সানুনয় প্রার্থনা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক শকট হইতে নামিয়া আমাদের সকলের সঙ্গে চলুন।"

সেনাপতির এই ধরণের কথা শুনিয়া সুন্দরী অবিকৃতস্বরে ধীরভাবে উত্তর করিলেন "বোধ হয়, আপনার এটা অজানা নাই, যে, রাজপুতেরা আপন মত-বিরুদ্ধ বা অপ্রীতিকর কোনো কার্য্য সহসা করে না এবং সেজন্য প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও থাকে। স্ত্রীলোক হইলেও আমি সেই রাজপুতের একজন। সুতরাং যত কেন মন্দ দশা উপস্থিত হউক না, আমি নিজ সংস্কার-বহির্ভূত কার্য্য কখনই করিব না। ইহাতে আপনি বা অন্য কেহ বলপ্রদর্শন করিলে নিশ্চিত কোনো কাজের হইবে না। যিনি জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে জগৎ সুদ্ধ সমস্ত লোকের ভাল মন্দ কর্ম্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, আমি সেই বিশ্বপতিকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, আপনি আমাকে বলপূর্ব্বক শকট হইতে নামাইবার চেষ্টা করিলে জীবিত অবস্থায় পাইবেন না। আমার নিকট প্রাণ-ত্যাগের সুন্দর উপায় আছে, আপনারা অশিষ্টাচারের অণুমাত্র চেষ্টা করিলে আমি তাহা ব্যবহার করিতে ভীত বা ক্ষান্ত হইব না।"

রাজপুত জাতির স্ত্রী পুরুষ উভয়েরি যে কথা সেই কাজ, এটা হোসেন খাঁর ভাল জানা ছিল। আবার, সে সময়ের শ্রেষ্ঠবংশীয় হিন্দুগণ কখন্ কোন্ যবন দুরাত্মা কর্ত্তৃক অপমানিত হইবেন, এই ভয়ে প্রায়ই একটী করিয়া বিষাক্ত অঙ্গুরী যে নিজ নিজ করাঙ্গুলিতে ধারণ করিতেন; অভিপ্রায়—তেমন তেমন হয়, একবারমাত্র অঙ্গুরী চুষিলেই সকল জ্বালা

সেই চির-প্রচলিত কথার প্রমাণ আরো বাড়াইয়া দিল। বলদগণ উদাসীনের হস্তধৃত রজ্জুশাসন মানিতে যত অনিচ্ছুক, নবচালক ততই দারুণ কশাঘাত দ্বারা শীঘ্র গমন জন্য পুনঃপুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তাহারাও অনভ্যস্ত অতিরিক্ত প্রহারে উৎপীড়িত হইয়া গমনে একান্ত অসম্মত হইয়া দাঁড়াইল। কশাঘাত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরণোৎক্ষেপণ ও লম্ফঝম্ফ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। হিন্দুরা বার বার যত নিষেধ করে, যবন-চালক যেন বিরক্ত করিবার মানসে সেই নিরীহ জীবগণকে প্রহার করিতে ততই আমোদ পায়! উৎপীড়িত বলদগণ অবশেষে এরূপ অশান্ত ও অবাধ্য হইয়া উঠিল, যে, তাহাদিগকে শকট হইতে না ছাড়াইলে আর কিছুতেই চলে না।

কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে এই সংবাদ জানানো আবশ্যক বিবেচনায় হোসেন খাঁ নিজেই অগ্রসর হইলেন; কিন্তু গত রাত্রির মত শকটের আচ্ছাদনবস্ত্র না তুলিয়া অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্তভাবে তাঁহাকে বলিলেন "রাজকন্যে! শকটবাহী বলদগণ যে রকম দুষ্টামি করিতেছে, তাহাতে আপনার হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় দেখি না। আমার মতে উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই কর্ত্তব্য, পরে তাহারা একটু শান্ত হইলে আপনি আবার শকটারোহণ করিতে পারিবেন। তাহারা প্রকৃতিস্থ হইবে সে কাল পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিতে পারিব না; কারণ, বিলম্বে দিল্লীপতি ব্যথিত হইবেন। হইলে, আমার শিরথোয়ান ছাড়া অন্য গতি থাকিবে না। সঙ্গে অন্য শকট বা গমনোপযোগী যান-বাহনও নাই তাহাতো দেখিতেছেন। আপনার মত সম্ভ্রান্তা কোমলাঙ্গীর পক্ষে এই প্রস্তরাবৃত পথে পদব্রজে যাওয়া অতিশয় কষ্টকর আর দুঃসাধ্য

তাও জানি। কিন্তু কি করি? গরজ বড় বালাই! দরকার হইলে সকলি সহ্য করিতে হয়। সময়ানুসারে পদমর্য্যাদার প্রভেদ বা সম্মানের উপায় থাকে না। তাই আমার সানুনয় প্রার্থনা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক শকট হইতে নামিয়া আমাদের সকলের সঙ্গে চলুন।"

সেনাপতির এই ধরণের কথা শুনিয়া সুন্দরী অবিকৃতস্বরে ধীরভাবে উত্তর করিলেন "বোধ হয়, আপনার এটা অজানা নাই, যে, রাজপুতেরা আপন মত-বিরুদ্ধ বা অপ্রীতিকর কোনো কার্য্য সহসা করে না এবং সেজন্য প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও থাকে। স্ত্রীলোক হইলেও আমি সেই রাজপুতের একজন। সুতরাং যত কেন মন্দ দশা উপস্থিত হউক না, আমি নিজ সংস্কার-বহির্ভূত কার্য্য কখনই করিব না। ইহাতে আপনি বা অন্য কেহ বলপ্রদর্শন করিলে নিশ্চিত কোনো কাজের হইবে না। যিনি জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে জগৎ সুদ্ধ সমস্ত লোকের ভাল মন্দ কর্ম্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, আমি সেই বিশ্বপতিকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, আপনি আমাকে বলপূর্ব্বক শকট হইতে নামাইবার চেষ্টা করিলে জীবিত অবস্থায় পাইবেন না। আমার নিকট প্রাণ-ত্যাগের সুন্দর উপায় আছে, আপনারা অশিষ্টাচারের অণুমাত্র চেষ্টা করিলে আমি তাহা ব্যবহার করিতে ভীত বা ক্ষান্ত হইব না।"

রাজপুত জাতির স্ত্রী পুরুষ উভয়েরি যে কথা সেই কাজ, এটা হোসেন খাঁর ভাল জানা ছিল। আবার, সে সময়ের শ্রেষ্ঠবংশীয় হিন্দুগণ কখন্ কোন্ যবন দুরাত্মা কর্তৃক অপমানিত হইবেন, এই ভয়ে প্রায়ই একটী করিয়া বিষাক্ত অঙ্গুরী যে নিজ নিজ করাঙ্গুলিতে ধারণ করিতেন; অভিপ্রায়—তেমন তেমন হয়, একবারমাত্র অঙ্গুরী চুষিলেই সকল জ্বালা

ঘুচিয়া যাইবে, এটাও তাঁহার ভাল জানা ছিল। সুতরাং কোনো বলপ্রদর্শন অনাবশ্যক আর অনিষ্টজনক বুঝিয়া তিনি নম্রভাবে বুঝাইলেন "কিন্তু রাজকুমারি! আপনি এরূপ অন্যায় প্রতিজ্ঞা করিলে চলে কৈ? আপনি যদি গাড়ী থেকে না নামেন, তাহা হইলে এই জায়গাতেই গাড়ী রাখিতে হইবে। বলদগণ যেমন উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্দ্দমনীয় হইয়াছে, তাঁহাতে আর যাওয়া ভার, ইহাতো দেখিতেছেন। এই দুর্গম প্রান্তর-পথে অন্য কোনো বলদও যে পাওয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পদব্রজে গমন ছাড়া উপায় কি বলুন শুনি?"

নির্ভীক রাজপুত-বালা কহিলেন "তবে আমি এইখানে থাকিব, বলদগণ ততক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শান্ত হউক। আমি কিছুতেই এখান হইতে এক পাও নড়িব না। যদি পূর্ব্বদিকের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হয়, তবুও আমার এই প্রতিজ্ঞা অটল অচল থাকিবে। তাই অনুরোধ, আপনি আর আমায় অধিক বিরক্ত করিবেন না; আমি যেমন নিজ চিন্তায় মগ্ন আছি সেইরূপ থাকি, নিজের কাজে যেখানে খুসী আপনি গমন করুন।"

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

ভাব গতিক দেখিয়া সেনাপতি কি করা উচিত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। অল্পকাল নীরব থাকিয়া ভাবিলেন, বলদেরা এতক্ষণ শান্ত হইয়া থাকিবে; এখন যোজিত হইলে আর গোল করিবে না। এই বুঝিয়া তাহাদিগকে পুনরায় শকটে বদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার সৈনিকগণের মধ্যে সকলের সকল চেষ্টাই বিফল হইল! বলদেরা যে মুহূর্ত্তে বুঝিল, যে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই অত্যাচারী চালকের অধীনে শকট টানিতে ও তাহার অন্যায় কশাঘাত পুনঃ পুনঃ সহ্য করিতে হইবে, অমনি পূর্ব্বমত পিছনের পা ছুড়িতে ও উল্লম্ফনাদি নানারূপ অবাধ্যতা দেখাইতে লাগিল। তাহাদের কার্য্যে ঠিক বোধ হইল, যেন তাহারাও প্রভুকন্যার মর্ম্মব্যথায় সমবেদনাশীল হইয়া সহানুভূতি দেখাইতেছে—তাহাদের যতদূর সাধ্য, সেই সাধ্যানুসারে প্রভুর কার্য্য সাধন করিলেই যেন চরিতার্থ হয়। তাহারা চিরকাল যত্নে পালিত, তাহাদিগকে কখনো কশাঘাত বা তদ্রূপ যাতনা ভোগ করিতে হয় নাই। মুসলমান শকটচালক তাহা না বুঝিয়া পশুজাতির উপর মানবের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য যেন নানারূপে দুর্ব্বৃত্ত আচরণ করিতেছে, তাহারাও সেজন্য ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বচালক ভিন্ন আর কেহ তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারে না। এমন অবস্থায় তাহাদের পৃষ্ঠে যেইমাত্র পুনরায় কশাঘাত হইল, অমনি তাহারা অতিবেগে বিপরীত

দিকে ঘূর্ণায়মান হইয়া অপথে দৌড়িতে লাগিল। সুতরাং একটী স্তূপাকার ক্ষুদ্র শৈলে প্রতিহত হইয়া শকটখানা হঠাৎ বিপর্য্যস্ত ও মহাশব্দে ভূমে পতিত হইল। অমনি শৃঙ্গভ্রষ্ট তারকার ন্যায় সহচরীসহ রাজবালা শকট মধ্য হইতে অতিবেগে দূরবর্ত্তী মৃত্তিকার উপর পড়িয়া গেলেন।

অন্য কোনো সামান্য কামিনী হইলে হতবুদ্ধি হইয়া যাইত; কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ ভূতল হইতে উঠিয়া মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন এবং সেনাপতি তাঁহার এই দুর্দ্দশার মূলকারণ ভাবিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "আমি আর এক পাও অগ্রসর হইব না জানিবেন। যদি যাই, কেবলমাত্র আমার সঙ্গীদের সহিত যাইব। তাহাতে বলপ্রদর্শন করিলে আমার মনে যাহা আছে, করিব।"

সেনাপতি বাস্তবিক নিজে দোষী নন, এজন্য এই অকারণ তিরস্কারে কুপিত হইয়া কহিলেন "আপনি কেন আমায় বৃথা অনুযোগ করেন, আমার দোষ কি? আপনার বলদগণ যদি আপনাকে না বহিতে চায়, আমি তার কি করিব? আমার কি এমন ইচ্ছা বা সাহস হইতে পারে, যে, আমি ভাবী ভারত-মহিষীকে পদব্রজে লইয়া গিয়া—আর কিছু না হউক—গুণগ্রাহী প্রভুর অতুষ্টি উৎপাদন করি? আমরা আপনার বাহক বলদগণকে শান্ত করিতে তিলমাত্র যত্নের ত্রুটী করি নাই, তথাপি তাহারা কিছুতে শান্ত হইল না। সে যাহা হউক, আর বাক্‌বিতণ্ডায় কাজ নাই; যথেষ্ট হইয়াছে, আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। সৈন্যগণ! অগ্রসর হও।"

অধ্যক্ষের আদেশমত সৈন্যগণ যাইতে উদ্যত হইল। নির্ম্মলা দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়, যাহা করিতে হয় এই সময়ে করা ভাল।

এই ভাবিয়া আপন দক্ষিণ হস্ত মুখে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। চতুর হোসেন খাঁ পূর্ব্ব হইতে তাঁহার গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন; যেইমাত্র তিনি নিজহস্ত মুখে তুলিয়াছেন, অমনি শীঘ্রহস্তে নিবারণ পূর্ব্বক কিছু রুক্ষস্বরে কহিলেন "আমার অনিচ্ছাতেও, তুমি নিজের ইচ্ছায়, আমাকে এইরূপ কঠোর আচরণে প্রবৃত্ত করিলে! তোমার সহিত এইরূপ আচরণ করিব, স্বপ্নেও আমার মনে ছিল না। যত কেন বাধা ঘটুক না, বা যত কেন অসদুপায় অবলম্বন করিতে হউক না, তোমাকে দিল্লী লইয়া যাইতেই হইবে; তোমার সহিত এতক্ষণ শিষ্টাচার দেখাইয়া আসিতেছিলাম, এখন দুঃখের সহিত বন্দীর মতন হস্তবন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হইব। যতক্ষণ বলদগণ শান্ত না হয়, তোমায় অগত্যা হাঁটিতে হইবে; পরে সুবিধামতে শকটারোহণ করিতে পারিবে।"

এই বলিতে বলিতে যবন-সেনানী রাজকন্যার করাঙ্গুলি হইতে সহসা অঙ্গুরীটী খুলিয়া লইল। যবনের মুখে এই সকল অপমানের কথা শুনিয়া এবং তদনুষ্ঠিত এই বিসদৃশ ব্যবহার দেখিয়া ঘৃণায় ও ক্রোধে, প্রস্ফুটিত নীলোৎপলবৎ সুন্দরীর সুবিশাল নয়নদ্বয় আরো বর্দ্ধিতায়তন হইল এবং তন্মধ্য হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তিনি বাক্য দ্বারা কোনো প্রত্যুত্তর দান বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলেন না। আদেশ পাইয়া দুই জন করিয়া শত্রুসৈন্য তাঁহাকে ও সহচরীদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিল। নিরুপায় রাজকন্যা কাজেকাজে তাহাদের সঙ্গে পদব্রজে ধীরে গমন করিতে বাধ্য হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

এইরূপে সকলকে বন্দী অবস্থায় লইয়া মুসলমানেরা সেই ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত পথ হইতে বাহির হইয়া যেমন একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর-ভূমিতে উপস্থিত হইল, অমনি বহুদূরে একটী ঘন ধূলিরাশি উড্ডীন দেখা গেল। পরস্পরে বিচার, অনুমান, অনুমান খণ্ডন, পুনর্ব্বিচার, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি হইতে হইতে ধূলিপটল ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। যত নিকট হইল, তত স্পষ্ট বুঝা গেল, তাহারা রাজপুত অশ্বারোহী সৈন্য—বিচিত্র বর্ম্মাবৃত দেহ, বিচিত্র অশ্বে আরূঢ়, বিচিত্র অসিবর্শাধারী বিচিত্র-কর্ম্মা হিন্দুকুল-গৌরব রাজপুত-বীরগণ মুসলমানদিগের গন্তব্য পথের দিকে অতি দ্রুত-গতিতে আসিতেছে।

তাহাদিগকে চিনিবামাত্র যবন-সেনাপতি বুঝিলেন, যে, যুদ্ধ অনিবার্য্য। অতএব আপন সৈন্যগণকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন, যেহেতু সে স্থানটী উহারি মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে অনুকূল ও বিপক্ষপক্ষে প্রতিকূল রণস্থল। শত্রুদল, নিম্নভূমি হইতে আক্রমণ করুক বা তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হউক, এইটী তাঁর মনোগত ইচ্ছা। তদনুসারে সহচরী সহ রাজতনয়াকে কতিপয় প্রহরীর নজরবন্দী রাখিয়া এবং নিরস্ত্র হিন্দু অনুচরগণকে বন্ধন-দশায় অন্য একদল প্রহরীর অধীনতায় রাখিয়া উপযুক্ত ব্যূহ রচনা-পূর্ব্বক হোসেন খাঁ রাজপুত সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে দেখিলেন, সেই সকল অশ্বারোহী সৈন্য প্রলয়-কালোত্থিত মহাবায়ুর ন্যায় প্রান্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু গুল্মাদি বিদলিত করিয়া প্রবল-বেগে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। অথচ এমন সুশিক্ষিত শাসন-বশ্যতা-প্রণালীতে তাহারা সুশ্রেণীবদ্ধ, যে, দেখিবামাত্র দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পরম সাহসী পাঠানেরাও চঞ্চল হইয়া উঠিল, এটা স্পষ্ট বুঝা গেল। দুগ্ধফেণনিভ শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ, উন্নত-গ্রীব, অতীব বেগগামী, বৃহৎকায় এক আরব-দেশীয় ঘোটকারোহণে উহাদের নায়ক অগ্রে অগ্রে আসিতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান চতুর্ব্বিংশতি কি পঞ্চবিংশতি বৎসর। নাতি দীর্ঘকায়; বিশালোরস্ক; বলিষ্ঠ-দেহ; তপ্তকাঞ্চন সদৃশ কান্তিমান, সুঠাম, সুন্দর যুবা। চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ ও তেজোপূর্ণ—যেন তন্মধ্য হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। পরিচ্ছদ সম্ভ্রান্ত রাজপুতের ন্যায়—কর্ণে বীরবৌলী, গলদেশে মৌক্তিক হার, হস্তে হীরক বলয়; মস্তকে সুদৃঢ় শিরস্ত্রাণ; সব্য-করে সুদীর্ঘ বর্শা; দক্ষিণকরে তীক্ষ্ণ তরবারি আব সর্ব্বাঙ্গ সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত। সুন্দর সহাস্য মুখমণ্ডল, দেখিলেই বোধ হয়, সুধু তখন বলিয়া নয়, সর্ব্বদা চিন্তা-শূন্য ও সুপ্রসন্ন—এমন কি, দর্শনে শত্রুর মনও প্রসন্ন হয়! দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন তারকাসুর বধ উদ্দেশে সসৈন্যে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সজ্জিত!

নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি প্রথমতঃ অশ্ববেগ শিথিল করিয়া মুসলমান অধ্যক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন, যে, যদি তিনি তাঁহার বন্দীভূত রমণী ও তৎসহচর সহচরীগণকে সহ-মানে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে বৃথা রক্তারক্তির প্রয়োজন হয় না। উত্তরে হোসেন খাঁ ঘৃণা-ব্যঞ্জক হাস্যের

সহিত উত্তর দিলেন "যে রমণীর পিতা বন্দী, তাঁহার বন্দী হওয়াটা এমন দোষেরই বা কি ?"

যবনের এই গর্ব্বপূর্ণ উত্তর শ্রবণে রাজপুত সেনানীর ক্রোধানল প্রজ্জলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় এককালে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ "দুরাত্মা যবন কুলকে নির্ম্মূল করিয়া ভারত-ভূমিকে নিষ্কণ্টক কর" বলিয়া নিজ সৈন্যগণকে উৎসাহিত করতঃ আপনার অশ্বচালনা করিলেন। প্রভুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তেজস্বী ও গর্ব্বিত অশ্ব অমনি বেগে ধাবিত হইল। সেনাগণও নায়কের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া যবনগণকে আক্রমণে উদ্যুক্ত হইল। প্রতিবেগগামী নদীদ্বয়ের স্রোত-বিভাজক বাঁধ ভাঙ্গিলে সেই প্রবাহিণীদ্বুটী যেমন দুর্দ্ধর্ষবেগে মিলিত হয়, হিন্দু ও যবন সৈনিকগণ সেইরূপে পরস্পরের প্রতি ভয়ানক বেগে পতিত হইল। সেই দ্বিপ্রহর দিবাভাগে নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে পাঠানদিগের "দিল্লীশ্বরকি জয়!" ও রাজপুতগণের "হর হর বম্ বম্" ভীষণ রবে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল—পদভরে মেদিনী যেন কাঁপিতে লাগিল। চক্ষুর নিমিষে দিক্-বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য উন্মত্তপ্রায় উভয় সৈন্য ঘোর যুদ্ধে মগ্ন হইল। কিন্তু রাজপুতেরা একে সংখ্যায় অধিক, তাহাতে রাজকন্যা অপহরণের অপমান প্রতিশোধ দিবার জন্য জীবনের প্রতি মায়া-শূন্য; অধিকন্তু, সাহসিক সম্মুখ-সংগ্রামে বিশেষ পারদর্শী, সুতরাং স্বভাবতঃ দুর্দ্দান্ত হইলেও মুসলমানেরা এ অবস্থায় কিরূপে তাহাদের ভীষণ পরাক্রমের প্রতিমুখে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? কতকগুলি বাছা বাছা অমিতবিক্রম যোদ্ধা লইয়া রাজপুত-নায়ক বিজয় সিংহ শত্রু-পক্ষের মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন। সেই

প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্র-তাড়িত মেষকুলের ন্যায় তাহারা ইতস্ততঃ পলায়ন-পর হইল। সেনাপতি হোসেন খাঁ আপন সৈন্য ভঙ্গ দর্শনে মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া যেখানে বিজয় সিংহ, সেই দিকে ধাবিত হইলেন এবং প্রকৃত বীরের ন্যায় সময় না দিয়া তাঁহাকে একোদ্যমে বিনাশ করিতে প্রয়াস পাইলেন। বিজয় সিংহ হাস্যমুখে হস্তস্থিত ফলক দ্বারা উর্দ্ধৃত বর্শা-বেগ নিবারণ করিয়া প্রত্যাঘাতে উদ্যত হইলেন।

তখন সেনানী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "যদি আমার সহিত একাকী দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিতে পার, তবে বলি তুমি বীর! তাহা হইলে বুঝিব, তুমি যথার্থ অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছ!"

বিজয়েরও মনোগত ইচ্ছা, রাজকন্যা সম্বন্ধে দুরাত্মারা যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে, অন্ততঃ তাহার প্রধান অপরাধীকে হাতে হাতে সমুচিত দণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং এই আহ্বানে উৎসাহের সহিত সম্মত হইয়া হাস্যমুখে দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যবন সেনানী বলবিক্রমে বিজয় অপেক্ষা নিতান্ত হীন ছিলেন না। কেবল মাত্র যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও সাহসগুণে সম্রাট্ তাঁহাকে সামান্য সৈনিকপদ হইতে সেনানীপদ প্রদান করিয়াছিলেন জানা গিয়াছে। অতএব তিনি সাহসে ভর করিয়া পরাক্রমশালী রাজপুত্রের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন, এটা বেশী আশ্চর্য্য কি?

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যেন একবাক্যে—কেহ নিষেধ না করিলেও—সংগ্রামে নিরস্ত হইল এবং উৎসুকচিত্তে সেই দুই মহাবীরের মহাযুদ্ধ দেখিতে দেখিতে নিজ নিজ সেনানীর জয় প্রার্থনা করিতে লাগিল।

এক-মৃগ-লোলুপ ভীম ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় তাঁহারা বিপুল বিক্রমে উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিলেন। আঘাত, প্রত্যাঘাত, আবর্ত্তন, সম্বরণ প্রভৃতি নানাবিধ যুদ্ধ-কৌশলের পর বিজয়সিংহ নিজ স্কন্ধে এক দারুণ আঘাত পাইলেন। যবন-সেনানীর বিষম প্রহারে তাঁহার ফলক দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। ছিন্নফলক ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ তরবারি লইয়াই তিনি ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, অসি-চালনায় তাঁহার এত লঘুহস্ততা ও সুশিক্ষা ছিল, যে, স্কন্ধে সেই আঘাত পাইয়াও শত্রুকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। অর্দ্ধ দণ্ড যুদ্ধ হইতে না হইতে দুর্ভাগ্য যবন ছিন্ন-বক্ষ, ছিন্ন-হস্ত পরিশেষে ছিন্ন-শিরা হইয়া প্রবল বাতোন্মূলিত বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

নেতা মৃত বা বন্দী হইলে অধীনস্থ সেনাগণ সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করে, ইহা ভারতবর্ষের চির-প্রচলিত অখ্যাতি। বর্ত্তমান যুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সেনাগণ সেই চিরপ্রবাদকে সার্থক করিয়া দিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে যে দিকে পারিল,ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুত অশ্বারোহীগণ তাহা-দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—অনেকে অনেক কাটিল। তখন বিজয় সিংহ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "রাজপুত বীরগণ! আর নয়! পলাতককে বধ করিও না—ভয়ার্ত্তকে প্রহার ক্ষাত্রধর্ম্ম নয়। কিন্তু উহারা দেবদ্বেষী পরস্ত্রীহারক পাষণ্ড; উহাদিগকে বন্দী কর—পরে পশুর ন্যায় আটক রাখিতে হইবে!"

এই যুদ্ধে দুইচারি জন মাত্র যাহারা পলাইতে পারিল, তাহারাই দিল্লীতে সংবাদ দানের ভগ্নদূত হইল; অবশিষ্ট সকলে বন্দী হইল। কালে বিজয় সিংহ তাহাদিগকেও মুক্ত করিয়াছিলেন—ইতিহাস পাঠে এরূপ জানা গিয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

—০:*:০—

রাজপুত পাঠানের এই যুদ্ধঘটনা কালে সহচরী-পরিবেষ্টিত রাজকন্যা এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। বিজয় সিংহের প্রভূত পরাক্রম ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতার বিষয় তাঁহার বিশেষ জানা ছিল। তথাপি, পাছে দুরাত্মা যবন তাঁহা হইতেও ঐ সকল বিষয়ে সমধিক নিপুণ হয়, পাছে দৈব-দুর্বিপাকে বিজয় সিংহ পরাভূত হন, এজন্য মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইতেছিলেন। অন্যান্য রাজপুত-কামিনীর ন্যায় তাঁহার মনও যে একান্ত ভয়শূন্য, তাহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। তথাপি, এক্ষণে কোনো নিগূঢ় কারণে, বোধ হয়, প্রেমদেবতার ছলনায়, স্ত্রীজাতি-স্বভাবসুলভ গুরুতর আতঙ্ক আসিয়া অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়কে কম্পমান করিতেছিল! তিনি কখনো নিমীলিত-নেত্রে গদগদ-চিত্তে ইষ্টদেবতার চরণে আপন পরিত্রাতার জয়প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কখনো বা—কেহ ঠিক না জানিতে পারিলেও—সেরূপ আচরণ জন্য লজ্জায় আরক্তগণ্ড হইয়া উঠিতেছিলেন; কখনো বা যেন কিছুই ভাবান্তর ঘটে নাই, এই ভাবে মৃগচক্ষু দুটী বহুচেষ্টায় বিস্ফারিত করিয়া অন্য সকলের ন্যায় দ্বৈরথ-যুদ্ধ দেখিতে চেষ্টা পাইতে-ছিলেন; কখনো বা শিহরিয়া উঠিয়া পূর্ব্ব সংকল্পের অন্যথায় আবার সেইরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্তরের অন্তরে কম্পিত হইতেছিলেন! ফলতঃ,

যতক্ষণ রাজপুতগণের জয়ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট না হইল, ততক্ষণ তিনি ভালরূপে চক্ষু খুলিয়া রাখিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু রণভূমি শোণিত-কর্দ্দমাক্ত ও নর-শিরপূর্ণ দেখিয়া আবার চক্ষুমুদ্রিত করিলেন এবং অতুল রূপসী আপনাকে এই সকল অকারণ নরহত্যার মূল কারণ ভাবিয়া মনে মনে সেই রূপের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

সেনানীর পতনের পর যে সময়ে পাঠান-সৈন্যগণ বেগে পলায়ন করে, তখন আপন সেনাগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য বিজয় সিংহও অশ্বারোহণে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকদূর গিয়াছিলেন। এক্ষণে আর অধিক যাওয়া অনাবশ্যক বুঝিয়া যেখানে ভাবী প্রণয়িনী, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। এবং সত্বর পর্য্যাণ হইতে নামিয়া এককালে তাঁহার সম্মুখে গিয়া যে প্রকার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তাহাতে সেরূপ কাজকে অভিবাদন বলি, কি রাজকন্যার নিকট প্রজার অবনতি বলি, বা উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা-স্বীকারের ভাব বলি, কি ইষ্টদেবীর নিকট বর প্রার্থনার ভঙ্গী বলি, অথবা বহুকালের পর হারা-নিধি পাইলে দরিদ্রের যে মত্ততা হয় তাহাই বলি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না—কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস নিজে সে ভাবের যথাযথ বর্ণনা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ! তাঁহার চক্ষু, মুখ ও হস্তভঙ্গী দেখিলে নির্ব্বোধ ব্যক্তিও বুঝিতে পারিত, যে, তিনি যেন সম্মুখস্থ চিত্ত-চোরকে জন্মের মতন নিজ বাহুপাশে বন্ধন করিতে উদ্যত, কেবল লোক-লজ্জায় কিম্বা অভদ্রতা-ভয়ে পারিতেছেন না। তথাপি উদ্বেলিত হৃদয়বেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া অসম্বদ্ধভাষীর মত মুখে যাহা আসিল, ব্যক্ত করিতে ছাড়িলেন না। বলিলেন ;—

দশম পরিচ্ছেদ।

"প্রিয়তমে! একি? তবে কি যথার্থ এত দিনের—এত সুদীর্ঘ কালের—এত যুগ যুগান্তের পর আমাদের আবার পুনর্মিলন হইল? না, এ আমার সুখ-স্বপ্ন মাত্র? দেবি, তোমার দর্শন-জনিত আনন্দ-মোহে আমি যে কোথায়, কি করিতেছি, কি আশ্চর্য্য! তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না! হ্যাঁগা, তোমার অমৃতাধার বদনের কি কোনো অনির্ব্বচনীয় মোহকরী শক্তি আছে, যে, দেখিলে অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে, অতর্কিতরূপে, যখন-তখন আমার এরকম দশা উপস্থিত হয়? হায়! তবে তোমাকে সত্যসত্যই আবার পাইলাম! কিন্তু কোথায়, কি অবস্থায়, কি উপায়ে পাইলাম, তাহা ভাবিলে পাগল হইতে হয়! তোমার এমন বুদ্ধি কেন হইল বলতো শুনি? কোথা হইতে—কি কারণে—হঠাৎ এরূপ অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল? প্রিয়তমে! রাজকন্যে! জীবিত-সর্ব্বস্বে! বল বল—কেন এমন হইল? কৈ, এখন যে কিছুই বলনা! হায়, আমি যে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে, তুমি কিজন্য এমন নীরবভাবে নতবদনে রহিলে? তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? না, দীর্ঘ বিচ্ছেদে এ অধীনজনকে ভুলিয়া গিয়াছ? তবে কি সত্যই এমনটী ভাবিতে হইবে যে, আর কোনো ভাগ্যধর আমার সর্ব্বনাশ—"

প্রিয়তমের এইরূপ প্রলাপপ্রায় বচন শ্রবণে লজ্জাশীলা রাজপুত-বালা আরো লজ্জিতা হইলেন। লজ্জা ও হর্ষ যেন এককালে তাঁহার কোমল সরল হৃদয়কে অধিকার করিয়া চক্ষে মুখে খেলা করিতে লাগিল। যে প্রাণাধিক প্রিয়তমের জন্য তিনি অনায়াসে নিজ অলৌকিক-সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়-যুবককে উপেক্ষা করিয়াছেন—অতুল ঐশ্বর্য্য-বল-

বিক্রমশালী স্ত্রীলোকের প্রার্থনীয় দিল্লীর সম্রাটকে পর্য্যন্ত অবহেলন করিতেছেন—যে রাজপুত্রের রূপ-গুণে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিতা হইয়া তাঁহাতেই মন প্রাণ জীবন যৌবন সকলি সমর্পণ করিয়াছেন, গিহ্লোট-বংশীয় আজমীর রাজপুত্র সেই বিজয় সিংহকে এক্ষণে পাইয়া—আপনার পরিত্রাতা, প্রাণরক্ষিতা রূপে সম্মুখে পাইয়া—যে বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন, তাহার কি সীমা আছে? না, তাহা সামান্য লেখনীর সাধ্য বর্ণনা করিতে পারে? যদি কেহ কখনো নবীন বয়সে, প্রণয়ের প্রথম অঙ্কুরোদ্গমের পর, নিজ প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সেই বিচ্ছেদে দগ্ধীভূত হইয়া শেষে হঠাৎ আশাতীত অবস্থায়—আশাতীত স্থলে তাঁহাকে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই এই যুবতী-হৃদয়ের আনন্দের পরিমাণ কতকটা বুঝিতে পারিবেন!

আবার দেখ, বিজয়কে তাঁহার কত কথা বলিবার আছে, কিন্তু লজ্জা ব্যাঘাত দিতেছে—দেশকাল বিবেচনায়—আর নিজের সহচরী-বর্গের তথা বিবিধ প্রকার সহচরগণ সমক্ষে সেস্থলে লজ্জা হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ যেমন আনন্দ; দ্বিতীয়তঃ যেমন লজ্জা; তৃতীয়তঃ এখন তেমনি অতৃপ্তি জন্মিল! কিন্তু তাঁহাকে যে পাইয়াছেন, এই আনন্দ স্বভাবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। অথচ যে কয়টী মানসিক ভাবের কথা বলিলাম, তাহার একটীও অপ্রকাশিত থাকিল না—তাঁহার সরল মুখমণ্ডলে একটীর পর একটী প্রত্যেকে দেখা দিল! বিমল আনন্দ তাঁহার চক্ষে যেন খেলা করিতেছে! লজ্জার প্রভাবে তাঁহার স্বাভাবিক গোলাপী গণ্ডস্থল ক্রমে যেন আরক্তিম হইল; আবার পরক্ষণেই তড়িতের গতির ন্যায় সেই রক্তবর্ণ অতৃপ্তির বশে ঈষৎ পাণ্ডুতায় পরিণত হইতে লাগিল—

সহস্র চেষ্টাতেও তিনি আপন মানসিক ভাব গোপন করিতে পারিলেন না! শেষে সকলের পরিণাম স্বরূপ সেই জন-মনোহর বদনে স্বাভাবিক হাস্য আসিয়া উদয় হইল। সে হাস্য যেন মন্দবসন্তানিলান্দোলিত সরোবরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার ন্যায় মনোহর ভাবব্যঞ্জক! বিজয়সিংহ এতদপেক্ষা কত অবসর কালে নিশ্চিন্তভাবে প্রেয়সীর সৌন্দর্য্য রাশি প্রেমপূরিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু আজ্ যেমন নূতন ভাবের নব নব সৌন্দর্য্য দেখিলেন, সে রূপটী কখনো বুঝি আর দেখেন নাই; কি হয়তো দেখিয়াছিলেন, তবু তখন এমন অসামান্য বলিয়া বোধ হয় নাই! হায়! প্রণয় এইরূপই! প্রণয় পুরাতনকে নূতন করে; দুর্লভকে সুলভ করে; তিক্তকে মিষ্ট করে; কঠিনকে কোমল করে; কুৎসিতকে সুন্দর করে; সুতরাং সুন্দরকে আরো সুন্দর করিবে, আশ্চর্য্য কি?

উত্তরপ্রত্যাশায় বিজয়সিংহ প্রিয়তমার মুখের দিকে ক্ষণকাল বিমুগ্ধ-প্রায় চাহিয়া রহিলেন। তথাপি না পাইয়া আবার কহিলেন "প্রিয়তমে! তোমার জন্য ভ্রমণ না করিয়াছি, এমন স্থানই নাই। যখন মণ্ডলগড়ে আসিয়া শুনিলাম, যে, কাহাকে কিছু না বলিয়া সামান্য কয়েকজন মাত্র সহচর সঙ্গে তুমি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছ, তখন আর উদ্বেগের সীমা রহিল না। তখনি অনুমান করিলাম—বুঝি বা কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, এই সব অনুচর লইয়া তোমার অনুসরণে যাত্রা করিলাম। ঝড়বৃষ্টি না হইলে বোধ হয় গত কল্যই দেখা হইত। তাহা হইলে আর এই পাপিষ্ঠ নর-পিশাচের হাতে পড়িয়া অকারণ অসীম কষ্ট পাইতে হইত

নির্ম্মলা।

না। পথে কতকগুলি কাঠুরিয়ার মুখে তোমার বন্দী হওয়ার কথা শুনিতে পাইলাম। শুনিয়াই শীঘ্র ধরিবার মানসে, মানুষের শক্তিতে যতদূর সম্ভব, দ্রুতবেগে অন্য এক সরল কিন্তু দুর্গম পথ দিয়া এই আসিতেছি। সর্ব্বশুভদাতা মহেশ্বর দয়া করিয়া আমাদের এই যে পুনর্মিলন সংঘটন করিয়া দিলেন, এজন্য তাঁহাকে একান্তমনে সহস্রবার প্রণিপাত করি।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

বিজয়সিংহের বক্তব্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত রাজকুমারী অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। স্থলবিশেষে এক একবার মুখ তুলিয়া নিজের বিশাল চক্ষু দু'টী প্রিয়তমের প্রতি সস্নেহ সতৃষ্ণভাবে পাতিত করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের যাহা কিছু বলিবার বিশেষ প্রয়োজন, সে সমস্ত বলিয়াও তিনি ক্ষান্ত হইতেন না—হয়তো আরো কত কি বলিতেন—সমস্ত দিবসই হয়তো বক্তৃতায় কাটাইতেন! কিন্তু প্রেমামৃত-বর্ষণে তাঁহার রসনা যেমন ব্যগ্র, প্রেমময়ীর উত্তর-বাক্য রূপ পীযূষ-ধারা পান করিবার জন্য তাঁহার কর্ণ দু'টী ইন্দ্রিয়াধিপতি মনের সহিত ততোধিক সমুৎসুক। বাগিন্দ্রিয় একা, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় দু'টী, তাহাতে তাহাদের রাজা মন শেষের পক্ষে, সুতরাং অবশেষে যে শ্রবণেন্দ্রিয় রসনাকে নিরস্ত করিতে

পারিবে, এটা বিচিত্র নয়! ভাবুক ও প্রেমিক জনেরা অবশ্যই জানেন যে, নানাভাবপূর্ণ একখানি সুন্দর মুখমণ্ডল দৃষ্টে প্রেমিকের মনে কিরূপ অসীম অসম ভাব-তরঙ্গের উদয় হয়। কিন্তু সবারই অদৃষ্টে এটা ঘটে কৈ?

রাজকন্যাও ঐ বক্তৃতার ব্যাঘাত জন্মাইতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না। একতো অনেক দিনের পর—অনেক দুশ্চিন্তা তাপের পর—যবন-সেনা কর্তৃক এই সব জ্বালাতনের পর, হৃদয়নাথের প্রেম-কথা গুলি তাঁহার কর্ণবিবরে যেন সুধা-নির্ঝরিণীবৎ প্রবেশ করিতেছিল। তাহাতে প্রেম, আনন্দ ও লজ্জা প্রভৃতি ভাব সকল তাঁহার হৃদয় অধিকার পূর্ব্বক এককালে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সুতবাং তিনি যে কি বলিবেন, কোন্ ভাব ব্যক্ত করিবেন—আগে কোন্‌টী, শেষে কোন্‌টী বলিবেন—কিরূপে কোন্ প্রসঙ্গে কোন্ কথার কি উত্তর দিবেন, এই চিন্তাতেও উত্তরদানে এত বিলম্ব ঘটিতেছিল! তিনি বিজয়-মোহিনী কিনা!

কিন্তু এদিকে রাজপুত্র পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন দ্বারা উত্তরের আশা করিতেছেন, আর বিলম্ব ভাল দেখায় না। সুতরাং মৃদু মধুরস্বরে কহিলেন "নাথ! তুমি আমাকে এ অনুযোগ করিতে পার। কোথায় আমি আমার জীবিত-সর্ব্বস্ব, জীবন-মান-কুল-রক্ষকের পদতলে পতিত হইয়া উপকার স্বীকার ও অর্পিত মন এবং আত্মাকে প্রকাশ্যরূপে আবার সমর্পণ পূর্ব্বক জন্ম সফল করিব, না, নির্ব্বোধের ন্যায়—অকৃতজ্ঞের ভাবে অপরিচিতের মতন, এইরূপ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি! তুমি যত কিছু বলিলে সকলি সত্য; কিন্তু প্রাণপ্রতিম! বল দেখি, অধীনীর মন জানিতে আজো কি তোমার বাকী আছে? বহুকালের

পর তোমার দেখা পাইয়া আমি এমনি মুগ্ধ হইয়াছি—মনে এমনি এক নূতন আনন্দের সঞ্চার হইতেছে, যে, নিতান্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছি! কি বলিয়া যে তোমায় সম্বোধন করিব—কিরূপে মনের ভাব বুঝাইব কি দিয়া এ ঋণের পরিশোধ করিতে পারিব, এ সকলের কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু যখন তোমায় মন প্রাণ সমস্তই সমর্পণ করিয়াছি, তখন আর দিবার বাকীই বা কি? এক দেহমাত্র দিতে বাকী ছিল, আজ এই দুষ্ট যবনের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া এ জন্মের মত (আর যদি পরজন্ম থাকে, তবে তখনকার মতনও) আপনার করিয়া লইলে। হায়, এখন বুঝিতেছি, আমাকে বন্দিনী করিয়া এই যবন-সেনাপতি শত্রুর কাজ করে নাই,—বরং পরম বন্ধুর কাজই করিয়াছিল বলিতে হয়। সে দুঃখের অবস্থা না হইলে এ সুখের ঘটনা কি এখন ঘটিতে পারিত? যখন আমি হতাশ চিত্তে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন ঐ যবন আমাকে নিবারণ করাতে উহাকে বড় পাপিষ্ঠ—বড় শত্রু বলিয়া উহার প্রতি অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বেশ বোধ হইতেছে, সেনাপতির সেই ব্যবহার স্বপ্ন দয়াময় প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! অতএব এস নাথ, এস, আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া তোমার হস্তে মৃত ঐ ভূপতিত যবনের পরকালের মঙ্গলার্থ একবার আমাদের কুল-দেবতা ভগবান সূর্য্যদেবের আরাধনা ও স্তব করি।"

এই বলিয়া ভবিষ্যৎ পতির হস্ত দু'টী আপন কোমলকরে যুক্ত করিয়া নির্ম্মলা যখন ঊর্দ্ধে তুলিয়া দিলেন এবং আপনিও ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে করযোড়ে ভগবান সূর্য্যদেবের বন্দনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার

সৌন্দর্য্যরাশি, আহা, কি পবিত্র, কি গম্ভীর ভাবময়, কি অলৌকিক— কি অনুপম উজ্জ্বলতা ধারণ করিল! সৈন্যগণ দূর হইতে সেই অনুপম শোভা দেখিয়া বিমোহিত, বিস্ময়াবিষ্ট ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যেন একবাক্যে নিঃশব্দ—নিস্পন্দ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। বিস্ময়ের ভাব একটু অপগত হইলে দেখাদেখি তাহারাও স্তুপা বন্দনা করিল। তাহাদের অধিনায়ক রাজপুত্র যেন বিদ্যুৎ-চালিত পুত্তলীর ন্যায় আপন ভবিষ্যৎ পত্নীর নিয়োগে দেবারাধনা করিতে লাগিলেন। অন্য সময় হইলে হয়তো ম্লেচ্ছাচারী বিধর্ম্মী যবনের আত্মার জন্য প্রার্থনায় সম্মত হইতেন না, অন্ততঃ আপত্তি করিতেন; কিন্তু এখন মুগ্ধকারিণী প্রাণেশ্বরীর নিয়োগে ও দৃষ্টান্তে শিশু যেমন গুরুর মুখ-শ্রুত পাঠ অভ্যাস করে, সেইরূপে তৎপঠিত স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠক পাঠিকাগণ! সেই প্রান্তর-ভূমির মধ্যস্থলে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হিন্দু ও যবন শব সমূহের মধ্যে, রাজপুত সৈন্য-বেষ্টিত যুবক যুবতীর ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে যবনের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য স্তবপাঠের প্রতিমাখানি আপনাপন চিত্তফলকে অঙ্কিত করিয়া লউন, আমরা সঠিক আঁকিতে অক্ষম!

স্তব পাঠ শেষ হইয়া গেলে বিজয়সিংহ ক্ষণকাল প্রেয়সীর মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া যেন স্বগতঃ কহিতে লাগিলেন "আমাদের মাতৃ-ভূমি ভারতবর্ষ আজিও এমন রত্ন প্রসব করিতেছেন! আজও হিন্দু-কুলে এমন সব অমূল্য রত্ন পাওয়া যায়! কিন্তু পাওয়া যায় বলি কেন— আর কৈ? সেকালের পর একালে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছি দেখিতেছি; কিন্তু এমনটী আর কৈ? হা মাতঃ ভারত-ভূমি!

হা বীর-প্রসবিনি রাজপুতানা ! আর কি তোমার ক্রোড়ে এমন সকল সুসন্তান ক্রীড়া করিবে না ? আশা হইতেছে, অবশ্য করিবে। হায় আমি ধন্য ! আমার জন্ম সার্থক ! আমি একদিনের জন্য এই অমূল্য রত্নকে কণ্ঠহার করিয়া যাইতে পারিলেও বুঝিব—মানবদেহ ধারণের সাফল্য কি । আমি আর কিছু চাহি না, সমস্ত ধরামণ্ডলের সাম্রাজ্যকেও গ্রাহ্য করি না—"

রাজপুত্র এই কথাগুলি মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উত্তেজিতভাবে উচ্চরবে সমাপন করিতেন—আত্মবিস্মৃতপ্রায় আপন সেনাগণকেও ভুলিয়া যাইতেন। ইহা দেখিয়া নির্ম্মলা মহা উদ্বিগ্ন ও লজ্জিত হইয়া তাঁহার গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক বলিলেন "নাথ ! তোমার সৈন্যগণ অত্যন্ত পথশ্রান্ত ও রণক্লান্ত হইয়াছে দেখিতেছি, আর উহাদিগকে বৃথা এই প্রখর সূর্য্য-তাপে রাখা কেন ? ঐ দেখ, তাহারা ব্যস্ত হইয়া তোমার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে।"

এই ইঙ্গিতে প্রকৃতিস্থ ও লজ্জিত হইয়া অঙ্গভঙ্গী দ্বারা এবং অতি অল্প-কথায় বিজয়সিংহ নিজ মনের অবস্থা প্রিয়তমাকে জ্ঞাপন করতঃ ক্ষমা চাহিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন "প্রিয়ে, চল, তবে ঐ বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়াতলে আমরা সকলেই সুস্থ হইগে।" রাজবালা এই কথায় সম্মত হইলে সৈন্যগণকে ইঙ্গিতে তথায় আসিতে আজ্ঞা দিয়া উভয়ে পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তরুতলে গমন করিলেন। সহচরীগণ পরমাহ্লাদে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

রাজপুত্র ও রাজকন্যার বসিবার জন্য পর্য্যাণস্থিত সুকোমল মখমল সেই বৃক্ষতলে বিস্তৃত হইল। অশ্বারোহীগণ যোগ্যস্থানে অশ্বদিগকে বিচরণ করিতে দিয়া বৃহৎ বটবৃক্ষের যে ভাগে তাঁহারা বসিলেন, তাহার

বিপরীত ভাগে আপন আপন মনোমত স্থানে কেহ উপবিষ্ট, কেহ শয়িত, কেহ কেহ বা দলবদ্ধ হইয়া গত যুদ্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। যে যত যবন বধ করিয়াছে, তৎকখনেই যেন শতমুখ— রাজপুত্রের বিচিত্র অদ্ভূত দ্বৈরথ-যুদ্ধের প্রশংসা বিষয়েও ত্রুটী ঘটিল না, কিন্তু সে আপন আপন কথার পর! ইংলণ্ডদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি গে সাহেব (Mr. Gay) যথার্থ ই বলিয়াছেন :—

> "Hyperbole though e'er so great,
> Will still come short of self-conceit."

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—•:✱:•—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে মণ্ডলগড়রাজকন্যাকে অনেক চেষ্টাতে না পাইয়া দিল্লীর সম্রাট্ অবশেষে তাঁহার পিতাকে কারারুদ্ধ করেন। কন্যা সেজন্য যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা ও চিন্তিতা ছিলেন! কিন্তু বিজয় সিংহকে পাইয়া সে দুঃখ আর সে চিন্তা যেন অনেকটা দূর হইয়া গেল। প্রিয়জন-সমাগমে মনে যে হর্ষ-স্রোত প্রবাহিত হয়, কিয়ৎক্ষণ কিছুতে

তন্নিবারণ হয় না। বটবৃক্ষ মূলে বসিয়া পিতার কারাবাস-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া ভাবী পতি সহ কত বিশ্রম্ভালাপ করিলেন; সময়ের দ্রুতগতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া উভয়ে দীর্ঘ কালের কত মনের কথা কহিলেন; কত হাস্য পরিহাস করিলেন, আর বিচ্ছেদ না হয় তাহার উপায় স্বরূপ কত পরামর্শ স্থির করিলেন!

বিয়োগ নিবারণের একমাত্র সদুপায়—বিবাহ। বিবাহের কথা উঠিবামাত্র নির্ম্মলা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অমনি মনে পড়িল—পিতা দিল্লীতে কারাবদ্ধ, এখন কি নিজের বিবাহের কথা ভাল দেখায়? শুধু তাহাই নয়, পিতা কি অপরাধে দারুণ কারা-ক্লেশ ভোগ করিতেছেন? তাহা কি তাঁহার জন্য——আঃ! তাঁহাদের দুই জনের জন্যই নয়? তাই বলিতেছিলাম বিবাহের কথা উঠিবামাত্র অমনি তাঁহারা দু'জনেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন।

রাজকন্যা কিছু বলিতে না বলিতে ভাবে বুঝিতে পারিয়া অভিন্ন-হৃদয় বিজয় বলিলেন "সত্য বটে প্রিয়তমে! এ সকল স্বার্থের কথা পরে হইবে; উপস্থিত ক্ষেত্রে পিতার উদ্ধার সাধন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমি মনস্থ করিয়াছি, এই জন্য একাকী দিল্লী যাইব, কেবল তোমাকে মণ্ডলগড়ে অথবা অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিবার অপেক্ষা মাত্র।"

যথার্থ রাজপুত-বালার ন্যায়—অন্য সময়ে নির্ভীকা হইলেও পাছে ভাবী পতির কোনোরূপ অমঙ্গল ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি শিহরিয়া কহিলেন "সে কি নাথ! তুমি একাকী দিল্লী গমন করিবে? পিতার মুক্তির জন্য ধন প্রাণ সমস্ত সমর্পণ করা উচিত বটে, এজন্য রাজ্য শুদ্ধ

সকলেরি প্রাণপণে যত্ন করা উচিত—তাতে তুমিতো করিবেই। কিন্তু তা বলিয়া নিশ্চিত বিপদের হাতে অনর্থক আত্ম-সমর্পণ করার ফল কি? যে দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া—দুষ্ট যবনরাজ পিতাকে রুদ্ধ রাখিয়াছে, তাহাতো তোমার অগোচর নাই; পাছে কোনোরূপে সন্ধান পাইয়া তোমাকে সুদ্ধ বন্দী করে, সেই ভয়ে এত ভীত হইতেছি। আহা! পিতা আমার চির সুখী—রাজযোগ্য ভোগের অনুমাত্র ত্রুটী হইলে তাঁহার অসুখের সীমা থাকে না—শুনিয়াছি, বাল্যকাল হতে আহারাদি সম্বন্ধে কোনোরূপ কষ্ট কখনো তাঁহার সহ্য হয় না। কিন্তু হায়! দুরাত্মা যবন সম্রাট্ নিশ্চিতই তাঁহাকে সেই কষ্ট দিতেছে। অভাগ্যবতী কন্যার জন্যই তিনি এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তবেই দেখ, আমার এই ছার ক্ষণভঙ্গুর দেহের প্রয়োজন কি? হয় আত্মহত্যা, না হয় যবনকে আত্ম-সমর্পণ এই দুয়ের একটীকে অবলম্বন করিয়া পিতার উদ্ধার করা কি কন্যার পক্ষে উচিত নয়? স্বাধীন থাকিলে আমি এতদিনে তাহা নিশ্চিত করিতাম; যবনকে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিতাম না; তবে নিজে ইহলোক ত্যাগ করিয়া পিতৃকুলের মানরক্ষা আর পিতার অপমান ও কষ্ট মোচন অবশ্য করিতাম! কিন্তু আমি তো আর এখন স্বাধীনা নই—আমি জন্মের মতন মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন, আশা, ভরসা, বাসনা, ঐশ্বর্য্য সকলি তোমার ঐ চরণে অর্পণ করিয়াছি—ধর্ম্মতই সত্য সত্য অর্পণ করিয়াছি। নিজের প্রাণ নিজের না থাকিলে ত্যাগ করিবার আর অধিকার আছে কি, বল দেখি? আবার আরো একটী কথা আছে। পিতার দুঃখমোচনের জন্য যে প্রাণত্যাগ করিব বলিতেছি, কিন্তু আমি তাঁহার একমাত্র অপত্য, জননীও জীবিতা নাই।

পাছে কন্যা-শোকে পিতা এ কষ্টের অপেক্ষাও বেশী মর্ম্মান্তিক যাতনা পান—পাছে অধিনী অভাবে তোমারও মর্ম্ম-পীড়া জন্মে, সত্য বলিতেছি নাথ, এই দুইটী কারণে আমি কিছুই করিতে পারিতেছি না! নচেৎ, দিল্লীশ্বরের নিকট মণ্ডলগড়ের সকল ভয় এত দিনে নিশ্চয় অবসান হইত!"

এই বলিতে বলিতে রাজবালার শ্রীমুখমণ্ডল সম্পূর্ণ রক্তাভ হইয়া উঠিল; সেই মৃগাক্ষিদ্বয় যেন যথার্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। অন্য কোনো সাধারণ রমণী হইলে রোদন-বদনেই এ সকল কথা ব্যক্ত করিত, কিন্তু রাজপুত-শোণিত-ধারিণী কামিনীর হৃদয় বিভিন্ন ধাতুতে গঠিত! নির্ম্মলার সরল আকৃতিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রকৃতিখানি অতি স্বচ্ছভাবে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। সে সময় তাঁহার স্বাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্য আরো আশ্চর্য্য মাধুর্য্য ধারণ করিল। দেখিয়া, বিজয় সিংহ যথার্থই বিস্মিত ও মোহিত হইলেন—আপন প্রণয়িণী সেই মণ্ডলগড়রাজনন্দিনী বলিয়া আর তাঁহার বোধ রহিল না—যেন কোনো স্বর্গ-লোক-বাসিনী দেবকন্যা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী আছেন, ইহাই তখন অনুভূত হইল! তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুকাল অবাক্ হইয়া শেষে গদ্গদস্বরে এই পর্য্যন্ত বলিলেন "ধন্য মিবাররাজবংশ! ধন্য রণবীর সিংহ! ধন্য আমি! ধন্য ভারতবর্ষ! ধন্য রাজপুতানা! যেখানে এমন রমণী-রত্ন উৎপন্ন হইয়াছে!!"

পুনশ্চ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ভাবীপত্নীর কোমল কর-পল্লব নিজ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বিজয় সিংহ বলিতে লাগিলেন "প্রিয়তমে! তোমার কথা শুনিয়া অবধি আমার মন যে কি কাতর হইতেছে—প্রাণ যে কি

করিতেছে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিনা, বুঝাইব কি? কিন্তু এটা বুঝিতেছি যে, তোমার একটী কথারও খণ্ডন করিবার সাধ্য আমার নাই। তদুত্তরে কেবল এইটুকু বলিতে পারি, যে, যাহাতে এ সমস্ত নিদারুণ বিঘটন না ঘটে, তাহারি উপায় জন্য তোমার পরিবর্ত্তে আমি দিল্লী যাইব—তাহাতে আর বাধা দিও না।"

দ্বিতীয় খণ্ড।

—— •:❁:• ——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—•:❁:•—

অতি প্রাচীন কাল হইতে দিল্লীনগর ভারতবর্ষের রাজধানী বা প্রধান নগরী রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। দিল্লীর অনতিদূরে মৃত্তিকার নিম্নে নগর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। আপন সৌন্দর্য্যে ও যশোভাতিতে যে নগর এক সময়ে দেব-ভবন অমরাবতীর তুল্য জগতে বিখ্যাত হইয়াছিল, কিম্বদন্তী অনুসারে পাণ্ডবদিগের লীলা-ভূমি রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগর এই স্থানে বিদ্যমান ছিল। এরূপ জন-প্রবাদকে ভিত্তিহীন বা অমূলক বলিবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। অন্ততঃ উভয় নগরই দিল্লীর কয়েক ক্রোশাভ্যন্তরস্থিত স্থানের মধ্যে যে হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ অল্প। কোনো কোনো ইতিহাসবেত্তার মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইন্দ্রপ্রস্থ নামটী পরিবর্ত্তিত হইয়া দিল্লী নামে অভিহিত হয়। ফলতঃ, দিল্লী বহুকালাবধি অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুদৃশ্য প্রাসাদাদির জন্য জগদ্বিখ্যাত। পূর্ব্বকালের কথা দূরে থাকুক, এখনকার দিনের বিষয় ভাবিলেও জানা যায় যে, প্রবল পরাক্রান্ত সুসভ্য সংগুণগ্রাহী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত

দিল্লীর পূর্ব্বমাহাত্ম্য আর গৌরবের কথা বিস্মৃত হন নাই। ভারত সম্বন্ধে কোনো বিশিষ্ট বিষয় কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে দিল্লী নগরের কথাই মনে পড়ে। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ-বার্ষিকী রাজত্ব উপলক্ষে এবং সম্প্রতি কয় বৎসর পূর্ব্বে রাজরাজেশ্বর ভারত-সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়ের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত "দরবার" নামক সুবৃহৎ উৎসব-কাণ্ডই আমাদের উক্তির সমর্থক। আবার ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ অধিকারের সময় হইতে দেড়শতাধিক বর্ষকাল কলিকাতা নগরী ভারতের রাজধানী থাকিলেও আধুনিক ব্যবস্থা অনুসারে দিল্লী কেন সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিল, ইহার মীমাংসা করিলে দিল্লীর চির-প্রাধান্য পাঠকবর্গের সুগোচর হইবে, সন্দেহ নাই।

আমাদের বর্ণিত ঘটনা কালে দিল্লীশ্বর আল্‌তামাসের নামে সকলেই কম্পমান হইত—প্রবল-প্রতাপ অতুল বলশালী রাজপুত রাজগণও কখন্ কোন্ অত্যাচারের বিষয়ীভূত হন, এই ভয়ে সর্ব্বদা ভীত, সন্ত্রস্ত এবং সাবধান থাকিতেন। বিশেষতঃ, অকারণে বা মিথ্যা-ছলনায় মণ্ডল-গড়াধিপতি প্রবল-প্রতাপ রাণা রণবীর সিংহকে কারাবরুদ্ধ করাতে তাঁহাদের সেই আশঙ্কা শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার কবে কোন্ ছলে আর কাহাকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত বা অন্যপ্রকারে অপমানিত করে, এই ভয়ে অন্যান্য ভূপতি ও সামন্তবর্গ রাত্রে প্রায় নিদ্রা যাইতেন না। এই সমস্ত ও অন্যান্য প্রকাশাযোগ্য গোপনীয় কারণে রাজপুতানার রাজন্যবর্গ সমর্থ হইয়াও রণবীর সিংহের কারামোচন বা সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য একত্র সমবেত কিম্বা অন্য

কোনো বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে সাহসী হন নাই। হায়! অনৈক্যই যে চিরদিন ভারতের সর্ব্বনাশের হেতু, ইতিহাস-পাঠে পদে পদে এ কথার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাবলীর কিছুদিন পরে এক দিবস বাদসাহ নিজ বিশ্রাম-গৃহে সুকোমল পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া আছেন। উভয় পার্শ্বে পরিচ্ছন্ন-বাস-পরিহিতা সালঙ্কৃতা দুজন কিঙ্করী ব্যজনী হস্তে ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে; গৃহে অপর লোক জন কেহ নাই। বাদসাহ অর্দ্ধমুদ্রিত অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে শয়িত; হস্তে বিবিধ মণিমুক্তাখচিত সুগঠিত সৌবর্ণ্য ও বিবিধবর্ণ আলবোলার নল, বোধ হয় টানিতে টানিতে ধরিয়া আছেন। মুখমণ্ডল তাম্বূল রাগে রঞ্জিত, কিন্তু দেখিলে প্রসন্ন বোধ হয় না—বুঝিবা কোনো গাঢ় চিন্তায় গম্ভীর। প্রবল ঝটিকা উঠিবার পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন স্থির ভাব অবলম্বন করে, যেন ঠিক সেইরূপ। ফলতঃ এ অনুমান নিতান্ত কাল্পনিক নহে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তিনি গাঢ় চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ থাকিয়া বাদসাহ হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। এত শীঘ্র উঠিলেন, যে, কিঙ্করী দুজন ভয়ে চমকিয়া উঠিল। অর্দ্ধদণ্ডকাল এইরূপে উপবেশন করিয়া আবার শয়ন করিলেন; কিন্তু পুনরায় কি ভাবিয়া অর্দ্ধ উপবিষ্ট হইয়া যেন কিছু স্মরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অন্তঃপুর-রক্ষক প্রধান খোজা মসায়ুদ সেই গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক ভূমিতল পর্য্যন্ত আনত হইয়া বাদশাহকে অভিবাদন করিল। মসায়ুদের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ বিষণ্ণ—তাহার স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ স্থূলোষ্ঠ-মুখ বিষাদমেঘে আরো কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। তাহার পদক্ষেপ মৃদু, দৃষ্টি চঞ্চল,

স্বর ক্ষীণ ও মুখ-ভঙ্গী বিকৃত। দেখিয়াই বাদশাহ বুঝিলেন, সংবাদ ভাল নয়—মসায়ুদ নিশ্চয় কোনো অপ্রিয় বার্ত্তা আনিয়াছে।

মসায়ুদ বাদসাহের অতি প্রিয় ও বিশ্বাসী ভৃত্য; কিন্তু তথাপি গৃহে প্রবেশ করিয়া সে অনেকক্ষণ কোনো কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিল না। বাদসাহও অপ্রিয় সংবাদ যত বিলম্বে শুনেন তত ভাল, এইরূপ বা অন্য কিছু ভাবিয়া, অথবা হয়তো অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া খানিকক্ষণ মৌন রহিলেন। পরে কহিলেন "মসায়ুদ, কি সংবাদ? দাক্ষিণাত্য হইতে কি কোনো অমঙ্গল সম্বাদ আসিয়াছে? তবে তুমি চুপ করিয়া রহিয়াছ কেন? বল, বল, যাহা হইবার হইয়াছে—সে কথা বলিতে হানি কি?"

মসায়ুদ ভগ্ন ক্ষীণস্বরে কহিল "খোদাবন্দ!—দুনিয়ার মালিক! যে সেনা—"

মসায়ুদ বাদসাহের স্বভাব ভাল জানিত। যে সংবাদ আনিয়াছে, তাহা শুনিলে হয়তো তিনি তাহাকে কারারুদ্ধ বা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিবেন, এই ভয়ে সে আর অধিক কিছু বলিতে পারিল না। বাদসাহ দেখিলেন, লোকটা যে রকম ভীত হইয়াছে, তাহাতে উৎসাহ ও সাহস না পাইলে কোনো কথা বলিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে বলিলেন "কি সংবাদ মসায়ুদ? তুমি স্বচ্ছন্দে বল—কোনো চিন্তা নাই।"

বাদসাহের মিষ্টবাক্যে একটু সাহস পাইয়া মসায়ুদ কহিল "হুজুর! গোলামের বেয়াদবি মাপ হয়, আপনি হক্-না-হকের বিচারক। যে সেনাপতি মণ্ডলগড়রাজকন্যাকে আনিতে অনুমতি [illegible] হইয়াছিল, সে একদল দুষ্ট রাজপুত-হস্তে—"

আর বলিতে হইল না। আল্‌তাগাস বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন "রাজপুত-হস্তে কি?"

পুর-রক্ষক ভয়-বিকম্পিত স্বরে উত্তর দিল "আজ্ঞে, পাতশাহ-নামদার! আজ্ঞে, গোলাম—শুনিয়াছে, সে নাকি—দুর্জ্জয় হইলেও—আপন সৈন্যের সহিত—সংখ্যায় অধিক—একদল রাজপুত কর্ত্তৃক—পরাজিত—নিজ্জিত হইয়াছে, আমি—"

সম্রাটের ক্রোধ আহুতিপ্রাপ্ত অনলতুল্য এককালে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি অতিশয় ক্রোধের সহিত বলিলেন "সে দুরাত্মা কোথায়? সহর-কোতয়ালকে বল, এই দণ্ডে তাহার মস্তক আনয়ন করুক। না দেখাইতে পারিলে তাহার নিজের শিরশ্ছেদন হইবে।"

বাদসাহের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া ও কঠোর বাক্য শুনিয়া মসায়ুদের আর ভয়ের সীমা রহিল না। সে থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল "যে আজ্ঞে!" কিন্তু বলিয়াই ভাবিল, হায়! কি বলিলাম! তৎক্ষণাৎ স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল "আজ্ঞে, সে কাজ পূর্ব্বেই—"

বাদসাহ অতি আশ্চর্য্য ভাবে কহিলেন "সে কি? কার্ হুকুমে?" মসায়ুদ দেখিল, সরল সত্য বৈ উপায় নাই। শীঘ্র উত্তর দিল "আজ্ঞে, গোলাম শুনিয়াছে, সে সৈন্যাধ্যক্ষ নাকি সমস্ত সৈন্যের সহিত রাজপুতদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে নিহত—"

মসায়ুদের মুখে এই শেষ কথা কয়টী শুনিয়া সম্রাটের ক্রোধ একেবারে ক্ষমতার বহির্ভূত হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল যেমন কিছু করিতে না পারিয়া সুধু ক্রোধে বিকট গর্জ্জন করে, আপনার প্রথমোদ্দীপিত ক্রোধাগ্নি সেনানীর মস্তকে দিতে না পারিয়া দিল্লীশ্বর

আল্‌তামাসও সেইরূপ চঞ্চল হইলেন। বহুক্ষণ অধোমুখে আরক্ত-নয়নে গৃহের চতুর্দ্দিকে দ্রুতবেগে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকাদ্বয় ও অন্তঃপুর-রক্ষক কাহার্ অদৃষ্টে কি ঘটে, সভয়ে এই কথা কেবল ভাবিতে লাগিল।

এদিকে পাদচারণ করিতে করিতে বাদসাহ্ ভাবিতে লাগিলেন "সেনাপতি তো নিহত হইল—এখন উপায় কি? হায় হায়! এত জানিলে না হয় আরো কিছু অধিক সৈন্য তাহার সঙ্গে দিতাম। তাহা হইলে তো এ পরাজয়টা হইতে পারিত না। উঃ কি দুর্নাম! কি অশ্রুত-পূর্ব্ব কলঙ্ক ও লোকাপবাদ! আমি দিল্লীশ্বর—প্রবলপ্রতাপান্বিত আল্‌তামাস—আমি একটা সামান্য নারীর জন্য অনর্থক এত সৈন্য ও এক জন বলবান প্রধান সেনানীর অকালে বিনাশের হেতু হইলাম, ইহা শুনিলে রাজ্যস্থ সকলে কি বলিবে? এ সংবাদ কি অপ্রকাশিত থাকিবে? কখনই নয়! কিছুতেই নয়! নির্ম্মলার জন্য তাহার পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছে, এটা অনেকে জানে বটে, কিন্তু তাহার অন্য ছলও আছে। এই রাজকন্যাকে বলে গ্রহণ ও তাহারি জন্য সেনাপতির পতন আবাল বৃদ্ধ বণিতার অগোচর থাকিবে না—কি হয়তো এতক্ষণ আমার জানিবার অনেক পূর্ব্বে লোকে জানিতে পারিয়াছে! ইহার অন্য ছলছুতা কিছুই নাই! তবে এখন উপায় কি? একদল বৃহৎ সৈন্য পাঠাইয়া মণ্ডলগড় আক্রমণ করিব—না, রণবীর সিংহকে আরো যন্ত্রণা দিয়া বিবাহ-বিষয়ে সম্মত করাইব? (ভাবিয়া) অথবা এখন এ দুয়ের কিছুই না করিয়া তাহাকে একবার সভায় আনাইয়া দেখি, দীর্ঘ কারাবাসে হতভাগার মন একটুও কোমল হইয়াছে কিনা? পরে অবস্থা-বোধে ব্যবস্থা করা যাইবে।"

নির্ম্মলা।

মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটাবস্থিত সম্মুখবর্ত্তী পুর-রক্ষীকে কহিলেন "মসায়ুদ! রণবীর সিংহ যেখানে কারারুদ্ধ আছেন, তুমি শীঘ্র সেখানে যাও। কারাধ্যক্ষকে এই সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীটী দেখাইয়া আমার নাম করিয়া বলিবে, মণ্ডলগড়াধিপতিকে যেন অবিলম্বে রাজসভায় আনয়ন করেন, আমি এখনি সভায় যাইতেছি। মন্ত্রীকে ও সভাসদ্ সকলকে সভায় যাইতে বল।"

রক্ষী অবনত শিরে অভিবাদন করিয়া যেন বড় বিপদ হইতে ত্রাণ পাইল, এই ভাবে সহর্ষে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

— •:*:• —

রাজপুরীর বহির্ভাগে সুদৃঢ় উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত এক অট্টালিকা মধ্যে রণবীর সিংহের কারাগার। পূর্ব্বে ঐ পুরী বিদেশ হইতে আগত কোনো রাজদূত বা মান্য লোকের আবাস বলিয়া নির্ণীত ছিল। বোধ হয়, রণবীরকে ভাবী শ্বশুর ভাবিয়া বাদসাহ দয়া করিয়া সেই সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে তাঁহাকে বাস করিতে দিয়াছিলেন। রণবীর সিংহের সেবা শুশ্রূষা ও সুখভোগ-যোগ্য আয়োজনের কোনো ত্রুটী ছিলনা, কেবলমাত্র তিনি ঐ ভবন ত্যাগ করিয়া বাহিরে কোথাও যাইতে আসিতে পারিতেন না; নতুবা আর সকল বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা ছিল। সুচতুর আল্‌তামাস জানিতেন, রাণা রণবীর সিংহ একজন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা। রাজপুতানায়—সুদ্ধ রাজপুতানায় কেন—ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান লোকের নিকট তাঁহার মান এবং গৌরবের সীমা নাই। এরূপ অবস্থায় তাঁহার কারারোধই যথেষ্ট—নিষ্প্রয়োজনে কোনো কঠিন ব্যবহার অনাবশ্যক। তাহাতে বরং বিপরীত ফল ফলিতে পারে অসম্ভব নয়। কারাগারে অবস্থান অপমানজনক বোধ হইলে তিনি মুক্ত হইবার জন্য, অবশ্য নিজকন্যা আপনা হইতে সমর্পণ করিবেন। কিম্বা হয়তো তাঁহার রূপবতী কন্যা পিতার উদ্ধারের জন্য আপনিই আত্ম-সমর্পণে প্রস্তুত হইতে পারেন। অপর পক্ষে, কন্যা যদি শুনিতে পান, যে, পিতা বন্দী হইয়াও রাজোচিত সম্মান ও আদর পাইতেছেন, কোনো অভাব অভিযোগ নাই—তাহা হইলে সম্রাটের ভদ্রতা, সৌজন্য ও দয়া-গুণে আকৃষ্ট হইয়া সদয় ভাবে দিল্লীতে আসিতে সম্মত হইতেও পারেন। ফলতঃ, সুদ্ধ এই সকল দুরাশার বশে নিজে প্রজাপীড়ক যথেচ্ছাচারী সম্রাট্ হইয়াও আল্‌তামাস রণবীরকে মানপূর্ব্বক রাখিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার সেই আশা কার্য্যে কতদূর ফলবতী হইয়াছিল, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ পাইবে।

সম্রাট্ সভাসীন হইলে দণ্ডৈকের মধ্যে কারাধ্যক্ষ-কর্ত্তৃক রণবীর সিংহ সভামণ্ডপে আনীত হইলেন। এতদিন বন্দী থাকিলেও রণবীর দিল্লীর রাজ-সভায় এরূপ ভাবে একদিনও প্রবিষ্ট হন নাই। তিনি সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সভাগৃহ অতি অপূর্ব্ব স্থান—যথার্থই যেন নর-লোকে ইন্দ্রভবন! সুবিশাল সুসজ্জিত গৃহের চতুর্দ্দিকে মনোহর পীতবর্ণের রেখান্বিত শ্বেতমর্ম্মর রচিত স্তম্ভসারির মস্তকে নানা বর্ণে

সুচিত্রিত অতি বিচিত্র ছাদ—প্রত্যেক স্তম্ভের পাদদেশ, স্কন্ধ ও কর্ণ-চতুষ্টয় হিরণ্ময় কারুকার্য্যে মণ্ডিত। রাজাসনের চারিকোণে সূর্য্য-বিম্ব-বিভাসী নানাশিল্পসমন্বিত চারিটী রৌপ্য স্তম্ভ, তদুপরি বিবিধ মণিদামে খচিত মুক্তাঝালরবিশিষ্ট শতচন্দ্র-ভাস্বর অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ; চন্দ্রাতপের নীচে নানাবিধ রত্নজাল-জড়িত গজদন্ত-বিনির্ম্মিত সিংহাসন; সিংহাসনের শয্যা ও সজ্জা অবর্ণনীয়—রক্ত ও নীল মখ্‌মলের উপর স্বর্ণ-রচিত সুন্দর সুন্দর তরু, লতা, পুষ্প ও স্থল বিশেষে মনোহর প্রাসাদ বা হস্তী অশ্ব বিহঙ্গম প্রভৃতির প্রতিকৃতি; সম্রাটের শিরে চন্দ্রাতপের ঠিক নীচে ঐরূপ রত্নরাজি-বিজড়িত বহুমূল্য শ্বেত সাটীনের ছত্র—তাহার কলস, খোপ ও ঝালরে দর্শকের চর্ম্ম-চক্ষু ঝলসিত করে! সর্ব্ব সমষ্টিতে অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে—এই একমাত্র গৃহে যেন শত রাজার ধন একত্রিত! উভয় পার্শ্বে সুচারু পরিচ্ছদ-ধারী সুন্দর দুটী বালক স্বর্ণচামর বীজন করিতেছে। পদমর্য্যাদা, বয়স, গুণ, ধন, মান প্রভৃতি অনুসারে নানাবর্ণের অমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত আমীর, ওমরাহ, ভূপাল, সর্দ্দার, অমাত্য, পারিষদ, সৈন্যাধ্যক্ষ, বৈদেশিক রাজদূত, কাজি উকীল, প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও বিচারার্থী প্রভৃতিতে সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ—পার্শ্বে নানা অস্ত্র শস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত সুবেশী যোদ্ধা ও রক্ষকবর্গ শ্রেণী-বদ্ধভাবে অবনত-মস্তকে দণ্ডায়মান! সম্রাট্ আল্‌তামাস যেন এইরূপে সেই রামায়ণ-বর্ণিত ত্রেতাযুগের রাবণের ন্যায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বার দিয়া বসিয়াছেন, রণবীর সিংহের দৃষ্টিতে এইরূপ প্রতীত হইল।

যবন কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া রাণা রণবীর এত গোপনে ও কৌশলে রাতারাতি দিল্লী নগরে আনীত ও কারাবরুদ্ধ হন, যে, সভাস্থ অনেকে

তাঁহার নাম মাত্র শ্রুত ছিল, তাঁহাকে কখনো চাক্ষুষ করে নাই। এক্ষণে তাঁহার দর্শন পাইয়া বুঝিতে পারিল যে, জনরব মিথ্যা নয়। প্রথম দৃষ্টিতে বুঝা যায়, রণবীর সিংহ একজন বিলাসী বীর পুরুষ। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিতান্ত বীর-যোদ্ধার ন্যায়; কিন্তু ভ্রূ ও নয়ন যুগল ঘোর বিলাসবতী রমণীর লোচনকে লজ্জা দেয়! অথচ নয়নে ও ওষ্ঠে মাৎসর্য্য, শৌর্য্য, বীরদর্প, আশুক্রোধ ও সুখেচ্ছা যেন মূর্ত্তিমান অর্থাৎ রিপু-প্রাখর্য্য প্রকাশমান, কিন্তু চাতুর্য্য নাই! বক্ষঃস্থল বিশাল ও দৃঢ়; স্কন্ধ বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দের ন্যায় উন্নত; আজানুলম্বিত ভুজদ্বয় যেন লৌহ-নির্ম্মিত, কিন্তু করতলের উপরিভাগ কোমল; করপদ্মও বোধ হয় তাহাই হইত, কেবল মুদ্গর, গদা ও ধনুর্ঘর্ষণ এবং ঢাল তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ জন্য কঠোর; ললাট অতি প্রশস্ত ও উজ্জ্বল; আকার দীর্ঘ বটে, কিন্তু সুদ্ধ দেহের পুষ্টতা জন্য, যত দীর্ঘ তত দেখায় না; বর্ণ রক্তাভশ্বেত; মধ্যাহ্নকালের মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ বলিয়া যে আকৃতির বর্ণনা করা হয়, এ যেন অবিকল তাই! সাধারণ লোক দূরে থাকুক, সে আকৃতির দিকে বড় বড় বীর পুরুষেরা পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ ভাবে চাহিতে পারিত না! যোদ্ধা মাত্রকে ভীত হইতে হয়, অথচ দুর্ব্বলা তরুণী সেই রূপদর্শনে ভয় পায় না, বরং নির্ভয় ও সদয় হয়, এইটুকু রূপ-নির্ম্মাতার আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ-কৌশল! যুদ্ধের পূর্ব্বে বীর পুরুষেরা যে রকম রণবেশ ধারণ করেন, রণবীর সিংহ প্রায় সেইরূপ সজ্জায় সম্রাটের সভায় উপনীত হইলেন। তাঁহার বেশভূষায় বন্দীর লক্ষণ কিছুমাত্র ছিল না।

এরূপ বীর পুরুষকে সভা মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া বীরত্বের গৌরবকারী মাত্রেই মস্তক নমন দ্বারা তাঁহার গৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইল।

কিন্তু বাদসাহের বর্ত্তমান মনের ভাব না জানা থাকায় তাহারা অনিচ্ছাতে আনতবদনে রহিল। অধীন জনেরা সর্ব্বত্র সদাকাল এইরূপে প্রভুর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। রাজপুত বীর সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ গর্ব্বিত কেশরীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখনি নিজ ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ মনে পড়িল; অমনি গর্ব্বোন্নত বদন আবার আপনা হইতে অবনত হইল! ক্রোধে ও ক্ষোভে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সাধারণ বন্দীর ন্যায় তিনি বাদসাহের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরাক্রান্ত শক্রকে আয়ত্তাধীন, হীনবল ও অবনত-বদন দেখিয়া মনে মনে বাদসাহের যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার হইল। রণবীর সিংহের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তিনি কহিলেন "রাজন্! বোধ করি, নিজ স্বাধীনতা লাভ করিতে আপনি অস্বীকৃত নন?"

"সম্রাট্! এ সংসারে কে না স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করে? একটা সামান্য পক্ষীও ধৃত হইলে পলাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে, মনুষ্য তো করিবেই। সকল মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বাধীন, সুতরাং কেহ কাহাকে অবরুদ্ধ করিলে স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।"

"এ যুক্তি যে অসত্য নয় এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু (হাসিয়া) কার্য্য-ব্যপদেশে কাহারো স্বাধীনতা হরণ করা স্বাভাবিক ও চির-প্রচলিত প্রথা এটাও বিচার্য্য।"

মণ্ডলগড়-পতি দেখিলেন, বাদসাহ আপনার কার্য্যোদ্ধারের দিকে কথোপকথনকে সঞ্চালিত করিতে উদ্যত। এ সময় তাহা উড়াইয়া দিয়া এই সভাস্থলে দশজনের সম্মুখে তাঁহার দয়াধর্ম্মের ও রাজধর্ম্মের প্রসঙ্গ

উত্থাপিত করিলে অন্ততঃ চক্ষুর্লজ্জাও হইতে পারে, এই ভাবিয়া দুরাশা-কুহকে ভুলিয়া উত্তর করিলেন "দিল্লীশ্বর! যে যাঁহার ক্ষমতার অধীন হয়, সে তাঁহার কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে অধিক বিতণ্ডা করিতে সমর্থ হয় না। তবে রাজাদের সাধারণ রাজধর্ম্ম ও দয়াধর্ম্মের উত্তেজনার্থ চেষ্টা করা সকলের অধিকার আছে। যদি আপনি আমাকে আর কষ্ট না দিয়া ছাড়িয়া দেন, পূর্ব্বে আপনার প্রতি আমার মনে যে ভাব থাকুক না কেন, এই এক মহৎকর্ম্ম দ্বারা আমার অন্তঃকরণ অবশ্য কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষ 'বাদসাহ কি বদান্য' বলিয়া আপনার প্রচুর যশঃ ঘোষণা করিবে।"

"মহারাজ! বদান্যতা একটী শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ইহা স্বীকার করি। কিন্তু উহাকে বিবেকের বশীভূত করাই সদ্বুদ্ধির কার্য্য, নচেৎ পরিণামে সুফলদায়ক হয় না। রাজাদের বদান্যতা বৃথা প্রদর্শিত হইবার নয়; যে তাহার যোগ্য, তাঁহারা আপনা হইতে তাহাকে তাহা প্রদর্শন করেন। এক স্বাধীন দেশের রাজা হইয়া আপনি এ নীতি বুঝেন না, এইটী আশ্চর্য্য ভাবিতেছি।"

"তবে কি স্বার্থই সব? রাজারা কি কখনো নিঃস্বার্থ বদান্যতা দেখান না? তবে কি সুদ্ধ প্রয়োজনানুসারে পাপপুণ্যের বিচার হয়? আপনাদের যবন-শাস্ত্রে কি বলে জানিনা, আমাদের সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম এরূপ বদান্যতার আদর করেন না—আমাদের শাস্ত্র-মতে অবিচার্য্যরূপে অর্থাৎ স্বার্থের উপদেশ বিচারে গ্রাহ্য না করিয়া উদার বদান্যতা প্রদর্শন করিবে। সত্য বলিতেছি সম্রাট্! আমি এই কপটতাপূর্ণ অসার জগতের প্রতারণা-জালে বিরক্ত হইয়াছি। কবে কিরূপে যে ইহা

হইতে মুক্ত হইব, কেবল এইটী চিন্তা করিতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে কি আপনার কিছু বলিবার আছে?"

"জিজ্ঞাস্য? হাঁ আছে বৈ কি। জিজ্ঞাস্য আছে বলিয়াই আপনি আ'জ্ এই সভায় আনীত হইয়াছেন। সেটা আর কিছুই নয়। সাক্ষাৎ মাত্র—যেমন বলিয়াছি, আপনি কি নিজ স্বাধীনতালাভে ইচ্ছুক আছেন?"

"সে উত্তর তো পূর্ব্বে প্রথমেই দিয়াছি, আবার কেন?"

"মহারাজ! আমারও সেই রকম ইচ্ছা। আপনাকে আর বৃথা ক্লেশ না দিয়া ছাড়িয়া দিই, আমার এইরূপ মানস। কিন্তু কাজে সেটী ঘটিবার অগ্রে আপনাকে এক বিষয়ে অঙ্গীকার করিতে হইবে। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) রাজন্! আপনার কন্যা দেশ বিদেশে প্রথিত পরম সুন্দরী। তাঁহার রূপগুণ শ্রবণে তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনের পাটরাণী করিয়া আপনার সঙ্গে যৌন-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয় আপনার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, অতএব মত কি, স্পষ্ট বলুন? যদি এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আপনার কন্যাকে অবিলম্বে দিল্লী আসিতে বলিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে উভয় দিকে ভাল, আপনি কারামুক্ত হইবেন, আমারও চির অভিলাষ পূর্ণ হয়!"

প্রকাশ্যরূপে রাজ-দরবারে সম্রাটের এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষাব্যঞ্জক উদ্ধত বাক্য শ্রবণে রণবীর সিংহ, বিস্ময়ে না হউক, ঘৃণায় ও রাগে জর্জ্জরিত হইলেন—নানাভাবে স্তব্ধপ্রায় থাকিয়া অনেকক্ষণ কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যেটা সন্দেহের বিষয় বোধ হইয়াছিল, এখন তাহা নিশ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। পারিয়া, ক্রমে অন্তর-বেগ

কিঞ্চিৎ সাম্য করিয়া উত্তর দিলেন "দিল্লীশ্বর! আপনি কি এই নিয়মে—এই ঘৃণিত সর্ত্তে—নিজ বদান্যতা দেখাইতে চাহিতেছেন? ভারতের অধীশ্বর হইয়া আপনার পক্ষে কি এই উচিত? আমরা স্বাধীন ও ভিন্ন জাতীয় হইলেও পদগৌরবে আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট, সুতরাং এক প্রকার প্রজা-শ্রেণীভুক্ত। রাজপদাধিরূঢ় আপনার উচিত, প্রাণপণে আমাদের ধর্ম্ম, মান ও প্রাণরক্ষা করা! তাহা না করিয়া আমাদের ধর্ম্ম ও মান হানি করা কি আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান বিজ্ঞ সম্রাটের করণীয় কাজ? আবার দেখুন, আমি পিতা হইয়া কিরূপে নিজকন্যাকে বিধর্ম্মীর হস্তে অর্পণ করি? তাহাতে আবার সেই কন্যা বহুপূর্ব্বে বাগ্দত্তা; সমযোগ্য রাজপুত্রের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ ধার্য্য হইয়া গিয়াছে। আপনি অন্যায়রূপে আমাকে কারারুদ্ধ করিয়া না রাখিলে এতদিন কবে সে শুভ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। অতএব প্রাণ থাকিতে আমি এই ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না। তদপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ বিবেচনা করি।"

সম্বর্দ্ধিত ক্রোধাগ্নি কষ্টে সম্বরণ করিয়া বাদসাহ কহিলেন "তবে তুমি নিজেই স্বাধীন হইতে অস্বীকৃত হইলে?"

"অস্বীকৃত? না, আমি অস্বীকৃত নহি—তবে এ পণেও কদাচ স্বীকৃত নহি।"

"আর নয়—যথেষ্ট! রক্ষীগণ! ইহাকে লইয়া যাও। দেখা যাউক, এই পণেই কতদূর দাঁড়ায়!"

সম্রাটের আদেশ মত কারাধ্যক্ষ মণ্ডলগড়-পতিকে পুনরায় কারাগারে লইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—•:✿:•—

বন্দী হইয়াও রণবীর সিংহ প্রকৃত পক্ষে সাধারণ বন্দীর ন্যায় ছিলেন না, ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। কিন্তু সে ভাব কি এখন আর থাকে? যেদিন বাদসাহের সহিত তাঁহার উপরোক্ত কথোপকথন হয়, সেই দিনের অপরাহ্নে একজন প্রহরীবেশী দূত আসিয়া তাঁহাকে সাধারণ কারাগারের এক গৃহে লইয়া গেল। গৃহে প্রবেশ করিয়া রণবীর দেখিলেন, গৃহটী চতুষ্কোণ; উর্দ্ধে চতুর্হস্তের অধিক হইবে না, সুতরাং একটী মানুষ কষ্টে স্থষ্টে দাঁড়াইতে পারে; এত অপ্রশস্ত ও এত ক্ষুদ্র যে, একজন দীর্ঘাকার পুরুষ উত্তমরূপে হস্তপদ প্রসারণ করিয়া ইহাতে শয়ন করিতে পারে কিনা সন্দেহ—এক কথায় শূকরের খোঁয়াড় বলিলেও চলে! গৃহপ্রবেশ জন্য একটী ক্ষুদ্র দ্বার মাত্র আছে; অপরদিকে দেয়াল মধ্যে একটী ছোট গোঁজলা আছে, নচেৎ অন্য কোনো দিকে গবাক্ষ বা আলোক প্রবেশের পথ নাই। সুতরাং দ্বার বন্ধ হইলে দিবাভাগেই এমন অন্ধকার হয়, যে, ইহ-জীবনে অন্ধতমসাচ্ছন্ন যমপুরীদর্শনের সাধ মিটিতে পারে!

এই জঘন্য কক্ষে বাসস্থান পাইয়াই যে রাণার যন্ত্রণার শেষ হইল, তাহা নয়। উপদেশ-প্রাপ্ত কারাধ্যক্ষের ইঙ্গিতে তাঁহার প্রতি রক্ষী ও পরিচারিকাগণের অবিনীত ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রৌপ্য-নির্ম্মিত দিব্য ভোজন ও পানপাত্র প্রভৃতির পরিবর্ত্তে এখন একখানি লৌহ-নির্ম্মিত ভাজন এবং একটি পিত্তলের লোটা মাত্র তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সেবা-কার্য্যে নিয়োজিত হইল। আর আর তদুপযুক্ত আহার্য্য ব্যবহার্য্যাদি যে নির্দ্ধার্য্য হইল, লেখা বাহুল্য মাত্র! এক মাত্র কম্বল শয্যা, আবার অন্য অন্য সময়ে তাহাই আসন! পূর্ব্বে যাহারা রাজসম্মান দানে আজ্ঞাবহ ভৃত্য ছিল, যে সব পরিচারক তাঁহার সামান্য আজ্ঞাপালনে আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত, এখন তাহারা প্রভুবৎ ভঙ্গীতে অমান্য পূর্ব্বক যাহা মুখে আইসে, সে সব কথা বলিতে লাগিল—যেন অপমান দ্বারা মর্ম্মবেদনা দেওয়া তাহাদের এক মাত্র অভিপ্রায়—এখনকার একমাত্র কর্ত্তব্য কাজ!

ফলতঃ সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার অসীম কষ্ট হইয়া উঠিল—রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত কোনো হত্যাকারীরও বুঝি এত ক্লেশ হয় না—কেননা, অপমানের যন্ত্রণা তাহাদিগকে পাইতে হয় না। আবার দেখ, তিনি চির-বিলাসী—সর্ব্বদা নানা ইন্দ্রিয়-সুখভোগে অভ্যস্ত। রাজপুত বীর মাত্রেই শয়ন ভোজনাদি দৈহিক কষ্ট অনায়াসে ও সময়বিশেষে আহ্লাদিত চিত্তে সহ্য করিতে সমর্থ; অন্য কোনো রাজপুত হইলে অমন শত শত শারীরিক ক্লেশকে ক্লেশবোধই করিত না—বরং তৃণতুল্য অগ্রাহ্য করিত। দৈহিক যাতনা—এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত দুর্ঘটনাকেও রাজপুত-জাতীয়েরা যে প্রয়োজন বিশেষে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং রণবীরের যে প্রয়োজন, সে প্রয়োজনে বিপদকে ও যন্ত্রণাকে আগ্রহ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া থাকে, ইহা চির-প্রসিদ্ধ। কিন্তু রণবীরসিংহ সে ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি যদিও বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু অত্যন্ত বিলাসী; দুর্দ্দান্ত অথচ মহা সুখী

ছিলেন। কন্যার বালিকা-কালে মাতৃ-বিয়োগ হইবার পর, নিজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার সুখ-লালসা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজগণ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযমকে একটি অবশ্য-সাধনীয় বিদ্যারূপে গণ্য করিতেন। পরে দুর্ভাগ্যক্রমে যবনভূপালগণের দেখাদেখি ও সঙ্গদোষে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই মহাগুণটী ক্রমে ক্রমে দোষাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল। রাণা রণবীরসিংহ তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। একাধারে এত বিরুদ্ধগুণাবলম্বী পুরুষ তৎকালে অতি অল্প দৃষ্ট হইত।

যখন তিনি দিল্লীতে প্রথম অবরুদ্ধ হন, তখন তাঁহার নিজ গৃহের নিয়মিত সুখসেবার অভাব অবশ্য হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাতে সর্ব্বাংশে এককালে বঞ্চিত্ হইতে হয় নাই। এক্ষণে সামান্য ইতর বন্দীর ন্যায় বা পিঞ্জরাবদ্ধ ইতর প্রাণীর অপেক্ষা তাঁহার অবস্থা নিকৃষ্ট দাঁড়াইল। কারণ, তাহারা তো আলোকের সুখ-ভোগে বঞ্চিত্ হয় না— তাঁহার নয়ন সূর্য্যালোক কি সামান্য দীপালোকও আর দেখিতে পায় না! ক্রমে সিদ্ধ ধান টিপিয়া ভাত বাহির করিয়া ভোজন ভিন্ন দুরাত্মা যবনেরা তাঁহার প্রাণধারণের দ্বিতীয় উপায় আর রাখিল না! ইহাও কি মহাভুজশালী, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, অথচ অদ্বিতীয় ভোগবিলাসী রণবীরসিংহের সহ্য হইতে পারে? তিনি প্রথমতঃ ক্রোধাবেশে দুই তিন দিন কিছু মাত্র আহার করিলেন না। স্বভাবের উৎপীড়ন নিতান্ত প্রবল হইলে আহার্য্য অপেক্ষা পানীয় অধিক প্রয়োজনীয় বুঝিয়া কলসী হইতে সেই লোটা করিয়া জল ঢালিয়া পান করিতেন। কিন্তু এরূপে কয় দিন চলিতে পারে? যাহার জীবনে কিছুমাত্র খিকার জন্মে নাই, সে কি

নিতান্ত নিরুপায় না হইলে স্বেচ্ছাক্রমে মরিতে পারে? যাহার মনে মনে বাঁচিবার সাধ প্রবল থাকে, তাহার পক্ষে আহার না করিলে চলিবে কেন? সদ্য-পিঞ্জর-বদ্ধ ব্যাঘ্র নিক্ষিপ্ত আমিষখণ্ড দেখিয়া প্রথমে রাগে তর্জ্জন গর্জ্জন করে; একবার লৌহ-শলাকা ভাঙ্গিতে পারিলে, যাহারা সামান্য মাংস ফেলিয়া দিয়া তাহাকে উপহাস করিতেছে, তাহাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাজা রক্তপান করিতে ইচ্ছা করে! কিন্তু যখন দেখে, যে, সেটী হইবার নয়—সেই সামান্য মাংস বৈ অন্য গতি নাই, তখন কাজে কাজেই সেই খণ্ড মাংসে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়! রণবীরসিংহেরও সেই রকম হইল। উদরের জ্বালা বড় জ্বালা—দুর্ভিক্ষের ন্যায় যন্ত্রণা আর দ্বিতীয় নাই! লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—রাজপুত-কলঙ্ক প্রকাশ করিতে মন নিতান্তই বিষণ্ণ হইতেছে—অথচ যাহা ঘটিয়াছিল না লিখিলেও নয়—পঞ্চম দিবসে সেই সূর্য্যবংশীয় মহারাণা রণবীরসিংহ কিছুতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—প্রবল ক্ষুৎপীড়ায় উত্যক্ত হইয়া সেই সিদ্ধ ধান টিপিয়া টিপিয়া অন্ন বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন! ক্রমে এমন হইয়া দাঁড়াইল, যে, রজনীতে যে একখানি করিয়া পোড়া মোটা রুটীর বরাদ্দ ছিল, তাহা কখন্ আসিবে সেজন্য আশা-পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন!

তিনি এইরূপে প্রাণধারণ করিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু ইহা যে নিতান্ত নির্গুণের কর্ম্ম তাহা প্রতি পলকে রাণার মনে জাগিতে লাগিল। আর কেহ হইলে সম্ভবতঃ আত্মহত্যার ভাব তাহার মনোমধ্যে সঞ্চারিত হইত, কিন্তু তাঁহার তাহা বড় হয় নাই। কেন যে হয় নাই, তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়া নিরর্থক। হয়তো বীর পুরুষেরা এমন

নীচ ভাবকে মনে উদয় হইতে দেন না; হয়তো স্বার্থপর ইন্দ্রিয়াসক্ত বিলাসী লোকেরা অত উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন না; কি হয়তো মানুষের সহজ আশা আসিয়া সর্ব্বদা প্রবোধ দেয় যে, "অপেক্ষা কর—ভগবান অবশ্য কোনো উপায় করিয়া দিবেন। দুর্দ্দিন কাহারো চিরকাল থাকে না।" পক্ষান্তরে তাঁহার বিরুদ্ধগুণাবলম্বী হৃদয়ে এমন স্বার্থমূলক নীচ ভাবও উদয় হইয়া থাকিবে "যদি মেয়েটাকে সম্রাট্ হস্তে অর্পণ করি, তাহা হইলে তো এ সব জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না—সকল পাপই মিটিয়া যায়। তাই কেন করিনা? আপনার প্রাণের চেয়ে কিছুইতো বড় নয়। যেমন একপক্ষে কুলগৌরব নষ্ট হইবে, তেমন অপর দিকে বিপুল ঐশ্বর্য্য, পদ, মান, সকলই লাভ হইবে। মেয়েটা প্রথমে যেমন অল্প দুঃখিতা হইবে, ভারতের মহারাজ্ঞী হইয়া পরে তেমনি আহ্লাদিতা হইতে পারিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

লোকে বলে, যথার্থ বীর পুরুষেরা প্রাণান্তে নীচ পথের পথিক হইতে স্বীকার করেন না। একথা সত্য বটে। কিন্তু সে সকল বীর শুধু শারীরিক নয়, মানসিক বলেও বলীয়ান। রণবীর সে রকমের বীর নহেন; তিনি শারীরিক বলবীর্য্য সম্বন্ধে বীর—মনের বল সম্বন্ধে নন! যুদ্ধের সময় বীর বটেন, অস্ত্রচালনায় খুব সাহসী ও কৌশলী সত্য, কিন্তু তাঁহার মনের কোমলতা এত যে, অন্তঃপুর-বাসিনীদের কণ্ঠস্থ পুষ্পহারও তাঁহার হৃদয়বল অপেক্ষা এত সুখস্পর্শ নহে! সেই কুসুমদাম যেমন অতি যত্নে রক্ষা পায়, তিনিও আত্ম-শরীরকে তেমনি অতিশয় যত্নে রাখেন—নিজ সুখেই মগ্ন—শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের সেবার জন্য অন্য কিছু দেখিবার প্রয়াস বা অন্যের সুখ দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতে বড় একটা

ইচ্ছুক নহেন! নির্ম্মলা তাঁহার একমাত্র প্রাণনন্দিনী, বিশেষতঃ শৈশবে মাতৃহীনা—মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা; এজন্য তাঁহার যে কি যত্নের—কি আদরের—সামগ্রী তাহা কি বলিয়া উঠা যায়? এ জগতের সকল লোক ও সকল বস্তুর অপেক্ষা তিনি তাহাকে ভাল বাসেন, প্রার্থনাধিক স্নেহ ও যত্ন করেন; কন্যাটী তাঁহার নয়নতারা বলিলে অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু বোধ হয় "সুখ-ভোগেচ্ছা" নাম্নী তাঁহার যে আর একটী কন্যা আছে, নিজের অজ্ঞাতসারে গোপনে তাহাকে অধিক ভাল বাসিতেন! নচেৎ "কন্যাকে অর্পণ করিলেই আমি মুক্ত হইতে পারিব" এই যে অভাবনীয় ভয়ানক ঘৃণিত ভাব, ইহা কি কখনো তাঁহার হৃদয়-কন্দরের নিকটেও আসিতে পারিত? হিন্দু হইয়া—রাজপুত হইয়া—পিতা হইয়া—এমন অস্বাভাবিক কল্পনা কি সহজ কথা? ঠিক বলিতে পারি না—মনে হয় যেন যৌবনের মধ্য উচ্ছ্বাসে পত্নীহীন না হইলে—অথবা তাহা হইয়াও অন্য আবার একটী প্রকৃত তেজস্বিনী রাজপুত রমণীর পাণিগৃহীতা হইলে, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রাজপুত-চরিত্রে এরকম দোষ স্পর্শিত না। হয়তো সর্ব্বগুণশালী চন্দ্রে সামান্য কলঙ্ক-রেখার মতন অশেষ সৎগুণে এই একটা কালির রেখা পড়িত না। কিন্তু জগদীশ্বর সকলকে এক ধাতুতে গড়েন না! ভাল মন্দ সব সময়ে সকল বিষয়েই এটা দেখা শুনা যায়!

যাহা হউক, তাঁহার অন্তরের পরীক্ষা করিয়া আর কি হইবে? তিনি যে ভাবে যাহা করিলেন, কেবল—গ্রন্থকার আমরা, তাহাই আমাদের বর্ণনীয়। তিনি স্বভাবতঃ হৃষ্টচিত্ত, এক্ষণে অসীম কষ্ট পাইয়া দিন দিন ভগ্নোৎসাহ এবং মলিন, বিরক্ত ও নিরাশ হইতে লাগিলেন। ক্রমে

তাঁহার মনে এইরূপ ভাব দৃঢ় হইল যে, "দিল্লীশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ভাল করি নাই। নির্ম্মলকুমারী আমার কন্যা; আমার জন্য তাহার সকল রকম কর্ম্ম—অতি দুঃসাধ্য অপমান-জনক কর্ম্মও করা উচিত। অপমানজনক কর্ম্মই বা কি? দিল্লীশ্বরকে বিবাহ কি অপমানের কাজ? কেন? ধনে, মানে, কুলে, শীলে, রূপে, গুণে যাহাতে বল, দিল্লীশ্বর অপেক্ষা ভারতবর্ষে—সুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে কয়জন আর শ্রেষ্ঠ আছে? তবে তাঁহার সহিত নির্ম্মলার বিবাহে এমন দোষই বা কি? সূর্য্যবংশের মধ্যে আমাদের শিশোদীয় কুল নিষ্কলঙ্ক; বাপ্পা রাওয়ের স্থাপিত এ বংশের কেহ কখনো যবনকে কন্যাদান বা যবনী স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু কালে কি এটা থাকিবে? আমিই না হয় এ বিষয়ে প্রথম হইলাম! আমার দ্বারা পথ প্রদর্শিত হইলে কোন্ হিন্দু আর সে পথে যাইতে আপত্তি করিবে? দিল্লীর বাদসাহগণ দিন দিন যেরূপ প্রতাপশালী হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে যে হিন্দু ও মুসলমানগণের পরস্পর যৌনসম্বন্ধ শীঘ্র ঘটিয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তবে কেন বৃথা কুলমান বা জাতিপাতের আশঙ্কা করি? বাদসাহের সঙ্গে এই সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমি প্রধান রাজারূপে পরিগণিত হইব। রাজপুতানার সমস্ত রাজন্যবর্গের শ্রেষ্ঠ ও রাজ্যশাসন বিষয়ে আল্‌তামাসের প্রধান সহায় হইতে পারিব—আমার সম্পদ ও মানের সীমা থাকিবে না। আবার আর একটী কথা। আমার কন্যা যেরূপ রূপগুণশালিনী বুদ্ধিমতী, তাহাতে বিবাহ হইলে সেই-ই সর্ব্বপ্রধান বেগম হইবে, হইলে তাহারও যে মান প্রতাপ গৌরবের সীমা থাকিবে না, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। সামান্য

আজমীর-রাজপুত্রকে বিবাহ করা অপেক্ষা এটা কি শ্রেয়ঃ নয়? অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় আর সকল দিক্ বিবেচনায় এ সম্বন্ধে আর দ্বিধা করা উচিত হইতেছে না - দ্বিধা করিলে বা চলে কৈ? কুলমান লইয়া কি ধুইয়া খাইব? কপালে যাই থাকুক, এবার যেদিন বাদসাহ একথা তুলিবেন, সেই দিন প্রকারান্তরে আমার সম্মতি জানাইব। আমি সম্মত হইলে, আমার মেয়ে এমন নয়; যে অসম্মত হইবে। পিতৃ-বৎসলা বুদ্ধিমতী কন্যা হইয়া কি আমার এ যন্ত্রণা—এ ঘোর নরক-ভোগ—সে দেখিতে শুনিতে সহ্য করিতে পারিবে? কখন না! যদিও করে, যেরূপে হউক, তাহাকে সম্মত করিতে হইবে; আমি কিছুতেই আর এ কষ্ট সহ্য করিতে পারি না!"

এই ভাবিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থির মনে মণ্ডলগড়েশ্বর সেই শুভযোগ উপস্থিত হইবার আশায় ধারা-লোলুপ চাতকের ন্যায় অধীর হইয়া রহিলেন! তাঁহার দণ্ডকে প্রহর, প্রহরকে দিন ও দিনকে যুগ জ্ঞান হইতে লাগিল! তিনি দিন দিন তৃণ-শয্যোপরি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বৃত্তান্ত পাঠে হয়তো উপহাস করিবেন; রাজপুত-চরিত্র-চিত্র সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তাঁহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইবে—গ্রন্থকারকে অপটু চরিত্র-চিত্রকর বলিয়া নিশ্চয়ই বিশ্বাস জন্মিবে। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের তিলমাত্র দোষ নাই। কেননা, ঘটনা বিবৃতি করা মাত্র তাঁহার কাজ। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অপ্রাকৃত বা অস্বাভাবিক বোধ হইলেও কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাকে বলিতে হইবে; ইহাতে নিন্দা বা

সুখ্যাতি যাহা তাঁহার অদৃষ্টে আছে তাহাই লাভ ঘটিবে। নিন্দা কলঙ্কের ভার একরকম ঘাড়ে লইয়া তাঁহাকে আসরে নামিতে হইয়াছে। বর্ণনীয় রাজপুত-চরিত্রের ন্যায় অদৃষ্টে নিন্দা বা কলঙ্ক একান্ত অপরিহার্য্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

একদা অপরাহ্নকালে কারাধ্যক্ষ আপন বিশ্রাম-গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার জনৈক অনুচর আসিয়া নিবেদন করিল "হুজুর! এক জন ধনী ইহুদী বণিক আপনার সাক্ষাৎ লাভ কামনায় কারাদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, অনুমতি হইলে প্রবেশ করে।" অপরিচিত বণিক—যেই হউক—দ্বার-রক্ষক বশ করিবার কল-কৌশল নিশ্চিত জানে; নচেৎ, বাদসাহী আমলের দ্বারী দ্বারা এরূপ অনুকূল ভাবভঙ্গীতে সম্বাদ দান কি সম্ভব হইত?

সম্বাদ শুনিয়া কারাধ্যক্ষ কিছু বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন "ধনী ইহুদী—বণিক—আমার কাছে? ভুল হয় নাই তো? আমার জীবন মধ্যে কস্মিন্ কালে এমন কোনো সংশ্রব রাখি না, যাহাতে এ রকমের লোক কেহ আমার নিকট আসিতে পারে। যাহা হউক, বৃত্তান্তটা কি দেখা উচিত, শুধু অনুমানে অস্বীকার করা ভাল নয়।" এইরূপ

সংশয়ান্দোলিত চিত্তে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে প্রহরীকে কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে ভিতরে আন।"

প্রহরী সত্বর-গমনে বাহিরে গিয়া ইহুদীকে আনয়ন করিল। ইহুদীর সম্পূর্ণ যৌবন; চমৎকার রূপ; উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ; কিন্তু বর্ণ এবং বাহ্য-দৃশ্য ঠিক ইহুদীর মতন নয়! কারাধ্যক্ষ যদি সূক্ষ্মদর্শী নর-বণিক হইত, তবে অল্প দর্শন মাত্রে বুঝিতে পারিত, যে, ইহুদীর মত বেশভূষা শ্মশ্রুরাজিরূপ ভস্মে আবৃত আগন্তুকের আকৃতিতে ক্ষাত্র-তেজাগ্নি স্পষ্ট অন্তর্নিহিত রহিয়াছে! সৌভাগ্যক্রমে এই কারাপতি দস্যু তস্করাদি নীচ লোকের আকৃতি প্রকৃতি ভিন্ন ভদ্র শ্রেণীর দেহ-তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানে তেমন দক্ষ ছিল না। তাহা হইলে তখনি বিজয় সিংহের চাতুরী প্রকাশ পাইয়া কি সর্ব্বনাশের ব্যাপার না ঘটিয়া উঠিত! যেহেতু, অত্র ছদ্মবেশে স্বয়ং বিজয় সিংহই ইহুদী সাজিয়া আসিয়াছেন, লেখা বাহুল্য!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনাবলীর কিছুদিন পরে, ভাবী পত্নীকে নিরাপদে মণ্ডলগড়ে রাখিয়া বিজয় সিংহ নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে দিল্লীতে উপস্থিত হন। সে সময়ে এখনকার মত সর্ব্বত্রগামী সুপথ বা বাষ্পীয় শকট কিম্বা আধুনিক বেগগামী ব্যোমযানও ছিল না। সুতরাং একমাত্র ঘোটক এবং সহচর-সহায় হইয়া তাঁহাকে আসিতে হইল; তাহাও আবার ছদ্মবেশে এবং নাম জাতি পরিবর্ত্তনে। সুতরাং পথের কষ্ট ও মনের উদ্বেগ যত দূর হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছিল। দিল্লী আসিয়া পশ্চিম-দেশীয় ইহুদী রত্ন-বণিক বলিয়া তিনি সকলের নিকট আপনার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং বিদেশ হইতে আগত বণিকগণ যে পল্লীতে বাসা করিয়া থাকিত, এ যাত্রা সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনোগত ইচ্ছা, যাহাতে বিনা-রক্তপাতে রণবীর সিংহ মুক্ত হন, প্রথমে তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিবেন। নিতান্ত তাহা না ঘটিলে, পরে উপস্থিত-মত বুঝিয়া যাহা হয় করিবেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ মধ্যে কোনোরূপ সুযোগ কিছুতেই ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহার দিল্লী নগরে উপস্থিত হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে রণবীর সিংহ দ্বিতীয় কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; চতুর্দ্দিকে যমদূতের ন্যায় ভীমমূর্ত্তি প্রহরীগণ সর্ব্বদা বেষ্টন করিয়া থাকিত; তিনি কোনো মতে কারাগারের বাহিরে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থায় কাহারো সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ যে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে ইহা বিচিত্র নয়। অতএব বিজয় সিংহ অনেক ভাবনা চিন্তার পর অবশেষে এই দুঃসাহসিক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

প্রহরী আপন কার্য্য করিয়া চলিয়া গেল। ছদ্মবেশী বিজয় কারাধ্যক্ষকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার ইঙ্গিতমতে নিকটস্থ এক আসনে বসিলেন। খানিক বিশ্রাম করিয়া বলিলেন "মহাশয়! আমার সহিত আপনার পরিচয় নাই। আমি পশ্চিম দেশবাসী ইহুদী জাতীয় মণিকার বণিক। বাণিজ্য উপলক্ষে পর্য্যটন না করিয়াছি, এমন দেশ প্রায় ভারতে নাই। যেখানে যাই, দিল্লীর ও দিল্লীর বাদসাহের অলৌকিক নাম ডাক সর্ব্বত্র শুনিতে পাই। এখানে আসিয়া সেই জন-শ্রুতির এক বর্ণও মিথ্যা দেখিলাম না! ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল বিচিত্র বিচিত্র মণি মাণিক্য আনিয়াছিলাম, সে সকল অমূল্য নিধির ক্রেতা এক নগরেই জুটিয়া উঠিল, ভারতের এ বড় সামান্য গৌরবের কথা নহে। আমার রত্ন-কোষ এক্ষণে শূন্য-প্রায় হইয়া পড়িয়াছে। উপার্জ্জন যথেষ্ট হইয়াছে,

সেজন্য আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু কেবল বিক্রয় করা আমাদের ব্যবসায়ের ধর্ম্ম নয়। যেমন বিক্রয়, সেইরূপ ক্রয় করা আবশ্যক। অথচ কি আশ্চর্য্য! দিল্লীতে এমন দুরবস্থ বড় লোক পাইলাম না, যিনি আপনার পূর্ব্ব-সঞ্চিত রত্নাদি আধুনিক হীনদশার জন্য বিক্রয় করেন। ইহাতে একদিকে রাজধানীর সৌভাগ্য যেমন প্রকাশ পাইতেছে, আমার, নিজের দুর্ভাগ্য সেইরূপ এটাও স্বীকার করিতে হইতেছে। কেবল এক মহাশয় ব্যক্তি আমাকে রত্নবিক্রয়ের আশা দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাণা রণধীর সিংহ—তিনি মণ্ডলগড়ের রাজা। ইতিপূর্ব্বে তিনি যে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, সেখানে আমার প্রবেশাধিকার ছিল। তাঁহার নিজের সঙ্গে আমার আলাপ ও কথাবার্ত্তা বিশেষভাবে হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সহচরগণের দ্বারা বিস্তর কাজের কথা চলিত। তাহাতে জানিয়াছিলাম, কিছু কিছু রত্ন বিক্রয় করা তাঁহার অভিপ্রায়—এই ভাবের কথাবার্ত্তার একরকম ধার্য্যও হইয়াছিল। কেবল তাঁহাতে আমাতে একবার দেখা হওনের অপেক্ষা মাত্র। এমন সময়ে তিনি এইখানে নীত হইয়াছেন। আবার এমনও শুনিয়াছি যে, তাঁহার সহচরেরা নাকি এখানে বড় একটা আসিতে পায় না। এই সকল কারণে সত্য কথা বলিতে কি, আমি আমার মুখের গ্রাসে যেন একরকম বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। মহাশয়ের যেরূপ নাম ডাক শুনিতে পাই, তাহাতে কেবল আপনার অনুগ্রহের উপর এখন আমার সম্পূর্ণ নির্ভর। অধিক আর কি বলিব, যাহাতে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এমন ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হউক।"

এই অসঙ্গত নূতন রকমের প্রার্থনা শুনিয়া কারাধ্যক্ষ একটু হাস্য করিলেন। বলিলেন "মহাশয়! আপনাকে যেরূপ সভ্য, সম্ভ্রান্ত ও ধনী দেখিতেছি, তাহাতে আপনার এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। কিন্তু কি করিব—আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। আমরা পরের দাস, প্রভুর আজ্ঞা-বশেই বাঁচি মরি! বাদসাহের এমন কঠিন আজ্ঞা, যে, তাঁহার নিজের স্বাক্ষরিত নিদর্শন-পত্র ব্যতীত কাহারো সহিত রাণার দেখা করিতে দেওয়া সম্ভবপর নয়। আপনি সুবুদ্ধি সুচতুর, আপনাকে কি অধিক আর বলিতে হইবে?"

ছদ্মবেশী বণিক কাতরস্বরে কহিলেন "মহাশয়! সম্রাট্ যে এমন কঠিন আজ্ঞা দিবেন আশ্চর্য্য নয়। আমি এই রাণার বৃত্তান্ত অনেকটা শুনিয়াছি। বিশেষ কারণে বাদসাহ বাহাদুর ইহার উপর তো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তা ছাড়া ইনি স্বদেশে যেরূপ দুর্দ্দান্ত অথচ সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন, তাহাতে ইহার মুক্তির জন্য রাজপুতানার দুষ্ট লোকেরা নানা রকম উপায় অবলম্বন করিতে পারে। এইসব কারণে সতর্ক হওয়া যে সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক, তাহা একবার কেন, সহস্রবার স্বীকার করি। কিন্তু আপনার মত সদ্বিবেচক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এটা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না, যে, যদি আমি রাজপুত বা কোনো হিন্দুজাতীয় লোক হইতাম, তাহা হইলে আমা হইতে ভয়ের বিষয় হইত বটে। দ্বিতীয়তঃ, আমার সঙ্গে কেহ নাই, হস্তে একখানি অস্ত্র নাই—আমার অঙ্গের আবরণ মোচন করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিলে দেখাইতে পারি। তৃতীয়তঃ, রাণার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে আপনি কিম্বা আপনার

কোনো বিশ্বস্ত অনুচর অবশ্য আমার সঙ্গে যাইবেন ও দ্বারের বাহিরে থাকিবেন; আমি তাঁহার সহিত গোটাকতক কাজের কথা মাত্র কহিয়া তখনি চলিয়া আসিব। যে রত্ন ক্রয় করিব, তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে যে কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশা করিতেছি, তাহা কেবল আপনার কৃপাতে হইবে জানিতেছি। অতএব কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাহার সমুচিত অংশ আপনাকে না দিয়া যদি আমি সমস্তই আত্মসাৎ করি, তাহা হইলে আমার মতন নরাধম নীচাশয় ভূতলে নাই বলিতে পারিবেন। একাজে যে কত লাভ হইবে এখনো ঠিক বলিতে পারি না, তথাপি আনুমানিক লভ্য বিবেচনায় আপনাকে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দিতে অবশ্য স্বীকৃত হইতে পারি। ভরসা করি, এ আশায় আপনি আমাকে নিরাশ করিবেন না। আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারি, এ অনুগ্রহের কথা আপনি আর আমি ভিন্ন অন্য কেহ জানিতে পারিবে না।"

"পঞ্চ সহস্র"কথাটা যেই মাত্র কারাধ্যক্ষের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল, তাহার পর মণি-বণিক আর কিছু বলিলেন কিনা তাহা কে শুনে? "পঞ্চসহস্র" "পঞ্চসহস্র" কেবল এই কথা তাঁহার মনে তোলা পাড়া হইতে থাকিল—একবার উঠে, একবার পড়ে—ঠিক যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল! সে ভয়ানক ঢেঁকি-যন্ত্রের নিকট প্রতিজ্ঞা-ইষ্টক কতক্ষণ অটুট থাকে? কাজেই নিমিষে চূর্ণ হইয়া কলের সুর্‌কীকেও হারাইয়া দিল—চুপিচুপি একবার মাত্র দেখা করাইলেই "পাঁচ হাজার"! উঃ! কথা দু'টা বড় সামান্য নয়—এমন ভাগ্য-বল কয়জন লোকের জীবনে কতবার ঘটে? না হয়—"

লেখা বাহুল্য, সুতরাং কারাধ্যক্ষ পরিশেষে সম্মত হইল—কিন্তু একটী কঠিন পণে। সে পণ এই ;—নিতান্ত নির্জ্জনে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইতে পারিবে না। কারাধ্যক্ষ তাঁহাদের কথোপকথন কিছু শুনিতে না পায়, অথচ অঙ্গ ভঙ্গী ও ভাবগতিক চাক্ষুষ করিতে পারে, এমন স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। যত শীঘ্র সম্ভব কথাবার্ত্তা শেষ করিতে হইবে। ইহার কমে কিছুতে সে স্বীকৃত হয় না, সুতরাং অন্য উপায় অভাবে উৎকোচ দানের সঙ্গে এই কঠিন নিয়ম পালনে বিজয় স্বীকৃত হইলেন। সে দেখাশুনা আবার রজনী কালে বা অন্য সময়ে নয়—প্রত্যূষে।

অধীর বিজয়ের পক্ষে সাক্ষাতের পূর্ব্বদিনের রজনী এত দীর্ঘ বোধ হইল যে, সমস্ত রাত্রি শয্যা-কণ্টকের যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মুহুর্ম্মুহু ঘর বাহির করেন, আকাশ দেখেন, আর আপনা আপনি বলেন "আ'জ কি আর রাত্রি প্রভাত হইবে না?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—•:*:০—

অবশেষে পূর্ব্বদিক্ আরক্তিম-বর্ণ দেখিয়া জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্য্যদেব শীঘ্র উদয় হইবেন জানিয়া মঙ্গলময় শিব নাম স্মরণ পূর্ব্বক বিজয় কারাগারের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে গিয়াছেন, এজন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। এটা যে আপনার দোষে—অতি ব্যস্ততার ফলে—ঘটিল, তাহা না ভাবিয়া "তবে কি কারা-ধ্যক্ষ আমায় প্রতারিত করিল? এতটা অগ্রিম মুদ্রা দেওয়া কি সত্যই বিফল হইবে?" এই শঙ্কায় ও সন্দেহে অভিভূত হইয়া অকারণে নৈরাশ্য দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণে দূর হইতে কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে সঙ্কেতে ডাকিতেছে দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে অতি ত্রস্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। সে অনেকগুলি গৃহ অতিক্রম করিয়া একটা নিম্ন-ভূমিতে নামিয়া পড়িল। সেই প্রদেশ নিতান্ত অনাবৃত নহে। তদুপরি ও উভয় পার্শ্বে সুদৃঢ় প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ-বাতায়ন-বিশিষ্ট গৃহশ্রেণী; বারাণ্ডা ও মধ্যে মধ্যে উচ্চ উচ্চ ভিত্তি সকল দেখা যাইতে ছিল। একে তখনো অন্ধকার সম্পূর্ণ গত হয় নাই, তাহাতে ঐ সকলের ছায়াতলে ক্রমশঃ নিম্নতর ভূমিতে প্রবেশ, বিজয় সিংহের সহজে ভয় হইল "কোথায় যাই—বাপরে!—সাক্ষাৎ পাতালে নাকি?" বিশেষতঃ কারাধ্যক্ষ যখন সহসা দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটী বৃহৎ দ্বার খুলিয়া বলিল "সাবধানে এস, সিঁড়িটা কিছু সোজা"; যখন বিজয় দেখিলেন, দ্বারের

পরেই ঋজুভাবাপন্ন সিঁড়ি দিয়া আরো নিম্নতলে নামিতে হয়, তখন বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে বা অন্য কোনো কারণে তাঁহার সাহসিক সবল হৃদয়ও দুরু দুরু করিতে লাগিল। দেখিলেন, বিশাল দরদালানের মতন সুদীর্ঘ গৃহ, তাহার বামভাগে বহুসংখ্যক নীচু মোটা মোটা থামের উপর খিলানকরা ভিত্তি, সেই খিলানের ফাক দিয়া সামান্য মাত্র আলো আসিতেছে, নতুবা দালানটী ঘোর অন্ধকারে আবৃত। সেই দরদালানের দক্ষিণদিকে এক শ্রেণীতে বহুসংখ্যকরুদ্ধ-দ্বার-বিশিষ্ট এক লম্বা ভিত্তি; বোধ হয়,প্রত্যেক দ্বার এক একটী কারাগৃহ অথবা কারা-গুহার প্রবেশ-পথ।

কারাধ্যক্ষের উপদেশ মতে তিনি অতি সাবধানে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিতে লাগিলেন। দরদালানে গিয়া দেখেন, বামদিকের খিলান গুলিতে মোটা মোটা লৌহদণ্ড (রেইল) আছে; তাহার বাহিরে এক বৃহৎ উঠান। কারাধ্যক্ষ দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ গৃহ-গুলির সংখ্যা গণনা করিয়া এক দ্বারের নিকট দাঁড়াইল এবং হস্তস্থিত চাবি দ্বারা শক্ত বৃহৎ কুলুপটী খুলিয়া ফেলিল। দেখিয়' শুনিয়া বিজয়সিংহের মন এই ভয়ে কাঁপিতে লাগিল "তবে কি মণ্ডলগড়-পতি সূর্য্য-বংশীয় মহারাজ রণবীর সিংহ দুর্দ্দমা শ্বাপদ জন্তুর মতন এই ভয়ানক পাতাল-পিঞ্জরে আবদ্ধ আছেন?"

হড়্ হড়্ ঘড়্ ঘড়্ শব্দে দ্বার উন্মোচিত হইল। কারাধ্যক্ষ বজ্র-গম্ভীরস্বরে কহিল "যাও, কিন্তু কদাচ এক ঘণ্টার বেশী বিলম্ব করিতে পারিবে না।"

গিরি-গুহা মধ্যে প্রতিধ্বনি হইলে যেরূপ গম্ভীর শব্দ হয়, সেই ভয়ঙ্কর স্থানে কারাধ্যক্ষের উচ্চারিত কয়টী বাক্য প্রতি-শব্দায়মান হইলে

বিজয় সেইরূপ ভাবে চমকিয়া উঠিলেন! কম্পিত-হৃদয়ে গৃহের ভিতর চাহিয়া দেখেন, বিপরীত দিকের ভিত্তিতে, অনেক ঊর্দ্ধে একটী মাত্র ক্ষুদ্র বাতায়ন আছে, যাহা আলো ও পবনের যাতায়াতের একমাত্র পথ।

সেই জঘন্য কারা-কুক্ষি তখনো ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কেবল দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য ভিতরের বস্তু যাহা কিছু সামান্যরূপ দেখা যাইতে ছিল। বিদীর্ণহৃদয়ে কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিলে রাজপুত বীরের নয়ন কষ্টে স্পষ্টে দেখিতে পাইল, সামান্যরূপ তৃণ-শয্যায় একজন মনুষ্য শয়িত। হায়! রাজপুতকুলর্ষভ রাণা রণবীর সিংহ—ইনিই কি তিনি? দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত সুবর্ণ-মণিমুক্তা-খচিত উচ্চ পালঙ্কোপরি শতপুর ধবল শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহার পূর্ণ তৃপ্তি হইত কিনা সন্দেহ—কিঙ্করী-হস্তান্দোলিত ব্যজন নৈলে যিনি নিদ্রা যাইতেন না, আজ্ সেই সুখী বিলাসী-প্রধান মহারাজ কি এই আস্তৃত তৃণরাশির উপর একখানি কম্বল মাত্র বিকীর্ণ করিয়া বিনা উপাধানে হস্ত মাত্র অবলম্বনে নিদ্রা যাইতেছেন? ফলতঃ, শয়ন ভোজনের কাঠিন্য ও কারাগৃহের সঙ্কীর্ণতা জন্য রাণার সেই মনোহর আকৃতি অতি স্বল্প দিনেই এত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে, প্রথম দৃষ্টিতে বিজয় তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, এটা আশ্চর্য্য নয়। প্রথমে যেন এই বোধ হইয়াছিল যে, হয়তো কারাধ্যক্ষ ভুলক্রমে অন্য কোনো বন্দীর কারা-কুটীরে তাঁহাকে আনিয়াছে এই ভাবিয়া কারাধ্যক্ষকে বলিবার জন্য তিনি বাহিরে আসিতে উদ্যত, এমন সময় উন্মুক্ত দ্বার হইতে আগত শীতল বায়ুর স্পর্শে জাগরিত হইয়া বন্দী চক্ষু-মর্দ্দন এবং অতৃপ্ত নিদ্রার জৃম্ভন ও আলস্যাদি ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অত প্রত্যুষে গৃহদ্বার উন্মুক্ত ও নিকটে একজন মনুষ্য দাঁড়াইয়া ইহা

দেখিয়া বন্দী ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উষার মৃদুল জ্যোতিঃ রাণার মুখমণ্ডলে পড়িলে বিজয়সিংহ তখন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাতে আশাতীত পরিবর্ত্তন দর্শনে চমকিয়া উঠিলেন!

কিন্তু রণবীরসিংহ বিজয়কে হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না। অধিকন্তু, তাঁহাকে ইহুদী-বেশী দেখিয়া সম্রাটের কোনো নিষ্ঠুর অনুচর ভাবিয়া কাতর-স্বরে বলিলেন "মহাশয়! এত প্রত্যুষে আগমন যে? আবার গৃহ-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে নাকি? এর চেয়ে আরো জঘন্য নীচ গৃহ আছে নাকি?"

এই কারা-কুক্ষির অবস্থা দর্শন, শয়ন ভোজনাদির ভাব অনুভব এবং রাণার কারা-ক্লিষ্ট হতশ্রী মুখখানি দেখিয়া একেতো বিজয়সিংহের বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছিল, তদুপরি তাহার সঙ্গে আবার তাঁহার মুখ হইতে এইরূপ হৃদয়-বিদারক কাতর-ধ্বনি শ্রবণে রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় এবং বৈর-প্রতিশোধ-মানসে মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি এককালে উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিলেন—প্রবল ইচ্ছা হইল, কারাধ্যক্ষ ও আর যে সম্মুখে পড়িবে সকলকে অসি দ্বারা ছিন্ন করিয়া রণবীরসিংহকে লইয়া তখনি প্রস্থান করেন। কিন্তু এ ভাব মুহূর্ত্তের জন্য—মনে উদয় মাত্র তখনি চৈতন্য জন্মিল। সৌভাগ্য যে, তাঁহার তখনকার সেই কোপ-প্রজ্বলিত চক্ষু মুখ কারাধ্যক্ষ দেখিতে পায় নাই; কেননা, তাহার দিকে বিজয়ের পশ্চাৎ ভাগ ছিল। নচেৎ, তদ্দণ্ডে তাহার সন্দেহ জন্মিয়া বিজয়ের এত পরিশ্রম, এত কৌশল সব পণ্ড হইয়া যাইত। এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিতে আমাদের অনেক সময় যাইতেছে, কিন্তু ঘটিতে কয়েক মিনিট মাত্র গত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এমন সময়ে বিজয়ের হঠাৎ স্মরণ হইল, অনেক বিলম্ব হইয়াছে, মোটে এক ঘণ্টা সময় বৈধার্য্য নিয়ম নয়। সুতরাং কষ্টে মতিস্থির করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "মহারাজ! এ দাসকে কি সত্যই আপনি চিনিতে পারিতেছেন না?"

রণবীরসিংহ প্রকৃত ঘটনা তো জানিতেন না; সুতরাং আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "সে কি? আমি আপনাকে চিনিব কিসে? আপনার সহিত আমার যে কখনো সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কৈ এরকম তো কিছুতে মনে হইতেছে না।"

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল—এ ব্যক্তি নিশ্চয় বাদসাহের আরো কোনো নিষ্ঠুর হুকুম লইয়া আসিয়াছে; সেটা জানাবার পূর্ব্বে যবন জাতির নির্দ্দয় হৃদয়ের পরিচয় দান জন্য আমার সঙ্গে নিশ্চয় রং তামাসা করিতেছে। এই ভাবিয়া ঘৃণামিশ্রিত কোপের সহিত বলিলেন "তুমি যেই হও, আমার সঙ্গে এরূপ ঠাট্টা করা তোমার উচিত নয়। যদি অন্য ভদ্রতা না জানা থাকে, তবুও বয়সের তারতম্য বিবেচনায় আমার প্রতি তোমার সরল ব্যবহার করাই উচিত। তাই বলি, বাদসাহের যে কিছু অভিপ্রায়, একেবারে বলিয়া ফেল; ভূমিকা বা অন্য কথায় কাজ নাই।"

নানা কারণে ভীত হইয়া আড়ম্বর ত্যাগ পূর্ব্বক বিজয়সিংহ উত্তর করিলেন "মহারাজ! এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে, আপনার সন্তান-স্থানীয় ভৃত্য বিজয়কে আপনি চিনিতে পারিতেছেন না! অন্ততঃ আমার স্বর শুনিয়া স্মরণ করুন, আমি সেই চিরানুগত চিহ্নিত দাস বিজয়সিংহ।"

পাছে বাদসাহের কোনো দুর্বৃত্ত অনুচর ছলকৌশলে প্রতারণা করে, এই ভয়ে মণ্ডলগড়পতি উত্তমরূপে নিজ নয়ন মার্জ্জনা করিয়া আগন্তুকের মুখপানে সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন; তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন "বৎস! এ কি? তুমি কিরূপে কি ছলে এখানে আসিতে পারিলে? আমার জীবনতো যাইতে বসিয়াছে কখন্ আছি কখন্ নাই, কিন্তু আমার জীবনসর্ব্বস্ব তারাবতীর একমাত্র আশার স্থল তুমি; তুমি কি বলিয়া দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রের গহ্বরে ইচ্ছাক্রমে প্রবেশ করিলে? তার পর, তোমার বেশভূষা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! তবে কি দুরাত্মা যবনেরা তোমায় বল পূর্ব্বক আর্য্যধর্ম্মচ্যুত করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে? শীঘ্র বল, আমার হাজার দুর্দ্দশা হইলেও——"

রাজপুত্র তাঁহাকে আর অধিক বলিতে দিলেন না—সময় অতিসংক্ষেপ, একটু দূরেই কারাধ্যক্ষ দাঁড়াইয়া; কিসে কি ঘটিবে কে বলিতে পারে? এই সকল ভাবিয়া কহিলেন "মহারাজ! স্থির হউন, উতলা হইবেন না, অত উচ্চ করিয়া কথা কহিবেন না, অদূরে দুষ্ট যবন কারাপতি ঐ দণ্ডায়মান। আমাকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে নাই; স্থির জানিবেন, শরীরে জীবন থাকিতে—একফোঁটা রক্তবিন্দু থাকিতে —সেটা হইবে না। আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য ছদ্ম মণিবণিকের বেশে, রত্নক্রয়চ্ছলে, বিপুল অর্থ উৎকোচ দিয়া এই দুর্গম পাপ-পুরীতে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি। আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য—আপনার মুক্তিসাধনের উপায় করা। লোক-পরম্পরায় আপনার কষ্টের কথা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা এখন যাহা চাক্ষুষ করিতেছি,

তাহাতে দুরাত্মাদের করকবল হইতে উদ্ধারের সদুপায় এখনি না করিলে নয়। লোকে বলে, দুরাচার সম্রাট্ আপনার প্রতি কোনো নিষ্ঠুর আচরণ করে নাই; এখন দেখিতেছি যার পর নাই অভদ্র ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু কি কারণে হঠাৎ এরূপ অসম্ভব ভাবান্তর ঘটিল, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। ঘোর বিদ্রোহী, রাষ্ট্র-বিপ্লবকারী, অথবা অদম্য দস্যু তস্করকেও যে জঘন্য কারা-কুক্ষিতে রাখা সঙ্গত নয়, সেই অন্ধকূপ মধ্যে রাজপুত-কুলমণি শিশোদীয় বংশের শিরোভূষণ মণ্ডলগড়পতি নিক্ষিপ্ত! শূকরের খোঁয়াড়ে সিংহের বাস যে এর চেয়ে ভাল! ইহা কি কোনো হিন্দু—কোনো রাজপুত—বিশেষতঃ বিজয় সিংহের প্রাণে সহ্য হইতে পারে? হা! আমাদের জীবনে ধিক্! আমাদের ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ—বীরনাম ধারণ—করাও বৃথা! আমাদের অসি—"

"বৎস! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, চুপ কর, দুরাত্মা যবন এখনই শুনিতে পাইবে, পাইলে তোমার আমার উভয়ের প্রাণদণ্ড বৈ অন্য কিছু লাভ হইবে না।" ভীত রণবীর এই বলিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত বিজয়কে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিজয়ের নয়নদ্বয় সহসা যেরূপ অগ্নিময় ও বদনাভা পুনর্ব্বার যেরূপ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, কারাধ্যক্ষ তাহা দেখিতে পাইলে রত্ন ক্রয় জন্য কেমন রত্ন-বণিককে বন্দীর নিকট আনিয়াছে, নিমেষ মধ্যে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারিত! সৌভাগ্যক্রমে অন্ধকার ও দূরতা এই দুইটী সহায় হওয়াতে সেই দশা ঘটিতে পারিল না।

কিন্তু রাজপুত-বীরের যৌবন-সুলভ উগ্রতা এককালে সম্বরণ করিতে বিজয় সিংহ পারক হইলেন না। একে তিনি ক্রোধে, ঘৃণায়, দুঃখে

জলিয়া উঠিয়াছিলেন—তাহাতে যবনের প্রতি দ্বেষ ও ভাবী শ্বশুরের উপর গাঢ় অনুরাগ এই দুইটী চিত্তভাব যেন ঘৃত হইয়া সেই দহনকে চতুর্গুণ প্রদীপ্ত করিয়াছিল। রাজার মুখ হইতে সতর্কতার বাক্য ও কারাধ্যক্ষের নাম যেন সে আগুনে জলসেচনবৎ হইল—অগ্নি যেমন প্রজ্জলিত, তেমনি নির্ব্বাপিত হইল! কিন্তু তবু যেন তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার এইরূপ ভাবভঙ্গী দেখিয়া রণবীর সিংহ ভয় পাইলেন, কিন্তু সাহসিক পুরুষেরা বিপদ কালেও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ত্যাগ করেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ জলপাত্র হস্তে লইয়া ভাবী জামাতার মুখে ও মস্তকে জল ঢালিয়া দিলেন এবং অতি মৃদুস্বরে সময়োচিত প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা পাইলেন। তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল না—ক্ষণমধ্যে সুস্থির হইয়া বিজয় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত ও স্বীয় কর্ত্তব্য-পথে নীত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

এই সময়ে দূর হইতে অস্পষ্টরূপে এই সকল কাণ্ড হইতে দেখিয়া কারাধ্যক্ষ দ্রুতপদে রাণার নিকট আসিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মণ্ডলগড়াধিপতি আপন অঙ্গুলি হইতে একটী বহুমূল্য অঙ্গুরী উন্মোচন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "বণিক মহাশয়! আপনি যদি সুস্থ

হইয়া থাকেন, তবে এই দেখুন, এই অঙ্গুরীতে কি অমূল্য রত্ন নিহিত আছে। এই অঙ্গুরী বিক্রয় করিতে আমার বড় ইচ্ছা নাই; তবে আপনি অত্যন্ত জেদ করিতেছেন, শুধু এই জন্য দেখাইলাম। নচেৎ, বংশপরম্পরাগত এমন রত্ন"—

ইতিমধ্যে কারাধ্যক্ষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে?"

মুখ না ফিরাইয়া বিজয় সিংহ গদ্গদ স্বরে উত্তর করিলেন "কৈ এমন কিছু নয়, আমার একপ্রকার অপস্মার রোগ আছে, হঠাৎ তাহা হইবার উপক্রম দেখিয়া আমার মস্তকে একটু জল দিবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছিলাম এই মাত্র। এখানে আর অন্য অনুচর নাইতো —" বলিয়া রাজার প্রতি যথোপযুক্ত শিষ্টাচার সহ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার হস্ত হইতে অঙ্গুরী লইয়া আলোর দিকে দেখিতে গেলেন।

এই ঘটনায় কারাধ্যক্ষ নিঃসন্দিগ্ধ মনে পুনরায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় কেবল এই মাত্র বলিয়া গেল "মহাশয়! অনেকক্ষণ হইয়াছে, আর বড় বিলম্ব করিবেন না।"

যেন রত্নটী ভালরূপে দেখিতেছেন এমনিভাবে কিছুকাল বাহিরে অপেক্ষা করিয়া বিজয়সিংহ আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক্ দেখিয়া নিশ্চিন্তমনে বলিতে লাগিলেন "মহারাজ! এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি আমি ভাল কাজ করি নাই, আর একটু হইলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইত। এমন কাজ আর কদাচ হইবে না। যাহা হউক, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কি কারণে আপনার প্রতি পূর্ব্ব-সদ্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সম্রাট্ এখন এমন নিষ্ঠুর আচরণ করিতেছেন; সেটী না শুনিতে পাইলে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবার পক্ষে কোনো সদুপায় বাহির

হইতে পারে না। অতএব যদি জানিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ দাসকে তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।"

"বৎস! কি বলিব? দুর্বৃত্ত যবন জাতির স্বেচ্ছাচার আর অত্যাচারের সীমা নাই! আমাদের ন্যায় উচ্চপদস্থ লোকের উপর যখন এই দৌরাত্ম্য, তখন না জানি সামান্য দরিদ্র প্রজার কি দশা! দুরাশয় সম্রাটের মনের কথা তোমাদের নিকট স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে প্রকাশ আছে জানি না, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ঘুণাক্ষরে সেটা জানিতে পারিলে অনুচিত বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া এই কৌশল-ফাঁদে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক পা দিতাম? আমাকে যে ভুলাইয়া আনিয়া কি অভিপ্রায়ে এইরূপভাবে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এত কালের পর নির্লজ্জ আল্‌তা-মাস সে দিন সভা মধ্যে সকলের সম্মুখে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছে।"

এই ভূমিকার পর দিল্লীর রাজ-সভায় তাঁহার সহিত আল্‌তামাসের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, রণবীর সিংহ আনুপূর্ব্বিক সে সমস্ত বিজয় সিংহকে শুনাইলেন। সুধু সম্রাটের প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতেই যে তাঁহার এই কঠোর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন! বিজয় সিংহ এবারে স্থির চিত্তে মনসংযোগ পূর্ব্বক সমুদয় শুনিয়া ওদিকে যবন-সেনানী কর্ত্তৃক গুহামধ্যে রাজকন্যার অবরোধ এবং রাজপুত সৈন্যসহায়ে নিজ কর্ত্তৃক সে বিপদ হইতে তাঁহার উদ্ধার সাধন প্রভৃতি বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবরিত করিলেন। কিন্তু অতীত ঘটনা—বিশেষতঃ অপমান ও যাতনা—বর্ণনা করিতে করিতে আবার তাঁহার শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল; এবার কিন্তু অতি সহজে সে ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠাধর হইতে শেষে এই দৃঢ় সংকল্প বাহির হইল "মহারাজ! আর সহ্য করিতে পারিনা আপনার এরকম দশা আর দেখিতে পারিতেছি না; যাহাতে আপনি মণ্ডলগড়ের শূন্য সিংহাসনে আবার শীঘ্র বসিতে পারেন, তাহার উপায় আমায় করিতেই হইবে।"

একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া রণবীর সিংহ বলিলেন "বিজয় সিংহ! তুমি নিতান্ত অসম্ভব কথা বলিতেছ: একথা যদি তোমার মুখে না শুনিতাম, তবে ভাবিতাম বক্তার জ্ঞানের বৈকল্য জন্মিয়াছে! বৎস! তুমি একাকী, অথবা যদি বা সসৈন্যে আইস, তথাপি আমার ও তোমার মিলিত সৈন্যই বা কত? ভাবিয়া দেখ, তোমার বিপক্ষ আর কেউ নয়—স্বয়ং দিল্লীশ্বর! প্রায় অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ ও লক্ষ লক্ষ সৈন্য যাহার অধীন—বড় বড় বীর ও রাজন্যবর্গ যাহার আজ্ঞাবহ, তুমি তাহার কি করিবে?"

অপরিস্ফুট অথচ ভয়ানক গম্ভীরস্বরে আজমীর-রাজপুত্র উত্তর করিলেন "তথাপি সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিব। মহারাজ, আপনি বিস্মৃত হইতেছেন যে, আমরা রাজপুত। প্রাণ যায় সেও সহস্রবার স্বীকার্য্য, কিন্তু যাহা মনে করিব—যাহা প্রতিজ্ঞা করিব, তাহা রক্ষা হইবেই হইবে।"

রণবীর সিংহ অবাক্ হইয়া বিজয়ের মুখপানে এইরূপ ভঙ্গীতে চাহিলেন, যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কিরূপে?" তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিজয় কহিলেন "মহারাজ, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, না বলিলেও তাহা বুঝিতে পারিয়াছি—কিসে, কিরূপে, বা

কোথায় তাহা এখন সঠিক বলিতে পারিনা। ফলতঃ সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যাহা আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আবার বলি, যেরূপে হউক সেটা রক্ষা করিবই করিব। সম্মুখ-যুদ্ধ ভিন্ন শত্রুর প্রাণবধের অন্য কোনো উপায় কখনই অবলম্বন করিব না। ভগবান অবশ্যই কোনো-না-কোনোরূপে সে উপায় করিয়া দিবেন স্থির নিশ্চয়—"

মুহূর্ত্ত কালমাত্র স্তব্ধ থাকিয়া মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে রণবীর কহিলেন "বৎস! তুমি আমার দক্ষিণ বাহু; তুমি আমার জন্য নিজ প্রাণ পরিত্যাগেও সমর্থ; তুমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মহাবীর পুরুষ, এ সকলই আমার বিলক্ষণ জানা আছে; কিন্তু কারাগারে নানারূপ অসহ্য যন্ত্রণা পাইয়া পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হই সেও শ্রেয়ঃ—ঘোর যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা আমার প্রাণাধিকা একমাত্র তনয়াকে সম্রাটের মহিষী করিয়া দিতে সম্মত হইতে হয়, সেও বরং সম্ভব, তথাপি অকারণে পরের ছেলে তোমাকে এমন দুষ্কর কঠিন কাজে প্রবৃত্ত হইতে কখনই বলিতে পারিব না। আমি সকল দিক্ উত্তমরূপে ঠাহর করিয়া দেখিয়াছি; বোধ হয়, কন্যা-সমর্পণরূপ শেষের এই প্রস্তাব ছাড়া আমার আর অন্য গতি নাই!"

প্রজ্জলিত কাষ্ঠখণ্ড কাহারো গাত্রে অকস্মাৎ চাপিয়া ধরিলে সে যেমন লাফাইয়া উঠে, অথবা গভীর নিশীথকালে কোনো গাঢ়-নিদ্রিত ব্যক্তি হঠাৎ বজ্রধ্বনি শুনিয়া যেমন ভীত ও চমকিতভাবে জাগিয়া উঠে, নিজ প্রাণাধিক প্রিয়তমার জনকের মুখ হইতে এইরূপ হৃদয়বিদারক নিদারুণ কথা শুনিবামাত্র বিজয় সিংহের শরীর তেমনি হইয়া উঠিল!

কি বলিলে ইহার প্রকৃত উত্তর হয়, কি করিলে এই বেদনার প্রতিশোধ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ক্রোধে বাত-কম্পিত কদলীপত্রের মতন হইলেন। এবং অধীর ভাবে এই প্রলাপ বাক্য বলিতে বলিতে বেগে গৃহ হইতে বাহির হইলেন "যবনকে ইচ্ছাপূর্ব্বক কন্যাদান! বাপ্পা রাওয়ের বংশধর হিন্দুকুলপতি রণবীর সিংহের মুখে এই কথা! ইহাতে কুল-গৌরব—"

উন্মত্তপ্রায় মহাবেগে বিজয় সিংহকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কারাধ্যক্ষ বুঝিতে পারিল যে, সে বাস্তবিক ঘোর প্রতারিত হইয়াছে—ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় ছদ্ম ইহুদীবেশে কোনো নিকট-আত্মীয় রণবীর সিংহের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে—অপস্মার রোগ, রাণার জলদান, অঙ্গুরী পরীক্ষা ও বিক্রয় সব ছলমাত্র! তখন নিজের জন্য ব্যস্ত ও ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল "হায় হায়! আমি কি করিয়াছি? ইহাদের রত্ন ক্রয় বিক্রয় যত, তাহা বেশ বুঝিলাম। এখন এ পাপকে শীঘ্র শীঘ্র এখান হইতে বিদায় করিতে পারিলে মঙ্গল—নচেৎ ঘুণাক্ষরে এ ঘটনা বাদসাহ জানিতে পারিলে চাকরী দূরে থাকুক, আমার মস্তক রাখা ভার হইবে।"

গমন কালে বিজয় কারাধ্যক্ষকে ডাকিলেন না; কারাধ্যক্ষ নামে যে এক ব্যক্তি সেখানে আছে, বা নিদেন ভদ্রতার অনুবোধে তাহাকে বলিয়া যাওয়া উচিত, তাহা তাঁহার স্মরণেও আসিল না; আপনি আপনার প্রচণ্ড রাগের ভরে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়া চলিলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও প্রখর গমন-বেগ দেখিয়া কারাধ্যক্ষ সাহস করিয়া নিজে কিছু বলিতে পারিল না! কিন্তু আপন নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল এ যাত্রা এ ঘোর

দায় হইতে উদ্ধার পাইলে আর কখনো কাহারো বাক্যে হঠাৎ এরূপ বিশ্বাস করিব না। এইরূপ চিন্তা কালে তাহার মনে এই সন্দেহটী হঠাৎ নক্ষত্রবেগে সঞ্চারিত হইল যে, হয়তো ছদ্মবেশী বণিকের সঙ্গে বন্দীও পলাইয়াছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কারাগার দেখিয়া তাহার সে সন্দেহ দূর হইল।

বিজয়সিংহের সহিত রাণার সাক্ষাতের এই ফল হইল, পূর্ব্বে তাঁহার কুক্ষিদ্বারে একটী মাত্র তালক বদ্ধ ছিল, বাড়ার ভাগ এখন দুইটী হইল। আর একজনের পরিবর্ত্তে তিনচারিজন প্রহরী অতি সতর্কভাবে পাহারা দিতে লাগিল। তিনি যে কোনোরূপে কারাগার হইতে পলায়ন করিবেন বা তাঁহার কাছে অন্য কেহ কোনো সূত্রে আসিবে, তাহার আর কিছুমাত্র সুযোগ রহিল না। বিজয়সিংহও যে নিজে পুনরায় আসিয়া বা অন্য কোনো উপায়ে তাঁহার উদ্ধার সাধন করিবেন, সে পথ সম্পূর্ণরূপে কণ্টকিত হইয়া উঠিল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

সম্রাট্ আল্‌তামাসের রাজত্ব কালে ধনসমৃদ্ধি ও শোভায় দিল্লীনগর ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল,ইহা আমরা পূর্ব্বেইএক-রূপ বলিয়াছি। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান সম্রাট্‌গণ অপেক্ষা তিনি নিজে বহুবিধ সুদৃশ্য প্রাসাদ মালায় দিল্লীর পূর্ব্ব সৌষ্ঠবকে আরো অপূর্ব্ব-

রূপে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু নগরের অভ্যন্তরে এই শ্রীবৃদ্ধি, নগরের বাহিরে তত নয়—দিল্লীর নিকটে কতিপয় উপনগর ও গ্রামাদি জনপদ এককালে শ্রীভ্রষ্ট ও সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ রাজধানীর সন্নিকটে একদিকে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত মনুষ্যের বাস একেবারে উঠিয়া গিয়া তৎস্থানে মৃগকুল-বিচরিত বিশাল কানন সৃষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থা-বিপর্য্যয় অবশ্য কোনো বিশেষ কারণ ভিন্ন ঘটিতে পারে না—হয় মহামারী; নয় কোনো আক্রমণকারী জয়ী শত্রুর অত্যাচার, অথবা বিদ্রোহী প্রজাকুলের দৌরাত্ম্য বা বিদ্রোহী অধিবাসীগণের প্রতি রাজদণ্ড; না হয়তো ভূমিকম্পাদি কোনো নিদারুণ নৈসর্গিক উৎপাত; ইত্যাকার কোনো-না-কোনো ভয়ানক কারণ বশতঃ এইরূপ শোচনীয় দশা সম্ভব। কিন্তু এ সকলের একটীও ঘটে নাই। তবে কিসে এমন হইল? ঐ সকল ভিন্ন অন্য কারণ হঠাৎ মনে আসে না বটে, কিন্তু একটী কারণের নাম এখনো করা হয় নাই। সেটি আর কিছুই নয়—স্বার্থপর প্রবলের নির্দ্দয় যথেচ্ছাচারিমূলক সুখেচ্ছা! অথবা সেই আরাধ্যা দেবীর চরণে দুর্ব্বল প্রজাকুলের সুখ-স্বচ্ছন্দতার বলিদান! সুধু এদেশ বলিয়া নয়, যেখানে যথেচ্ছাচারী ভূপতির শাসন, সেখানে নিরুপায় দীন দরিদ্রের এই দশা। জগতের ইতিহাস পাঠে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

দিল্লীর প্রবল-প্রতাপ যবন সম্রাটগণের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। বধ্য পশুপাল যে যে স্বভাবোদ্ভূত বনে থাকিত, সে সকল দিল্লী নগরী হইতে বহুদূরে স্থিত। দিল্লীমধ্যে দিল্লীশ্বরের কোনো কিছুরই অভাব ছিল না—ইচ্ছামাত্রে অথবা ইচ্ছা প্রকাশের

পূর্ব্বেই ঘরে বসিয়া সকলই পাইতেন—সকল ব্যক্তি সকল জিনিস আনিয়া চরণে অর্পণ করিত—এ পৃথিবী আর এ পৃথিবীর তাবৎ দ্রব্য যেন তাঁহার জন্য সৃষ্ট—যাবদীয় মনুষ্য যেন একমাত্র তাঁহার সেবক, তাঁহারই পরিচারক, তাঁহারই সুখ-বিধায়ক, আঃ!—তাঁহারই ক্রীতদাস রূপে অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে!

আধুনিক কালে রাজপুতানা অঞ্চলেও এরূপ কৃত্রিম উদ্যান-রক্ষা যে দেখাশুনা যায় না এমন নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহারাজা হোলকারের রাজ্যে মৌ ও ইন্দোরের মধ্যে ৮।১০ ক্রোশব্যাপী "ডিয়ার পার্ক" (Deer Park) বা হরিণ-শিকার-ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য। এইরূপ ক্ষেত্রে সপারিষদ মহারাজা নিজে বা ভারত-সরকারের প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী (গবর্ণর জেনারেল বা পলিটিক্যাল এজেণ্ট প্রভৃতি) নিজেদের শিকার-স্পৃহা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। সেই সময় ভিন্ন এই ক্ষেত্রের দ্বার প্রায় উদ্ঘাটিত হইতে দেখা শুনা যায় না।

এইরূপে দিল্লীতে বাদসাহের কিছুরই অভাব ছিল না—যে মুহূর্ত্তে যাহা অভিলাষ করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ হইত। সে অবস্থায় মৃগয়া-বৃত্তির চরিতার্থতা জন্য যে অসামান্য উপায় অবলম্বিত হইবে এটা আশ্চর্য্য কি? আবার লাম্পট্য, ধনলোভ প্রভৃতি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অপেক্ষা মৃগয়া ও সমর-প্রিয়তা সম্রাট্ আল্‌তামাসের মনে সমধিক বলবতী ছিল—মৃগয়া পাইলে তাঁহার উৎসাহ ও আমোদের আর সীমা থাকিত না! সেই মৃগয়া-বৃত্তি সার্থক করা জন্য পাছে দূরবর্ত্তী অরণ্যে যাইতে বিলম্ব ও ক্লেশ হয় বা মৃগয়োপযোগী পশুপক্ষী প্রাপ্ত না হন, সে অভাব মোচন উদ্দেশে তিনি দিল্লীর অনতিদূরে বহু জনপদ নষ্ট করিয়া—

আহারে! অনেকানেক শত সহস্র দীন দরিদ্রের কুটীর ভগ্ন করিয়া—তাহাদের স্থলে কৃত্রিম বন প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে বিবিধ প্রকার মৃগ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃতির নিয়মানুসারে অল্পকালে সেই মৃগকুলের সংখ্যা অসংখ্য হইল। সম্রাটের বিশেষ আদেশ না পাইলে কেহ সেই বনের একটী মৃগও বধ করিতে পারিত না। অপর সাধারণ লোক দূরে থাকুক, যদি কোনো আমীর ওমরাহ কখনো প্রবল ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কোনো প্রকারের একটী পশুবধ করিতেন, তাহা হইলে তিনিও বিশিষ্টরূপ শাস্তি পাইতেন। অধিক কি লিখিব, মনুষ্য-হত্যা করিলে তিনি এত শাস্তি পাইতেন কিনা সন্দেহ! * এই কৃত্রিম অরণ্য রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তি বেতনের পরিবর্ত্তে কর পাইত। রাজানুমতি পাইয়া যাঁহারা ঐ সকল অরণ্যে মৃগশীকার করিতে যাইতেন, তাঁহারা ঐ সকল রক্ষককে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিতেন। এই নিয়ম এত দূর প্রবল ছিল, যে, দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য সম্রাট্ আল্‌তাঁমাস নিজেই আবশ্যক মত কর প্রদান করিতেন। এইরূপে সংগৃহীত কর দ্বারা অরণ্য-সম্বন্ধীয় সমস্ত আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের নানা সভ্য দেশে এইরূপ অবিহিত কাণ্ড ব্যবস্থাপিত ছিল। ইংলণ্ডের রাজারণ্য-বিধি নামক আইন (Forest Law) বহুকাল উঠিয়া যায় নাই। উহার ধারাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অবিচার, নির্দ্দয়াচার, প্রবলের যথেচ্ছাচার প্রভৃতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দয়াসিন্ধু যিশুখ্রীষ্টের সেবকদলের

* তৎকালে বড় বড় লোকে নরহত্যা করিয়াও অনায়াসে নিষ্কৃতি পাইতেন অথবা তাঁহাদের প্রতি সেজন্য কোনো কঠিন নিয়ম ছিল না, যদি কেহ কখনো নামতঃ সামান্য অর্থদণ্ড দিতেন তো যথেষ্ট, ইতিহাসে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্যে যখন এইরূপ অযোগ্য ব্যবহার এতদূর প্রবল, তখন পৃথিবীর সকল জাতি মধ্যে জিঘাংসা-বৃত্তি যে জাতির পরম ধর্ম্ম, সেই মহম্মদীয় জাতির নিকট অধিক প্রত্যাশা করা বৃথা!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

পূর্ব্ব-বর্ণিত কারাগারের ঘটনার কিছুদিন পরে দিল্লীশ্বর আল্‌তামাস সৈন্য সামন্ত ও বিস্তর পারিষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া মহাসমারোহে মৃগয়া-যাত্রা করিলেন। নগরী নবশোভা ধারণ করিল। নানা দেশীয় নানা জাতীয় চতুরঙ্গিণী বাহিনী যখন সঞ্চালিত হইল,তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি, বেশভূষা, অস্ত্রশস্ত্র ও গতিপ্রণালী দেখিতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও বাসনা হয়, ক্ষুদ্রপ্রাণী মানবের তো কথাই নাই! শত শত জয়ঢক্কা, তুরী ও দামামা-ধ্বনি সুনির্ম্মল নীল প্রাতর্গগন ভেদ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে শ্রুত হইতে লাগিল! অগ্রে অগ্রে পদাতিক, তৎপরে অশ্বারোহী, পরে গজারোহী, তৎপশ্চাৎ এক প্রকার রথারোহীর শ্রেণী। সর্ব্বপশ্চাতে ঐরাবতারোহী দেবেন্দ্রের ন্যায়, উচ্চতম শ্বেতহস্তী পৃষ্ঠস্থিত, বিবিধ মণিদামে খচিত, হৈম আমারী-গৃহে অপূর্ব্ব রাজাসনে স্বয়ং সম্রাট্ এবং তাঁহার দুই চারিজন প্রিয়তম পারিষদ আর সেবক অবস্থিত! পার্শ্বে এবং পশ্চাতে প্রধান প্রধান অমাত্য এবং আমীরগণ যথোপযুক্ত রাজ-নির্দ্দিষ্ট বাহনোপরি উপবিষ্ট।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী, তাঁহারাও উচ্চহস্তীতে আরূঢ়; সম্রাটের আসন অপেক্ষা তাঁহাদের আসন অধিক নিম্ন নয়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা রাজপ্রসন্নতা-ভাজন উচ্চ ব্যক্তি, তাঁহাদের সহিত সম্রাট্ পথিমধ্যে কথোপকথন করিবেন। সেই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য পাছে তাঁহাকে নতভাবে অথবা উন্নতস্বরে কথা কহিতে হয়, এই জন্য সম্রাটের সহিত তাঁহাদের সমসূত্রপাতে গমনের সাহস, অধিকার ও অবস্থান-ব্যবস্থা!

যাঁহারা পশ্চাতে অশ্বারোহণে, তাঁহারাও সামান্য ব্যক্তি নহেন; কিন্তু সম্রাটের সহিত গমন পর্য্যন্ত তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ও গৌরবের উচ্চ সীমা, কথাবার্ত্তার অংশলাভরূপ অধিকার আজিও তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই—তবে তাঁহারা তার উমেদার বটেন!

সর্ব্বপশ্চাতে রণ-তুরঙ্গম সকল বিবিধ অমূল্য রত্ন সমূহে সজ্জিত হইয়া পর্য্যাণ-পৃষ্ঠে রক্ষকের হস্তাকর্ষণে চালিত হইতেছে। তাহাদের দেহের উজ্জ্বলতা, সুগঠন ও সুশিক্ষা অতি চমৎকার। বিশেষতঃ তন্মধ্যস্থ একটীর মতন ঘোটক ভূতলে নিতান্ত দুর্ল্লভ। জানা ভাল যে, স্বয়ং সম্রাট্ মৃগয়া কালে সেই অশ্বটীতে আরোহণ করিবেন। ইহাদের পশ্চাতে বিবিধ আকার প্রকারের মনোহর-দৃশ্য কতকগুলি অশ্বশকট, কতিপয় শিবিকাদি স্থল-যান এবং দুই চারি খানা বহুমূল্য জলযানও সঙ্গে চলিতেছে—নৌকাগুলি গোশকটোপরিস্থিত হইয়া বলবান বলীবর্দ্দগণ কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইতেছে। কখন্ কি প্রকার যান বাহনের উপর লোক-প্রভুর সখ্ হয় তাহার স্থিরতা কি? এজন্য, দিল্লীর বাদসাহ মাত্রেই যখনি রাজপুরীর বাহিরে যাইতেন, কি যাইবার ইচ্ছা মাত্র প্রকাশ করিতেন, তখনই কর্ম্মাধ্যক্ষেরা সর্ব্বপ্রকার যান, বাহনাদির

একত্র সমাবেশ রাখিতে ও সঙ্গে লইয়া যাইতে বাধ্য হইত! সকলের শেষে শত শত গো-যান ও মহিষ-শকট সমস্ত সৈন্য সামন্তের আহার্য্য ব্যবহার্য্য এবং নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্য-ভারে মন্থর-গতিতে চলিতেছিল—ঠিক যেন দিগ্‌দিগন্তরের বহুবর্ষব্যাপী দিগ্বিজয় করিতে সম্রাটের গমন হইতেছে, অবিকল এম্নি ভাব।!

প্রত্যেক শ্রেণীস্থ সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধ্বজপতাকা উড্ডীন হওয়াতে আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল। আবার, নানারূপ রণবাদ্য বাদিত, সেই সঙ্গে অশ্বের হ্রেষা-রব, মাতঙ্গের বৃংহিত-ধ্বনি এবং ভারবাহী উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণের কর্ণ-কঠোর কর্কশ-স্বর নিনাদিত হওয়াতে সকল মিলিয়া এক আশ্চর্য্য ঐক্যতান-শব্দ উত্থিত হইতেছিল। তৎশ্রবণে নগর সুদ্ধ আবাল বৃদ্ধ বণিতা চমকিত ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দেখিবার জন্য ছুটিতে লাগিল। সেই জন-স্রোতের বেগ ও জনতার গণ্ডগোল এত বেশী ভয়ানক হইয়া উঠিল, যে, শান্তিরক্ষকেরা সম্পূর্ণরূপে শান্তিরক্ষায় সমর্থ হইল না—নানা বিপদ সহ অত্যাচার অনিবার্য্য ঘটিয়া দাঁড়াইল।

সুদ্ধ ইহাই নহে। ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি কর, সুরম্য উচ্চ হর্ম্ম্যোপরি কত সহস্র মৃগ-নয়না মৃগয়া-যাত্রা দর্শন করিতেছে—সেই নয়ন-ফাঁদে আবার মৃগয়াকারীরা নিজে হইতে বাঁধা পড়িতেছে!—দেখিতে কি সুন্দর! কত সুন্দরীর কজ্জলাক্ত নয়নযুগল তখনো নিদ্রাবেশ-পূর্ণ, সুতরাং অর্দ্ধোন্মীলিতভাবে ঢল ঢল; তন্মধ্যস্থ নিবিড়-কৃষ্ণ তারকাবলী দেখিলে বোধ হয়, যেন কোনো অর্দ্ধ-বিকশিত নীলপদ্মদল মধ্যে মধুলোভী ভ্রমর প্রবিষ্ট হইতে চেষ্টা করিতেছে! কোনো বরাঙ্গনার

কেশদাম আলুলায়িত; ভেরী-ধ্বনি শ্রবণমাত্র ছাদে দৌড়িয়াছেন, তখনো শ্লথ-হস্তে অবেণী-সম্বদ্ধ কেশ ধৃত! চঞ্চল গতিতে কাহারো বা কটিদেশের বস্ত্র-গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে—সমারোহ দর্শনে এত লোলুপ, যে, চৈতন্যমাত্র নাই!—বন্ধন তো বহু দূরের কথা!

এইরূপে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে করিতে সম্রাট্ মৃগয়াযাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, এই বন বাদসাহদের মৃগয়া জন্য জনপদ-ধ্বংস দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু কৃত্রিম বলিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়—দীর্ঘে প্রস্থে বহুক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বাদসাহী-সৈন্যগণ প্রভুর অনুমতিক্রমে বনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল। কেবল কতক কতক সহচর ও প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং বাদসাহ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সঙ্গীদের কেহ অশ্ব, কেহ গজ আরোহণে; কেবল বাদসাহ নিজে সেই বৃহৎকায় বৃহদ্দন্ত শ্বেতহস্তীকে ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার কটিদেশে শাণিত তরবারি; বাম করে জ্যারোপিত ধনু ও বাণ; দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ বর্শা; পার্শ্বদেশে শরপূর্ণ তূণীর। সহচরদিগের সকলেরই হস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র। *

---

* তৎকালে ভারতবর্ষে কামান বা বন্দুকের ব্যবহার প্রচলন হয় নাই, এজন্য যুদ্ধ বা মৃগয়ায় তাহা ব্যবহৃত হইত না। যদিও পূর্ব্বকালে "নালিকাস্ত্র" ও "শতঘ্নী" নামে বন্দুক ও কামানের ন্যায় অস্ত্রের ব্যবহার ধনুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে দেখা যায়, কিন্তু তাহা, যে কারণেই হউক, আধুনিক কালে অপ্রচলিত ছিল। পাঠান-রাজ আল্তামাসের বহু পরবর্ত্তী মোগল-সম্রাট্ বাবরের সময় হইতে এদেশে ইউরোপীয় প্রণালীর কামান ও বন্দুকের প্রচলন হয় ইতিহাস-পাঠে ইহাই জানা যায়।

বন-প্রবেশের অল্পকাল মধ্যে বাদশাহ-প্রমুখ শীকারীগণ মৃগ, বরাহ ও অন্যান্য অশেষবিধ জন্তু শীকার করিলেন। বাদসাহ নিজে অলস ছিলেন না, বরং তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পশুবধ করিয়াছিলেন। এইরূপে সূর্য্যদেবের অস্ত গমন পর্য্যন্ত তাঁহারা মৃগয়ায় নিবৃত্ত হইলেন না। বাদসাহের মৃগয়া-প্রবৃত্তি এতদূর বলবতী,যে,অতি স্বল্প কালমাত্র মাধ্যাহ্নিক আহারে ক্ষেপণ করা ছাড়া সমস্ত দিবসের মধ্যে আর বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন না; কেবল নিশাগমে অগত্যা নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু সে রাত্রে রাজধানীতে ফিরিয়া না গিয়া অরণ্যের নিকটে একস্থানে শিবির স্থাপন এবং আমোদ আহ্লাদ ও নিদ্রা-সুখে রজনী যাপন করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র আবার মৃগয়া আরম্ভ হইল।

এইরূপে দুইদিবস পরম সুখে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবস বেলা এক প্রহরের সময়, তাঁহাদের মৃগয়া-জনিত কোলাহলে ভীত বা অন্য কোনো অজানিত কারণে বেগে-পলায়িত একটী ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র দূর হইতে বাদসাহের নয়নগোচর হইল। বাদসাহ সেদিন একটী শীঘ্রগামী অশ্বে আরূঢ় ছিলেন। ব্যাঘ্র দেখিবামাত্র অমনি তদনুসরণে বেগে ঘোটক চালিত করিলেন। ব্যাঘ্রটাও প্রাণপণে দৌড়িল, কিন্তু সম্রাটের লঘু হস্তের শরকে অতিক্রম করিতে পারিল না। কিছুদূর যাইতে না যাইতে দুই তিনটী তীক্ষ্ণ বাণ তাহার কঠিন দেহকে বিদ্ধ করিল।

শরাহত ব্যাঘ্র পলায়ন ছাড়িয়া গভীর তর্জ্জনগর্জ্জন সহ বাদসাহের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তিনিও তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া অশ্ব হইতে নামিলেন এবং কটিদেশস্থ কোষ হইতে তরবারি উন্মোচিত করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। শরাহত হইয়া অতিরক্তপাতে ব্যাঘ্র এত

দুর্ব্বল হইয়াছিল, যে, সম্রাট্ অনায়াসে তাহাকে ধরাশায়ী করিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি নিজে এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অবিলম্বে বিশ্রাম না করিলে আর চলেনা। অথচ সহচরগণকে এতদূর ফেলিয়া আসিয়াছেন, যে, কিছু কাল পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া না গেলে দেখা পাইবার যো নাই। খুব সম্ভব যে, তাহারা তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছে; যাহার দরুণ সকলের এক সঙ্গে মিশ্রিত কলরব, এখান পর্য্যন্ত শোনা যাইতেছে। কিন্তু তাহাদের আসা পর্য্যন্ত—কাহারো সঙ্গে দেখা না হইলে—কোনোস্থানে বসিয়া শ্রান্তিদূর করা আবশ্যক। এজন্য ইতস্ততঃ সন্ধান করিতে করিতে এক কৃত্রিম হ্রদের তীরে শ্যামল-দূর্ব্বাবৃত একটী উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর উপবেশন করিলেন। বনভাগের সেস্থানটী পরম রমণীয় ও অতীব নির্জ্জন। পাদপ শ্রেণীর ঘনপত্রপুঞ্জে এরূপ আবৃত যে, প্রখর সূর্য্য-কিরণ তাহা ভেদ করিতে না পারিয়া কেবল স্থানে স্থানে ভূমিতে পড়িয়া দিবাভাগেই অন্ধকারে পরিণত করিয়াছে। মৃগয়ার উৎপীড়ন জন্য সেখানটী একরূপ প্রাণীশূন্য, সুতরাং শব্দহীন ও শান্তরসাস্পদ। আবার স্থানটীর উচ্চতা জন্য দিল্লীপতি সেখান হইতে দূরস্থ পারিষদগণের মৃগয়া-কোলাহল শ্রবণে আমোদী হইতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

এই অবস্থায় কিয়ৎকাল চতুর্দ্দিকস্থ বিবিধ প্রকার আমোদজনক দৃশ্য দর্শনে কৌতূহলী হইলে কয়দিনের মৃগয়া-জনিত অবসাদে ও নানা অনিয়মে বাদসাহের নেত্রে তন্দ্রা আবির্ভূত হইল। শিবিরে যাইতে বা নিকটস্থ বৃক্ষাবদ্ধ ঘোটকের পৃষ্ঠ হইতে পর্য্যাণ উন্মুক্ত করিতে তিনি চেষ্টা করিলেন না—করিবার বুঝি সাবকাশও হইল না। যে উচ্চস্তূপে অলসভাবে বসিয়া শ্রান্তিদূর করিতেছিলেন, তাহারি এক দেশে পৃষ্ঠ রাখিয়া বিনা শয্যায়—বিনা উপাধানে—বিনা কিঙ্করীর সেবায় দিল্লীশ্বর আল্‌তামাস অনায়াসে নিদ্রিত হইলেন। অহো দশা-বিপর্য্যয়!

কিন্তু তাঁহাকে বড় অধিককাল সে সুখভোগ করিতে হইল না। তিনি সবেমাত্র নিদ্রিত হইয়াছেন, এমন সময়ে দূর হইতে সবলহস্ত-ত্যক্ত এক তীক্ষ্মমুখ বাণ আসিয়া তাঁহার মস্তকোপরি উড্ডীয়মান একটা বৃহৎ শ্যেন-পক্ষীকে বিদ্ধ করিল। শরাহত পক্ষী কাতর-চীৎকার-ধ্বনি করিয়া ভূমে পতিত হইল। সেই বিকট কণ্ঠরবে সহজেই বাদসাহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া তিনি দেখিলেন, সম্মুখে কিছু দূরে সশস্ত্র পরম সুন্দর এক রাজপুত-যুবক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যুবকের অপূর্ব্ব রূপ, সুন্দর বেশভূষা, মনোহর সমর-সজ্জা। নিজের অধিকৃত বনপ্রদেশে সশস্ত্র হিন্দুযোদ্ধা যে তাঁহার নিশ্চিত শত্রু ইহা বুঝিতে বাদসাহের বেশী বিলম্ব হইল না। পরিচয়ের অপেক্ষা মাত্র না করিয়াই তিনি একেবারে কোষ

হইতে তরবারি উন্মোচন ও সদর্পে সম্মুখস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিলেন। রাজপুত-যোদ্ধাও অ-প্রস্তুত বা অসমর্থ ছিলেন না বোধ হইল। সুতরাং সেই জনমানবহীন নির্জ্জন প্রদেশে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর লোমহর্ষণ ঘোরতর অসিযুদ্ধ হইতে লাগিল। কেহই কম যোদ্ধা নন, আঘাত প্রতিঘাতে উভয়েই বিলক্ষণ সিদ্ধহস্ত। কেবল প্রভেদ এই, যে, বাদসাহ মৃগয়া-জনিত শ্রমে তখনো কতক ক্লান্ত এবং যেন শত্রুকে শীঘ্র পরাস্ত করিতে বিশেষ উৎসুক; আর রাজপুতবীর অপরিশ্রান্ত, অব্যাকুল, অম্লান বদন আর অধীর নন। সুতরাং অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরেই মস্তকে এক দারুণ অসির আঘাত পাইয়া বাদসাহ যে মূর্চ্ছিত ও মৃত সিংহের ন্যায় ভূ-পতিত হইলেন এটা আশ্চর্য্য নহে। সংজ্ঞা তাঁহাকে এককালে পরিত্যাগ করিল, তিনি আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলেন না।

* * * * *

চৈতন্য পাইয়া আবার যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন তিনি নিজে জীবিত কি মৃত, নিদ্রিত কি জাগরিত, মর্ত্ত্যে কি প্রেতপুরে নীত, বাদসাহ তাহার কিছুই সহসা বুঝিতে পারিলেন না। দুর্ব্বলতা জন্য প্রথমে একবার মাত্র চক্ষু মেলিয়া তখনি আবার মুদ্রিত করিলেন. আপনি স্বপ্নাধীন কিনা দেখিবার জন্য নিজের অঙ্গুলিদংশন, কেশাকর্ষণ, বহিঃস্থ দ্রব্যাদি স্পর্শ প্রভৃতি কল্পনার শিক্ষামত নানাপ্রকার চেষ্টা যত্ন করিলেন। পরিশেষে, জাগরিত ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া আবার চক্ষু উন্মোচন করিলেন। দেখিলেন—একখানি অর্দ্ধভগ্ন কুটীর মধ্যে তিনি শায়িত; একটী মাত্র ক্ষীণ দীপালোক রাত্রের গাঢ় অন্ধকার দূর

করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণকায়, সুদৃঢ় সবলশরীর চারি পাঁচ জন বন্য ইতর লোক বসিয়া আপনাপন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কিন্তু তাহারা যে কে, বা তিনি কেন সেখানে, বহুচিন্তা করিয়া এসকল কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলেন তাহারা বনপ্রান্তবাসী নীচজাতীয় কাঠুরিয়া লোক। কাষ্ঠাহরণে বনের সেইভাগে আসিয়া তাঁহাকে ভূতলে মৃতবৎ পতিত দেখিতে পাইয়াছিল। পরীক্ষায় জীবনী-শক্তির সত্ত্বা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের জানিত বৃক্ষপত্রের নির্যাসে বহুকষ্টে ক্ষতস্থানের রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া তাঁহাকে কুটীরে আনিয়াছে। জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিল যে, পাঁচ রাত্রি এক দিন এইরূপ অচেতন মৃতবৎ অবস্থায় কাটিয়াছে। তাহারা তাহাদের সামান্য বন্য-চিকিৎসা দ্বারা ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে নাই।

আল্‌তামাস নিশ্চিত বুঝিলেন, ইহারা দয়া করিয়া ঔষধ প্রয়োগ ও দুগ্ধ সেবন দ্বারা তাঁহার প্রাণরক্ষা না করিলে এতক্ষণ তিনি গৃধিনী শৃগালের উদরে গিয়া তাহাদের শোণিত মাংসরূপে পরিণত হইতেন। আরো বুঝিলেন, তাঁহার অধীনস্থ জনগণ তৎসম্বন্ধে সমুচিত কাজ করে নাই। অথবা তাহাদের মধ্যে সাংঘাতিক কোনো শত্রু থাকিবার অসম্ভাবনা কি? হয়তো কোনো প্রধানপদস্থ মন্ত্রী বা পারিষদ রাজ্যলোভে এক দিকে অজ্ঞাত ঘাতক দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশের উপায় করিয়া, ওদিকে অধীনস্থ সকলকে প্রকারান্তরে প্রতারণাপূর্ব্বক ফিরাইয়া লইয়া গিয়া থাকিবে। আবার, অমন স্থানে অমন সময়ে হঠাৎ যে হিন্দুযুবক সহ তাঁহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে, যাহার অসীম ভুজবলে তাঁহার মতন

বীরপুরুষও সহজে পরাস্ত হইলেন—এক রকম মৃত্যুর দ্বার হইতে দৈবকৃপায় ফিরিয়া আসিলেন—তিনি যে কে, কি অভিপ্রায়ে রাজ-রক্ষিত বনভাগে আসিয়াছিলেন, তাহার কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এই সকল কথা মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে কোপে তাঁহার সর্ব্বশরীর স্পন্দিত ও নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া কাঠুরিয়ারা ভয় পাইয়া বলাবলি করিতে লাগিল,"এ ব্যক্তির বিকার এখনো ভালরকম কাটে নাই, আবার বুঝি এক ঝোঁক আরম্ভ হইল।" এজন্য তাহাদিগকে প্রতীকারের উপায় অবলম্বনে উদ্যত দেখিয়া যবন বাদসাহ আপনাআপনি শান্ত হইয়া কহিলেন"ভাই সকল! চিন্তা নাই, এখন আমি অনেক ভাল আছি।"

সুস্থ হইয়া তিনি তাহাদের প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। চতুর আল্‌তামাস মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, ইহাদিগকে নিজের যথার্থ পরিচয় দিলে অনিষ্ট বৈ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ইহারা নীচজাতীয় দরিদ্র,সুতরাং সহজে লোভের বশীভূত; যদি শত্রুপক্ষ কোনোসূত্রে এখানে তাঁহার অবস্থিতির সন্ধান পায়, তাহা হইলে অনায়াসে ইহাদিগকে মুদ্রালোভে বশীভূত করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে। বিশেষতঃ তিনি যত দিন সবল ও কার্য্যক্ষম না হইতে পারেন, তত দিন ছদ্মবেশে থাকাই ভাল। এই ভাবিয়া তিনি নিজে সেই প্রদেশবাসী কোনো সম্ভ্রান্ত নাগরিক নিজের এইরূপ পরিচয় দিলেন। আর, যে কয়দিন নিজের ক্ষতস্থান উত্তমরূপ আরোগ্য না হইল, তত দিন অন্য নাম ধারণ করিয়া অতি সংগোপনে সেই বন্য লোকদের কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। উপায় কি?

দশম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

এদিকে সম্রাটের প্রত্যাগমনে অযথা-বিলম্ব দেখিয়া সহচর এবং অমাত্যবর্গ সহজেই বোধ করিল—তিনি ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অধিক-দূর-দেশে গিয়াছেন, সুতরাং আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে। ক্রমে বেলা অবসান—সন্ধ্যা অতীত, তখনো সম্রাটের দেখা নাই। দেখিতে দেখিতে রাত্রি দুই দণ্ড, চারি দণ্ড, ক্রমে প্রহর অতীত; তথাপি তিনি ফিরিলেন না। প্রাচীন ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠকপাঠিকাগণের অগোচর নাই যে, পূর্ব্বকার রাজা ও বীরপুরুষগণ একাকীই অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইতেন; হুকুম ছাড়া কেহই সঙ্গে যাইতে পাইত না—পাছে তাহাতে প্রধানের সাহসহীনতা দেখায়। সুতরাং উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বাদসাহ নিজেই ফিরিবেন, আর এদিক্ ওদিক্ বেশীদূর অনুসন্ধান অপ্রয়োজন, এইরূপ বোধে সকলে রাত্রি আগমনে শিবিরে ফিরিয়া গেল একটু ভাল করিয়া দেখে কাহারো এমন চিন্তা বা প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রি প্রভাত হইলেও যখন বাদশাহ ফিরিলেন না, তখন সৈন্যগণ মধ্যে প্রচার হইল, গত দিবস একটী ব্যাঘ্রের অনুসরণে গিয়া বাদশাহ তৎকর্ত্তৃক নিহত ও ভক্ষিত হইয়াছেন। পারিষদবর্গের মধ্যে বাদসাহের অতি প্রিয়পাত্র আলী নামক একজন অতি দাম্ভিক লোক ছিল। তাহার দ্বারাই এই জনরব কল্পিত জল্পিত হইল। কি কারণে ঠিক বলা যায়

না, বোধ হয় আপন শৌর্য্যপ্রচার মানসে, আলী রটনা করিল, যে. সেই বাদসাহের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল ; কিছু দূরে গেলে ব্যাঘ্র প্রথমে বাদসাহকে আক্রমণ করে; পরে উভয়ে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্ভাগ্যক্রমে বাদসাহকে লইয়া সেই ব্যাঘ্র পলায়ন করিল, কেবল আপনার ভুজবীর্য্য ও সাবধানতা-গুণে আলী রক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আবার, হঠাৎ একস্থানে তাহার পদস্খলিত না হইলে কি হইত বলা যায় না। বলা বাহুল্য, এ সংবাদ বিজ্ঞ লোকে অবশ্য অগ্রাহ্য করিলেন ; কিন্তু অনেকের—বিশেষতঃ সাধারণ সৈনিক ও প্রজাগণের—মনে ঘটনাটী সত্য বলিয়াই প্রতীত হইল। কারণ, সম্রাট্ কর্ত্তৃক দ্রুতবেগে ব্যাঘ্রের অনুসরণ অনেকেরই নয়নগোচর হইয়াছিল। তৎপরে আর কেহ তাঁহাকে ফিরিতে দেখে নাই। সুতরাং তিনি নিহত না হইলে এই ক্ষুদ্র বনমধ্যে আর কোথায় গেলেন ? রাত্রে না হউক, পরদিনও ফিরিলেন না কেন ?

বিশ্বাস ও অবিশ্বাস-যোগ্য এইরূপ সংবাদে পরম দুঃখিত হইয়া প্রধান প্রধান সেনাপতি ও সভাসদগণ শিবির ভগ্ন করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন সুপরামর্শ বিবেচনা করিলেন। একটী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বাদসাহ কৃত্রিম বন-মধ্যে নিহত হইয়াছেন, এই দুঃসংবাদ রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইলে পুর-বাসীদের বিস্ময় এবং দুঃখের সীমা রহিল না। কারণ, তাঁহার রাজপদোচিত কোনো কোনো দোষ সত্বেও আল্‌তামাস বীরপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বিশেষতঃ, অতবড় বাদসাহ যে সামান্য লোকের মতন এরূপভাবে কালকবলিত হইলেন, ইহা লোকের যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল ! সুতরাং নানারকমে রাজধানীতে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল !

জাফর খাঁ নামে আল্‌তামাসের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। আল্‌তামাসের পুত্র বা কন্যা না থাকায় প্রধান প্রধান অমাত্য ও সামন্তবর্গ যুক্তি করিয়া তাঁহাকেই শূন্য সিংহাসন প্রদান করিলেন। দিবসে যথাসাধ্য রাজকার্য্য সমাধা করিয়া তিনি সন্ধ্যামুখে অন্তঃপুর প্রবেশার্থ গমন করিলেন। কিন্তু পুর-রক্ষক মসায়ুদ তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে দিল না। সে কহিল "বাদসাহ্ জীবিত কি মৃত তাহা ঠিক নাই। অতএব যতক্ষণ আপনি তাঁহার ছিন্ন মস্তক দেখাইতে না পারেন, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই বাদসাহের মৃত্যু-কথা বিশ্বাস করিব না বা প্রাণ থাকিতে কাহাকেও অন্তঃপুর প্রবেশ করিতে দিব না। আপনি সিংহাসন অধিকার করিয়া সম্রাট্ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সিংহাসনের সঙ্গে অন্তঃপুরের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই হুকুম রাণীদের বলিয়াই জানিবেন।"

জাফর খাঁ স্বভাবতঃ ভীরু, তাহাতে নূতন বাদসাহী পদ পাইয়াছেন, সুতরাং আপামর সাধারণ সকলকে সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য বোধে ম্লানমুখে নিতান্ত অনিচ্ছায় বিশ্রাম-ভবনে ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে সংকল্প— কোনো একটা সুবিধা পাইলে অগ্রেই মসায়ুদকে দূর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন।

এদিকে বন্যজাতীয়দিগের অবিশ্রান্ত শুশ্রূষায় সম্রাট্ আল্‌তামাস সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্যলাভ করিয়া যখন বুঝিলেন, অনায়াসে ভ্রমণ-ক্লেশাদি সহ্য করিতে পারিবেন, তখন আশ্রয়দাতাগণকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া বাটী পৌঁছিবামাত্র তাহাদের পুরস্কার পাঠাইবেন প্রতিশ্রুত হইলেন ও তাহাদের দলপতির সঙ্গে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম প্রাপ্ত হইলেন এবং বহু

অনুসন্ধানে একটী ঘোটক সংগ্রহ করিয়া কষ্টে চলিতে লাগিলেন। পথে কৌশল ক্রমে লোক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দিল্লীর বর্ত্তমান অবস্থা অনেক জানিতে পারিলেন।

পূর্ব্বকালীন সম্রাটেরা আপনাদের স্বাধীনতা জানাইবার মানসে একটী বৃহৎ শ্বেতছত্র মস্তকে ধারণ করিতেন। আল্‌তামাস সেই প্রথানুসারে, শ্বেত ছত্রের পরিবর্ত্তে একখানি শ্বেতবস্ত্রনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করাইলেন। দিল্লী গমনকালে জনৈক নিযুক্ত পরিচারক তাঁহার মস্তকে উহা ধারণ করিল। তিনি যত দিল্লীর সন্নিকট হইতে লাগিলেন, লোকে তাঁহাকে বাদসাহ বলিয়া চিনিতে পারাতে তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা তত বাড়িতে লাগিল। এমন কি, শুনা যায়, রাজধানীর বাহিরে পৌঁছিলে, তাঁহার অনুগমনকারীর সংখ্যা সহস্রাধিক দাঁড়াইয়াছিল।

দিল্লীর বাহিরে একটী বৃহৎ মসজিদের কোনো উচ্চ অংশে শ্বেত চন্দ্রাতপের নীচে আল্‌তামাস দণ্ডায়মান হইলেন। একজন অনুচর উচ্চ ভেরীঘোষণা দ্বারা যশোকীর্ত্তন সহ তাঁহার আগমন-বার্ত্তা সকলকে জানাইতে লাগিল। বাদসাহী সেনাগণ নগরের অদূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিত ছিল। তাহারা সঙ্কেতে বুঝিতে ও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ হইল এবং প্রভুভক্তির চিহ্ন স্বরূপ "জয় আল্‌তামাস বাদসাহকি জয়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিল। আল্‌তামাস প্রকৃত প্রস্তাবে আবার যে বাদসাহ তাহাই হইলেন। এই দশা-বিপর্য্যয় অনেকের কর্ণগোচর হইল না।

এই সংবাদ দিল্লী নগরে প্রচার হইবামাত্র প্রাণভয়ে ভীত জাফর খাঁ কতিপয় বিশ্বাসী অনুচর সঙ্গে অশ্বারোহণে আগ্রানগরাভিমুখে প্রস্থান

করিলেন। আল্‌তামাস বিনা যুদ্ধে নির্ব্বিবাদে পুনরায় নিজ সিংহাসন অধিকার করিলেন। এক্ষণে বাদসাহের নিজমুখে কাননের সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সকলের বিশ্বাস হইল, যে, জাফর খাঁই রাজপদের লোভে অন্ধ হইয়া কৌশলে পিতৃব্যের নাশের চেষ্টা করিয়াছিল। অতএব বাদসাহের অনুমতি ক্রমে বহুসন্ধানের পর জাফর খাঁ ধৃত ও জল্লাদ কর্ত্তৃক নিহত হইল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা চিরদিন অজ্ঞাত রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

দিল্লীতে ফিরিয়া আসার কয়দিন পরে কারাগার হইতে রণবীরসিংহকে আনাইয়া আল্‌তামাস পুনরায় তাঁহার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিলেন। কহিলেন "মহারাজ! এই আমার শেষ প্রার্থনা। যদি আপনি সম্মতি দেন এবং দুই মাসের মধ্যে আপনার কন্যা দিল্লীতে আনীত ও আমার হস্তে অর্পিত হন ভালই, নচেৎ জল্লাদ হস্তে আপনার শিরশ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী—কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। এটা ঠিক জানিবেন।"

অগ্রেই উক্ত হইয়াছে, যে, রণবীর সিংহ মনে মনে একরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে, বাদসাহ এইবার প্রার্থনা করিলে আর দিতে অস্বীকৃত হইবেন না। তাহাতে আবার যখন বাদসাহ অন্যথায় স্পষ্টতঃ

রণবীরের প্রাণবধের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানাইলেন, তখন নিজের পূর্ব্ব সংকল্প আরো বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি দু একবার লৌকিক প্রতিবাদ না করিয়া একেবারে সম্মতি দেওয়া ভাল দেখায় না, এজন্য উত্তর দিলেন "রাজন্! আপনি দেশের প্রায় একচ্ছত্রা নরাধিপ, আপনাকে কন্যাদান মহাশ্লাঘার বিষয় ইহা স্বীকার করি। মনে করুন আমিই যেন সম্মত হইলাম; কিন্তু আমাদের জাতি ও কুলধর্ম্মানুসারে আর্য্যজাতীয় ভিন্ন অন্য কাহারো সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া একেকালে নিষিদ্ধ। একাজ করিলে আমাকে যে সমাজে নিন্দিত, চির-ঘৃণিত এবং জাতি-চ্যুত হইতে হইবে, তাহার উপায় কি?"

সুচতুর বাদসাহ দেখিলেন এবার পূর্ব্বভাবের বিস্তর পরিবর্ত্তন, গতিক বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হা ভ্রান্ত মহারাজ! এই বুঝি তোমার জন-প্রসিদ্ধ বুদ্ধি-চাতুর্য্য? না, দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া তোমার সে সব বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে? ভাবিয়া দেখ, রাজ্য-বিস্তার, পরাক্রম-বৃদ্ধি, পদোন্নতি, বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ এবং সর্ব্বোপরি এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধ্যক্ষতা অপেক্ষা ছার জাতি-ভ্রংশের বিবেচনা কি এতই গুরুতর? এ সব ছাড়া যাহা যাহা তুমি প্রার্থনা করিবে, সে সকলই তোমার! ইহাতেও কি সেই সামান্য ক্ষতির সংপূরণ হইবে না? বিশেষতঃ ভেবে দেখ, প্রাণাপেক্ষা আর কি বড়? আমার হস্তে কন্যাকে অর্পণ না করিলে সেই প্রাণ যাইতে বসিয়াছে, ইহা যে ধ্রুব সত্য তাহাও তো বুঝিতে পারিতেছ? কে তোমার রক্ষাকর্ত্তা হইবে ভাবিয়া বল দেখি? ছার জাতিকুলের পরিবর্ত্তে প্রাণ রক্ষা ও ধন, মান, প্রভুত্ববৃদ্ধি করা কি মনুষ্যের উচিত নয়? আরো

একটী বিষয় ভাবিয়া দেখ। তুমি কি তোমার কন্যাকে কোনো অপ্রার্থনীয় যেমন-তেমন সামান্য লোকের হস্তে বিক্রয় দ্বারা নিজের পদমান বৃদ্ধি করিতেছ? তাহা হইলে অবশ্য কাজটা লজ্জাকর ও অযশস্কর হইত। আমার আপন মুখে বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি তোমার কন্যাকে সমস্ত অবলা জাতির পরম প্রার্থনীয় পদে আরূঢ়া করিয়া দিতেছ কিনা? তোমার কঠোর প্রাণ কি আপনার একমাত্র তনয়াকে ভারত সাম্রাজ্যের পাটেশ্বরী দেখিতে ইচ্ছা করে না? তুমি আমাকে নিজ কন্যা দান কর, আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, তোমাকে নামে না হউক, কার্য্যতঃ এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ করিয়া তুলিব। আর আমার একটা ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া রাখ, এখন হইতে সদ্বংশীয় হিন্দুরাজগণের সহিত দিল্লীর বাদশাহগণের এই রকম যৌন-সম্বন্ধ অনিবার্য্য ঘটনা। কেহ কোনোরূপে সে স্রোত-বেগ রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।”

বক্তৃতার প্রতি-চরণে বাদসাহ থামিয়া থামিয়া রণবীর সিংহের মুখপানে চাহিতেছিলেন। দেখিলেন, সম্পূর্ণ রূপেই ঔষধ ধরিয়াছে; তাই আরো ব্যগ্রভাবে, আরো উত্তেজক ভাষায়, আরো উচ্চাশা দানে, আরো লালসা বাড়াইয়া বক্তৃতার উপসংহার করিলেন। মণ্ডলগড়পতি নীরব রহিলেন; কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য ও নয়নের ঔৎসুক্য দর্শনে সভাস্থ তাবৎ বিজ্ঞলোকসহ আল্তামাস অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন যে “মৌনং সম্মতি-লক্ষণং” বাক্যটী এস্থলে সম্পূর্ণ প্রযুজ্য হইয়াছে!

তাহাই হইল। কোনো সুচতুর দক্ষ মন্ত্রী বাদসাহের ইঙ্গিতমতে রাণাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন। শুভ সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া গেল।

পণাপণের দলিলাৎ তখনি প্রস্তুত, উভয় পক্ষ দ্বারা স্বাক্ষরিত ও রাজমোহরাঙ্কিত হইল। দুই মাসের মধ্যেই নিশ্চিতরূপে—হে বিজয় সিংহ! তোমার নয়ন-তারা সেই ত্রৈলোক্যমোহিনী নির্ম্মলা সুন্দরী চির-দিনের মতন দুর্দ্দান্ত সম্রাট্ আল্‌তামাসের হস্তে সমর্পিত হইবেন! আর কিছুতে যে এ ঘটনা নিবারিত হইবে এমন সম্ভাবনা বিরল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—•:※:•—

ব্যাঘ্র বধ করিয়া উচ্চস্তূপে উপবেশন ও বিশ্রাম করিবার অল্পক্ষণ পরে বাদসাহ আল্‌তামাসের সহিত যে অপরিচিত হিন্দু-যুবকের যুদ্ধ হয়, এবং যাঁহার যুদ্ধে বাদসাহ সহজে পরাস্ত হন, সেই যুবক যে কে, তাহা বুঝিতে বোধ হয় পাঠক পাঠিকাদের বাকী নাই। তাঁহার অব্যর্থ অসির আঘাতে বাদসাহ নিশ্চিত মারা পড়িয়াছেন স্থির করিয়া বিজয় সিংহ নিশ্চিন্ত-মনে দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। যাইবার অগ্রে কয়দিন বাদসাহের সংবাদ অপ্রাপ্তি ও তাঁহার অনাগমন দর্শনে বিজয়ের মনে এই সংস্কার আরো দৃঢ়ীভূত হইল। যথাকালে ভাবী পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া তৎপিতার সহিত কারাগারে সাক্ষাৎ হইতে বাদসাহের সঙ্গে নির্জ্জনে দ্বৈরথ-যুদ্ধ এবং পরিশেষে তাঁহার পতন ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। চির জীবনের কণ্টক জন্মের মত

অপসারিত হইল ভাবিয়া মনে আনন্দ অনুভব খুব স্বাভাবিক, তথাপি সরলপ্রাণা নির্ম্মলার স্বভাব এত পবিত্র, এমন বিচিত্র, এমনি কোমল যে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থলে উল্লাস অপেক্ষা পরিতাপ-বেদনাই অধিক জন্মিল। অথচ লজ্জায় প্রিয়তমের নিকট সেভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় নিতান্ত সরলা অবলার চিত্তভাব কি সম্পূর্ণ গোপন থাকিতে পারে? তাঁহার বদন ও নয়নের ভঙ্গী দর্শনে চতুর বিজয় সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং মনে মনে অতীব পুলকিত হইলেন—নির্ম্মলার দেবীতুল্য নির্ম্মল চরিত্র তাঁহার চক্ষে আ'জ্ যেন আরো সুন্দর, আরো নির্ম্মল, আরো পবিত্র বলিয়া বোধ হইল! তখন তিনি পরম পরিতোষে প্রেয়সীর সহিত পিতার উদ্ধার এবং ভাবী মধুর মিলনোপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে দিল্লী হইতে রণবীর সিংহের পত্র লইয়া একজন দূত নির্ম্মলার নিকট আসিল। বিজয় সিংহ মণ্ডলগড় ত্যাগ করিয়া নিজ রাজধানীতে তখনো প্রত্যাগমন করেন নাই। দূতের মুখে অভাবনীয়-রূপে বাদসাহের পুনর্জীবন প্রাপ্তি, দিল্লীতে আগমন, সিংহাসন পুনরধিকারকরণ প্রভৃতি সাময়িক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া উভয়ে যার পর নাই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আবার বাদসাহের সঙ্গে নির্ম্মলার বিবাহ নির্দ্ধারণের কথা পত্রি মধ্যে পাঠ করিয়া দুজনে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ—এমন কি, নিতান্ত ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। কারাগারে রণবীর সিংহের সহিত বিজয়ের যে শেষ কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে তিনি যে কারা-ক্লেশ-সহনে অসমর্থ হইয়া বাদসাহের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন, আভাসে বিজয় তাহার অনেকটা বুঝিয়াছিলেন—আভাসে কেন, একরূপ স্পষ্টই

বুঝিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার পত্র পাইয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে রাণাজীর মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তথাপি দূতের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক "বিবেচনা করিয়া একপক্ষ মধ্যে পত্রোত্তর পাঠাইব" রাজতনয়া এই কথা পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু উভয়ে পরামর্শ করিয়া দেখিলেন কি ছাই উত্তরই বা দিবেন? রণবার পিতা; পিতা যেরূপ হউন, তাঁহার আদেশ অলংঘনীয়—তিনি যখন যাহা আদেশ করিয়াছেন, নির্ম্মলা তাহাতে কখনো কোনো বিচার না করিয়া—কোনো বিষয়ে দ্বিধা বা দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া—প্রসন্নমনে তাহাই তৎক্ষণাৎ পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এখন? এখন পিতা যে কাজ করিতে বলিতেছেন, তাহা যে ধর্ম্ম-বিগর্হিত ও লোকাচার-বহির্ভূত অন্যায্য প্রস্তাব, সুধু তাহা নয়। সে আজ্ঞা পালন আর হৃদয় হইতে জীবাত্মার উৎপাটন তাঁহার পক্ষে একই কথা! তিনি নিজের প্রাণকে তৃণবৎ ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বিজয় সিংহকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না! তিনি দিল্লীর সম্রাট্‌কে বিবাহ করিলে তাঁর পিতা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অতুলিত ধন, প্রভূত গৌরব, অসীম ক্ষমতা লাভ করিবেন; না করিলে, সেই পিতার চির 'কারা-ভোগ'—এমন কি, শেষে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত যে ঘটিবে, ইহা পিতার পত্রাভাসে রাজকন্যা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি হিন্দুধর্ম্মানুরক্তা, স্বদেশ ও বীরধর্ম্মবৎসলা, বিশেষতঃ প্রণয়োৎসর্জ্জিতা পতিব্রতা রমণীর মন যবনকে পতিত্বে গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারে না! উচ্চপদৈশ্বর্য্য-প্রার্থিনী সামান্যা রমণীর ন্যায় বাদসাহের অতুল ঐশ্বর্য্যের নামে বিমুগ্ধা হন, তেমন মেয়ে তিনি নন। সুতরাং

সে প্রস্তাব জঘন্য বোধে অমান্যপূর্ব্বক আপন মনোমত হৃদয়েশ্বরকেই আত্মসমর্পণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। এবং পিতার পত্রের উত্তর দান করিবার পূর্ব্বে যাহাতে এই শুভ বিবাহ কার্য্য শেষ হইয়া যায়, এরকম উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টিত হইলেন। যৌবনের একমাত্র এরূপ শুভকার্য্যে পিতৃ-অনুমতি আবশ্যক খুব সত্য, কিন্তু পিতা একে কারাগারে—তাহাতে যে কারণেই হউক, আ'জ্ কা'ল্ যবনানুরাগী; মাতৃদেবীও স্বর্গে; এরূপ অবস্থায় পিতার অনুমতির অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেই গান্ধর্ব্ব-বিবাহের প্রথায় আত্ম-সম্প্রদানের উদ্যোগ করিলেন; ভাবিলেন—হায়রে—ভ্রান্ত বিশ্বাস! বিবাহ হইয়া গিয়াছে এ সংবাদ শুনিলে বাদসাহ অবশ্যই উৎপীড়নে ক্ষান্ত হইবেন।

* * * * *

রাজপুতানার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ যশল্মীর রাজ্য মধ্যে বলভদ্রসিংহ নামক সম্ভ্রান্ত জায়গীর-ভোগী দুর্গাধিকারী, মহারাণার সম্পর্কে নিকট-জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। দিল্লীতে কারারুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, স্বাধীনাবস্থায়, নিজ প্রিয় কন্যা সহ মণ্ডলগড়পতি মধ্যে মধ্যে সুযোগমতে বলভদ্রের আবাসে যাইতেন। তিনিও সাবকাশ পাইলে মণ্ডলগড়ে আসিয়া আমোদ আহ্লাদে কতক দিন কাটাইয়া যাইতেন। এই সকল কারণে—বিশেষতঃ অল্প বয়সে মাতৃহীনা হওয়াতে—ভ্রাতুষ্পুত্রী পিতৃব্যের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। কিন্তু প্রথম পত্নী বিয়োগের পর পিতৃব্য যে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন, তাঁহার সহিত —কি জানি কেন—তাঁর বড় একটা সদ্ভাব ছিল না। বাহ্যিক না হউক, মনে মনে তিনি নির্ম্মলার উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন; অন্যায়

রূপগুণের প্রতিষ্ঠাই যে সেই যুবতীর বিরক্তি ও রিষের কারণ এইরূপই অনুমিত হয়!

পিতার অনুপস্থিতিতে পিতৃব্য বলভদ্রের অনুমতি লইয়া শুভ কার্য্য সম্পূর্ণ করাই নির্ম্মলার কর্ত্তব্য বোধ হইল। কিন্তু পাছে নিজ পুরীতে এ কার্য্য হইলে কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এজন্য দূরবর্ত্তী যশল্মীর নগরে পিতৃব্য-ভবনে সংগোপনে বিবাহিতা হইবার মন্ত্রণাতে উভয়ে মত দিলেন। যাঁহারা অতি নিকট-আত্মীয়, অথচ যাঁহাদের দ্বারা বিবাহের পূর্ব্বে এ ঘটনা সম্রাটের বা রণবীরের কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবল তাঁহারাই এই শুভ কার্য্যে আমন্ত্রিত হইলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

—০:❀✽❀:০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০:✽:০—

এতদিনের পর ফুল ফুটিল। যিনি যাহা বলিতে চান বলুন, কিন্তু মনুষ্যজীবনের তিনটী প্রধান ঘটনা—জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু—এই তিনটী যে নিতান্ত দৈবাধীন কার্য্য, এটা আমাদের দেশের একরূপ অবধারিত মত। অদৃষ্টবাদী মাত্রেই বলিয়া থাকেন, এই তিনটীর মধ্যে যেদিন যেখানে যাহার যেটী ঘটিবার, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে; তাহার অন্যথা করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। এই শুভ বিবাহে সেই উক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখা গেল। দেখ! কোথায় পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় বা রাজ্যসম্পদ ধন জন—সকলই দূরে পড়িয়া রহিল! কিন্তু শুভদিন শুভলগ্নে পিতৃব্য ও অন্যান্য আত্মীয়গণের তত্ত্বাবধানে যশল্মীর নগরে মনোমত পাত্র বিজয় সিংহের সঙ্গে নির্ম্মলার শুভ বিবাহ হইয়া গেল। বলভদ্রের পুত্র কন্যা ছিল না; এজন্য নিজ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে যথেষ্ট আমোদী হইয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে ভোজ্যদানাদি উৎসব করিতে ত্রুটী করিলেন না; এবং বরকন্যাকে আপনার পদ ও

অবস্থানুযায়ী যৌতুকাদি দিয়া যেন অর্থের সার্থকতা সাধন করিলেন। রাজপুতানা প্রদেশের প্রথামত বিবাহের পর দিনই বর কন্যা বিদায় না হইয়া এক সপ্তাহকাল সকলে সেই পিতৃব্যের বাটীতে অবস্থান করিলেন। চিরদিনের কুলপ্রথানুসারে বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে মণ্ডলগড়াধিষ্ঠাত্য "মণ্ডলেশ্বর" শিবের পূজা ও প্রদক্ষিণ, প্রসাদ ভোজন প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য সকল এখন ঘটিয়া উঠিল না। পিতা কারামুক্ত হইলে সকলে একত্র মিলিত হইয়া সে কাজ সমাধা করিবেন, আত্মীয়গণের পরামর্শে এইটী স্থির হইয়া রহিল।

নিমন্ত্রিত আত্মীয়গণের মধ্যে বিকানীয়ারের রাজপুত্র কুমার ধ্যান সিংহ এ বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। বলভদ্র সিংহের দ্বিতীয়া পত্নী পুষ্পবতী তাহার নিকট-সম্পর্কের কুটুম্ব-কন্যা। এজন্য অন্যান্য সকলে বিদায় হইয়া গেলেও ধ্যান সিংহ যশলমীর নগরে কিছুদিন থাকিয়া গেলেন। রাজকুমারীর অসীম রূপগুণদর্শনশ্রবণে ধ্যান সিংহ পূর্ব্বাবধি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও বিবাহার্থী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কুলে শীলে অর্থে প্রভুত্বে রাণা রণবীর অপেক্ষা অনেক হীন; তাহাতে বীরত্বের পরিবর্ত্তে তাহার স্বভাব চরিত্র তেমন ভাল নয়; সর্ব্বশেষে শ্রেষ্ঠ কারণ তাঁহার প্রার্থনা মণ্ডলগড়পতির কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বে আজমীর রাজপুত্রের সঙ্গে নির্ম্মলার সম্বন্ধ একরকম ধার্য্য হইয়া গিয়াছিল। অতএব মুখের শীকার-বঞ্চিত ব্যাঘ্রের ন্যায় হতাশ হইয়া তিনি ঈর্ষা বশতঃ বিজয়ের প্রতি যে কি অনিষ্ট করিবেন, বহুদিনাবধি তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে পারিতে-ছিলেন না;—সুযোগ পাইলেই বিজয়ের অনিষ্ট ঘটাইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত—কিন্তু সেরূপ কোনো সূত্র বিবাহের পূর্ব্বে দেখিতে পান নাই।

যে কারণে প্রকাশ্যরূপে মণ্ডলগড়ে বিবাহ না হইয়া গোপনে যশলমীর নগরে সম্পন্ন হইল, সেটা বিদ্বেষপরায়ণ ধ্যান সিংহের অজানা ছিল না ধ্যানসিংহ বিবাহের ঠিক পূর্ব্বদিনে যশলমীর না আসিয়া দু চা'র দিন আগে আসিলে কি কাণ্ড ঘটিত বলা যায় না—হয়তো তাহার কুচক্রে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইত। যাহা হউক, বিবাহের পর একদিন কথোপ-কথনচ্ছলে সে সুযোগমতে পুষ্পবতীকে এইরূপ বুঝাইল যে, এ ঘটনা কখনো অপ্রকাশিত থাকিবে না—শীঘ্র লোক-মুখে সম্রাট শুনিতে পাইবেন। সম্রাটের ক্রোধাগ্নি অন্য কাহারো উপর না হইয়া বলভদ্র সিংহ ও তৎপত্নীর উপরেই পড়িবে। তখন প্রতিহিংসা সাধন জন্য আর রাজকন্যাকে পাবার আশায় সম্রাট্ নিজে বা অনেক নিষ্ঠুর সেনাপতি দ্বারা সসৈন্যে সর্ব্বাগ্রে যশলমীর নগর আক্রমণ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন। অতএব সে বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে বিবাহিতা বর কন্যা এ পৃথিবী হইতে শীঘ্র অন্তরিত হয় ও আর সকলের নিরাপদ অবস্থা ঘটে, এখন তাহার উপায় করাই উচিত; নৈলে রক্ষার কিছু উপায় নাই। সমপ্রকৃতি দুষ্টমতি পুষ্পবতী সম্মত হইল।

এই পরামর্শ যথাকালে বলভদ্রসিংহের কর্ণগোচর হইল। নিজে বিবেচক ও স্নেহবান পিতৃব্য হইলে কি হয়? প্রাণের ভয়, রাজ্যপদের লোভ—বিশেষতঃ অধিক বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পরামর্শ বড় সহজ কথা নয়! সুতরাং এ পরামর্শ যে তখনি বলভদ্রের প্রাণে লাগিবে, আশ্চর্য্য কি? তথাপি তিনি উপস্থিতমাত্র এ কথার কোনো জবাব না দিয়া "পরে বিবেচনা করিয়া যাহা হয় ধার্য্য করিব" বলিয়া সে দিন অন্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০*•:—

বিবাহের তিন চারি দিবস পরে একদা বিজয়সিংহ নিজ প্রিয়পত্নীর সহিত মনের উল্লাসে নিকটবর্ত্তী নদীতীরে নির্ম্মল বায়ুসেবন করিতে গেলেন। সায়ংকাল আগত-প্রায়। দিবাকরের প্রখর কিরণে যে সকল মেঘের প্রতি এতক্ষণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করা দুষ্কর ছিল, প্রাচীদিকস্থ সেই খণ্ড খণ্ড মেঘ সকলকে এক্ষণে সুবর্ণময় দেখাইতেছিল। বিলুপ্ত-প্রায় সূর্য্য-কিরণ তীরস্থ উচ্চ উচ্চ তরুশ্রেণীর উপর পতিত হওয়াতে তাহাদের অগ্রভাগ যেন অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছিল। দিক্‌বিদিক্ হইতে দ্বিজকুল শাবকগণ জন্য আপন আপন চঞ্চুপুটে খাদ্য আহরণ পূর্ব্বক ব্যাকুলভাবে বাসার দিকে ফিরিতেছিল। প্রত্যাগত সেই সকল ও অন্যান্য বিবিধ বিহঙ্গমগণের মধুর ঐকতান-ধ্বনিতে সম্মুখস্থ প্রবাহিণী, পুলিনস্থ কুঞ্জবন এবং বিমানদেশ শব্দায়মান হইয়া এক অপূর্ব্বভাবে মন-প্রাণ মোহিত করিতেছিল। দক্ষিণ দিক্ হইতে আগত মৃদু মৃদু মলয়-বায়ু বারি-শীকর-সংস্পর্শে শীতল হইয়া তীর-জাত বৃক্ষ সকলের পত্রসমূহ, বিজয়সিংহের শিরস্থিত উষ্ণীষের প্রান্তভাগ আর নির্ম্মলার কপোলস্থিত ক্রীড়াশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকগুচ্ছকে ঈষৎ কম্পিত করিয়া শরীরী মাত্রেরি শরীর মন জুড়াইতেছিল। নব-বিকশিত চূত-মুকুলের মধুপানোন্মত্ত পিককুল তমালের শাখায় পঞ্চমস্বরে কুহু কুহু রবে ডাকিতেছিল। ছাগ, গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি গ্রাম্য পশুগণ

প্রেমোল্লাসিত-চিত্তে নিজ নিজ ভাষায় পরস্পরের প্রতি প্রণয় বিকাশ করতঃ গোষ্ঠ হইতে মন্থর-গতিতে জনপদে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল। কচিৎ, বনপ্রদেশ হইতে আগত মৃগগণ প্রেমভরে আপন আপন শৃঙ্গ দ্বারা স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষি মৃগীর গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া প্রণয় বিকাশ করিতেছিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে নীল গগন প্রান্তে অবশিষ্ট রবিরশ্মিটুকুও মিশাইয়া গেল। নবচন্দ্রিকা-ধবল সন্ধ্যা যেন পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে আগত হইল। সম্মুখবর্ত্তী তটিনীর শোভার ইয়ত্তা নাই। মৃদুল-হিল্লোল-বিশিষ্ট জলোপরি তীরস্থ প্রাসাদ সমূহের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে বোধ হইতেছিল, ঠিক যেন নদীগর্ভে সুদৃশ্য সৌধমালা নির্ম্মিত হইয়া কোনো অলৌকিক কারণে বিপরীত মুখে নৃত্য করিতেছে! ক্রমে আবার তদুপরি নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের বিমল কিরণ পড়িবামাত্র শতধা খণ্ড খণ্ড হওয়াতে তত্তৎ অংশকে যেন রজতময় ঝিলিমিলিবৎ দেখাইতেছে! রাত্রির বিশ্রাম জন্য তীর লগ্ন নৌকা সকল কৃষ্ণবরণী সুন্দরী রমণীর গলস্থিত মালার ন্যায় নদী বক্ষে বিরাজ করিতেছে! সেই সকল নৌকার মধ্য হইতে নাবিকগণের উচ্চ গীতি-ধ্বনি বা মৃদু মধুর সারি-গান; দেব-মন্দির সংলগ্ন নদী-তীরোপবিষ্ট হিন্দু নাগরিক ও যোগীগণের সান্ধ্যকালীন স্তবপাঠ; নগর মধ্য হইতে আগত মন্দীভূত জনরব, সকলে একত্র মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব হৃদয়োন্মাদকর মনোহর মিশ্ররব উৎপাদন করিতেছিল!

বিজয় সিংহ ও নির্ম্মলা এই সুখদ সময়ে নদীতীরে যদৃচ্ছাক্রমে পাদচারণ করিতেছিলেন। নব পরিণীত দম্পতীর প্রেমকথা ও মধুর হাস্যধ্বনি যেন ফুরায় না—দিনরাত্ যেন একই রকম! কিছুক্ষণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ ভ্রমণের পর বলভদ্র সিংহের সহিত হঠাৎ দেখা হইল। "সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায়; অধিক বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র উভয়ে বাটী ফিরিয়া আইস" তাঁহাদিগকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া বলভদ্র নিজপুরে চলিয়া গেলেন। অন্তঃপুরে আপনার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী চিন্তিত বদনে উপবিষ্ট। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি উত্তরে সঠিক কিছুই জানিতে পারিলেন না। পতিকে দেখিয়া হাস্যমুখে অভ্যর্থনা করিয়া পুষ্পবতী অন্যান্য কথার পর নব বিবাহিত দম্পতি কোথায় এবং কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিয়া সবিশেষ জ্ঞাত হইলেন এবং কি উপায়ে তাঁহাদিগকে শীঘ্র নিহত করিয়া আপনারা নিষ্কণ্টক হইবেন তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন।

অনেক পরামর্শের পর এই স্থির হইল, যে, বিষ ভক্ষণ করাইয়া দুজনকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। ধার্য্য হইল যে, পরদিবস বিবাহ উপলক্ষে যাত্রা ও ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইবে; তদন্তে সকলে চলিয়া গেলে নিজপত্নী সহ বিজয় ও বলভদ্র সিংহ অন্তঃপুরে আহারার্থ প্রবেশ করিবেন। মধ্যস্থলের আসনে তাঁহার জন্য খাদ্য রক্ষিত হইবে; আর উভয় পার্শ্বে যে দুইখানি আসন, তাহাতে সদ্যো-প্রস্তুত মিষ্টকাদিতে তীব্র হলাহল মিশ্রিত থাকিবে উভয়ে আহার করিবামাত্র বিষম বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ঢলিয়া পড়িবেন। তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসককে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া যথাসাধ্য চিকিৎসা করা হইবে। রাত্রি থাকিতে দাহ-ক্রিয়া সমাধা হইলে কেহই এ বিষয় জানিতে পারিবে না। তাঁহারা আরো এই পরামর্শ করিলেন যে, ঐ চিকিৎসককে যথেষ্ট উৎকোচ দান দ্বারা বিসূচিকা-রোগে দুজনের

মৃত্যুর সমাচার প্রচার করাইলে এ বিষয় অপ্রকাশ থাকিবে ; কে আর বা তাঁহাদের এ অভিসন্ধি জানিতে বা সন্দেহ করিতে পারিবে ? রাণা রণবীর সিংহের কথা ? তিনি তো নিষ্কণ্টক হইয়া কারামুক্ত ও পূর্ব্ববৎ স্বাধীন হইবেন। বাদসাহের উৎপীড়নের ভয় এই উপায়ে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে সন্দেহ নাস্তি। আর তিনিই বা কোথায় যে এজন্য বিবাদ-বিসম্বাদ হইবে ?

এই নিদারুণ ষড়যন্ত্র গোপনে রাখিবার ইচ্ছা করিলেও—হায় ! দৈবক্রমে কিন্তু অপ্রকাশিত থাকিল না। যাহারা ধর্ম্মপথের পথিক, চিরকাল ন্যায় ও সত্যের দাস, কখনো ভ্রমে মিথ্যাকথন বা পরের অনিষ্ট সাধন করে না,তাহারা সহস্র শত্রুবেষ্টিত হইলেও বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর যে উপায়ে হউক তাহাদিগকে রক্ষা করেন। বিজয় সিংহ এবং নির্ম্মলার জীবন-চরিত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নদীতীরে উভয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে এতক্ষণের পর নির্ম্মলার হঠাৎ মনে পড়িল যে, তাঁহার বাক্সের চাবি হঠাৎ ঘরে খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ বাক্সে তাঁহার অলঙ্কারাদি ছাড়া পিতার অনেক প্রয়োজনীয় ও গোপনীয় কাগজ পত্র ছিল। পাছে অলঙ্কারাদি অপহৃত বা ঐ সকল কাগজ পত্র অন্য কাহারো দৃষ্টিগোচর হয়, এই ভাবনায় তিনি বড় বিমর্ষ হইলেন। ক্রমে বিজয় সিংহ এই বিষয় জানিতে পারিয়া পত্নী সহ তখনি বাটী প্রত্যাগমন করিলেন ; নিজে বাহিরে অপেক্ষা করিয়া পত্নীকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। ইচ্ছা—আবার দুজনে নির্জ্জন স্থানে কপোত-দম্পতীর ন্যায় পরস্পরে প্রেম আলাপন করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিজ পরিচারিকার মুখে নির্ম্মলা জানিতে পারিলেন যে, পিতৃব্য ও তৎপত্নী আপনাদের শয়নগৃহে কথোপকথন করিতেছেন। বিবাহের পরে পিতৃব্যের গৃহের ঠিক পার্শ্বে তাঁহাদের শয়ন-গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; অতএব পাছে তাঁহার প্রবেশে উভয়ের কথাবার্ত্তার কোনো ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে অতি সতর্কভাবে আস্তে আস্তে নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তাঁহাদের মুখে আপনার ও পতির নাম কয়বার উচ্চারিত হইতে শুনিয়া অবহিতমনা না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। দুই গৃহের মধ্যস্থিত দ্বারে কর্ণসংযোগ করিয়া তাঁহাদের নিজেদের দুজনের প্রাণবিনাশের জন্য যে ভয়ানক ষড়যন্ত্র হইতেছিল তাহার সমস্ত জানিতে পারিলেন।

অত-নিকট-আত্মীয় স্নেহশীল পিতৃব্যের মুখে এই বিষম পরামর্শ শুনিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে যে কি ঘূর্ণা-বায়ু আন্দোলিত হইতে লাগিল, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য। কোনোমতে কথঞ্চিৎ স্থির হইয়া তিনি সত্বর-পদে গোপনে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন এবং যেন কিছুই হয় নাই এইরূপ ভাবে বহির্ব্বাটীতে পতির সঙ্গে মিলিত হইয়া নদীতীরাভিমুখে পুনরায় গমন করিলেন। তাঁহার গৃহে প্রবেশ ও বহির্গমন বলভদ্র বা তৎপত্নীর গোচর হইল না।

তাঁহাদের প্রাণনাশের জন্য ষড়-যন্ত্রের কথা পত্নীর মুখে শুনিয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় বিজয় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; নির্ম্মলা অনেক যত্নে পতিকে নিবারণ করিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া উভয়ে পরামর্শ করিলেন যে, ছলে কৌশলে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র বিফল করিতে হইবে। ঠিক এমনি

ভাবটী জানাইতে হইবে যে, উভয়ের কেহই যেন ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারেন নাই, অথচ ভিতরে ভিতরে আপনারা সাবধানে থাকিবেন। তাঁহারা উভয়ে ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াও প্রাণরক্ষার্থ "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" প্রবাদ সার্থক করিতে বাধ্য হইলেন। ধ্যানসিংহ, বলভদ্র ও তৎপত্নী চতুর হইয়াও আপনাদের অধর্ম্ম-ফাঁদে আপনারাই পড়িলেন এবং যথাযথ ফলভাগী হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

রজনী প্রভাত হইলে বলভদ্র সিংহের ভবনে মহা উৎসবাদির আয়োজন হইতে লাগিল। ঐ দিবস সন্ধ্যার পর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রদর্শন, পরে রজনী যোগে নৃত্য গীত যাত্রা মহোৎসব হইবে ধার্য্য হইয়া গেল। আত্মীয় পরিজনগণ ব্যস্ত ও উৎসুক চিত্তে সমস্ত দিন উদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত রহিল। নিশামুখে প্রথমতঃ বালকগণের ব্যায়াম-ক্রীড়া; পরে মল্লযুদ্ধ, কন্দুক ও বর্গ্র-ক্রীড়া; ধানুষ্কগণের বিচিত্র লক্ষ্যভেদ; সর্ব্বশেষে একজন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক কর্ত্তৃক প্রদর্শিত নানারকমের ইন্দ্রজাল-ক্রীড়া আরম্ভ হইল। অবিকল সত্যবৎ-প্রতীয়মান নানা কৌতুহলোদ্দীপক আমোদ-জনক ক্রীড়াদি শেষ হইতে রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইল। দর্শকগণ—কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সকলেই

এত নিবিষ্ট-মনে ক্রীড়া দেখিতেছিলেন যে, এত অধিক রাত্রি হইয়াছে ইহা কাহারো বোধগম্য হয় নাই।

এদিকে পিতৃব্য-পত্নী কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অন্য সকলের মত দর্শনামোদে আমোদী না হইয়া পুষ্পবতী স্বহস্তে নানাবিধ ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতেছিলেন। রাত্রি একাদশ ঘটিকা অতীত হইলে তিনি সেই সকল খাদ্যদ্রব্য তিন পাত্রে সাজাইয়া তিন জনের মতন আসন প্রস্তুত করিলেন। সকল সমাধা হইলে জনৈক পরিচারিকা দ্বারা ইন্দ্রজাল-দর্শন-নিরতা কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন "বৎসে! রাত্রি অধিক হইয়াছে, আবার এখনি কাশ্মীরী বাইদিগের নাচগান আরম্ভ হইবে; অতএব এই সময় তোমরা আহারাদি শেষ করিয়া লও, নচেৎ এত যত্নে প্রস্তুত খাদ্য সকল নষ্ট হইয়া যাইবে। তুমি অপেক্ষা কর, আমি তোমার পিতৃব্যকে ও বিজয়কে ডাকিতে পাঠাই।" এই বলিয়া গৃহের বাহিরে গিয়া একজন ভৃত্য দ্বারা বলভদ্রকে ও বিজয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইত্যবসরে চতুরা নির্ম্মলা শীঘ্রহস্তে মধ্যস্থ পাত্র দক্ষিণের পাত্র সহ পরিবর্ত্ত করিয়া দিলেন—অবশ্য কেহ এ বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না।

জামাতা সহ বলভদ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বের সঙ্কেত অনুসারে বলভদ্র মধ্য আসনে, বিজয় তাঁহার দক্ষিণে বসিলেন; নির্ম্মলাকে অপর আসনে বসিতে পুষ্পবতী অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দেশের ও সমাজের প্রথা থাকিলেও স্বামী ও পিতৃব্য সহ একত্র ভোজন করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। হাসিয়া বলিলেন "খুড়িমা, আগে বালিকা ছিলাম বলিয়া যাহা করিতাম,

তাহা কি আর শোভা পায়? এখন আর আমাকে পুরুষের সঙ্গে আহার করিতে অনুরোধ করিবেন না।”

“কেন বাছা! তুমি বালিকা নওতো কি? আমাদের রাজপুতানার পদ্ধতি অনুসারে নবোঢ়া যুবতীর পক্ষে পতি বা গুরুজনের সাক্ষাতে আহার তো নিষিদ্ধ বা দূষ্য নয়। তবে কেন তুমি এমন—”

এই সময়ে ধ্যানসিংহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অপরাহ্নে তিনি অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বিবাদের কথা কিছুই জানিতেন না; সুতরাং নির্ম্মলাকে ভোজনে নিতান্ত অনিচ্ছুক দর্শনে ও আপনি ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া স্বয়ং উপযাচক হইয়া বলভদ্রের বামদিকের আসনে উপবিষ্ট হইলেন—পুষ্পবতী শঙ্কিতমনে তাঁহাকে নিবারণ বা ইঙ্গিত করিতে না করিতে ঐশ্বরিক ন্যায়-বিচারের সত্যতা দেখাইবার জন্যই যেন কালপ্রাপ্ত হইয়া সেই আসনে বসিয়া পড়িলেন।

বড় অধিক কিন্তু আহার করিতে হইল না। তীব্র হলাহল-মিশ্রিত খাদ্যভক্ষণে বলভদ্র ও ধ্যানসিংহ উভয়েই কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ঢলিয়া পড়িলেন; চক্ষু রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ নীলাভ, সর্ব্বশরীর নিস্পন্দ হইয়া উঠিল; মুখে ফেণরাশি বাহির হইতে লাগিল। তখন বাহিরে আমোদের কলরবের সঙ্গে অন্তঃপুরে রোদন-কোলাহল পড়িয়া গেল! ক্রমে বাহিরে আত্মীয়েরা সংবাদ পাইয়া ভিতরে আসিয়া দুজনের অবস্থা-দর্শনে হতজ্ঞান হইলেন। তৎক্ষণাৎ গীতবাদ্যাদি বন্ধ হইয়া গেল। স্বরূপ ঘটনা অবশ্য গোপন করা হইল। তাঁহাদের দুজনের একধারের খাদ্য দৈবকারণে কোনোরূপে বিষমিশ্রিত হইয়াছে এই অনুমান করিয়া চিকিৎসককে ডাকিতে পাঠানো হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসক আসিলেন, যথোপযুক্ত ঔষধাদি সেবন করাইলেন, কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। সে তীব্র হলাহলের হস্ত হইতে রক্ষা করা শিবের অসাধ্য—মনুষ্য-বুদ্ধি কোন্ ছার! রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইতে না হইতে বলভদ্র ও ধ্যানসিংহ ইহসংসার হইতে জন্মের মতন বিদায় লইয়া নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে পরলোকে গমন করিলেন। আর বলভদ্রের প্রিয়তমা পত্নী? দারুণ অন্তর্দাহে ও মনোক্লেশে সেই দুর্ভাগা দুর্ম্মতি নারী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন! যাঁহাদের বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তিনি এই কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়ে অক্ষুন্নদেহে জীবিত রহিলেন, অথচ তাঁহার পরম প্রিয় দুটী আত্মীয় জন্মের মত সুখ, ঐশ্বর্য্য, ধন, জন সকলের সহিত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আবার সকলের চেয়ে জ্বালা এই যে, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, পুরোহিতবর্গ সকলেই, রাজপুতানার চির প্রথানুসারে, স্বামীর মৃত দেহ সহ তাঁহাকে অনুমৃতা হইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন! অনুমৃতা! তিনি বালিকা কালে অনেক সহমরণের গল্প শ্রবণ এবং কোনো নিকট-আত্মীয়ার সহমরণ ও তজ্জনিত ক্লেশ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নবীন বয়স, সুখের আশা প্রায় সকলই অপূর্ণ রহিয়াছে, এমন অবস্থায় এখনই মরিতে হইবে! শিব শিব! ইহাও কি সম্ভব? স্বামীই না হয় মরিয়াছেন, কিন্তু সকলেরি কি স্বামী থাকে গা?

রাত্রি প্রভাত হইল। ধ্যানসিংহ ও বলভদ্রের অকালে আকস্মিক মরণের সংবাদ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; সকলেই বিস্মিত, হতবুদ্ধি ও স্তম্ভিত! আবার এই সঙ্গে বলভদ্রের

যুবতী ভার্য্যা পুষ্পবতী সহমৃতা হইবেন, এ সমাচারে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই ঘটনা দেখিতে তাঁহার ভবনাভিমুখে ছুটিল।

দাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে নদীতীরে শব বহন করিয়া লওয়া হইল। ভারে ভারে চন্দন কাষ্ঠ, কলসী কলসী ঘৃত, বহুবিধ নূতন পট্টবস্ত্রাদি আনীত হইল। মৃতগণের উদ্দেশে অনেক ধনরত্ন ও গৃহ-সজ্জাদি ব্রাহ্মণ সজ্জন ও দীনগণকে বিতরিত হইতে লাগিল। বলভদ্রের পত্নীকে সহমৃতা হইতে প্রথমে অনিচ্ছুক দেখিয়া পুরোহিত ও আত্মীয়বর্গ অনেক বুঝাইলেন ; শোকে ভয়ে একপ্রকার জ্ঞানশূন্য হইলে তাঁহাকে বহুমূল্য অলঙ্কার ও নূতন পট্টবস্ত্র পরাইয়া সীমন্তে সিন্দূরদান ও সর্ব্বাঙ্গে পতির পদধূলি লেপন করাইল আর বিবিধ বাদ্যোদম সহ তাঁহাকে চিতা-স্থানে লইয়া গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপে পতিশব সহ পুষ্পবতী চিতা-স্তূপে ভস্মীভূত হইলেন ! ধর্ম্মের সূক্ষ্মবিচার এখানেই প্রমাণিত হইল ! যাহার জন্য এত কাণ্ড, সেই ধ্যানসিংহের শব স্বতন্ত্র চিতায় ভস্মীভূত হইল।

দাহাদি কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, আর যশলমীর নগরে থাকা পরামর্শ-সিদ্ধ নয় বুঝিয়া, পত্নীসহ বিজয় মণ্ডলগড় যাত্রা করিলেন। পিতৃব্য ও তৎপত্নীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নির্ব্বাহ বা বিষয়াদির বন্দোবস্ত করার জন্য বিলম্ব করিতে সাহসে কুলাইল না। নিরাপদে তথায় পৌঁছিলেন এবং কিরূপে মহারাণাকে বাদসাহের করকবল হইতে উদ্ধার করিবেন তাহার পরামর্শে ব্যস্ত রহিলেন। এ সকল কথা মণ্ডলগড়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত দেখা যায়। সুতরাং ; কল্পনা-সম্ভূত বলিয়া কেহই দোষ দিতে পারিবেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

যশল্মীর নগরে আজমীরের রাজপুত্র সহ গোপনে নির্ম্মলার বিবাহ-সংবাদ দিল্লীতে অপ্রকাশিত রহিল না—শাখা-পল্লব-যুক্ত হইয়া চরমুখে অচিরে বাদসাহের কর্ণগোচর হইল। অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দিলে যেরূপ হয়, প্রথম সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাঁহার ক্রোধাগ্নি সেইরূপ দারুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রণবীর ভিতরে ভিতরে নিজের সম্মতি দিয়া একাজে লিপ্ত আছেন, স্বভাবতঃ এই সন্দেহ প্রথমেই তাঁহার মনে উদয় হইল। যত এ বিষয় চিন্তা করেন, ততই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়, ক্রমে আরো বদ্ধমূল হইলে পরীক্ষা জন্য তিনি রাণাকে আবার একবার কারাগার হইতে আনাইলেন। কহিলেন "মহারাজ! দুই মাসের মধ্যে আপনার কন্যার সম্মতি-সূচক পত্র আনিয়া দিবেন পণাপণের লেখাপড়ায় এইরূপ ধার্য্য করিয়াছিলেন। পত্র আসা দূরে থাকুক, ভিতরে ভিতরে তাহার বিবাহ পর্য্যন্ত হইয়া গেল—এখন! এখন কিরূপে নিজ প্রতিজ্ঞা আর জীবন রক্ষা করিবেন?"

সম্রাটের মুখে হঠাৎ নিজ কন্যার বিবাহ-সংবাদ শুনিয়া রণবীর চমকিয়া উঠিলেন। বাদসাহ তাঁহার মন পরীক্ষা করা জন্য বিদ্রূপ করিতেছেন ভাবিয়া কহিলেন "সম্রাট্! আপনি অসম্ভব কথা কহিতেছেন কেন? আমার কন্যার বিবাহ! কাহার সঙ্গে, কবে?

আমি পিতা; আমার একমাত্র কন্যার বিবাহ হইয়া গেল? আর আমি কিছুই জানিলাম না, সূর্য্যের পশ্চিম দিকে উদয় বরং সম্ভব, তবু এ ঘটনা বিশ্বাস-যোগ্য নয়। আপনার সহিত কৌতুক করিয়া যে লোক এ মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে তাহাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়াই উচিত।"

রাণার মুখভঙ্গী দর্শনে ও সরল বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে প্রকৃত নির্দ্দোষী বুঝিয়া বাদসাহ কহিলেন "মহারাজ! বিজয়সিংহের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ-সংবাদ মিথ্যা নয়। সত্য সত্যই অদ্য দশ দিবস হইল, যশল্মীর নগরে তোমার জ্ঞাতি-ভ্রাতা বলভদ্র সিংহের তত্ত্বাধীনে তদীয় ভবনে তাহাদের বিবাহ নির্ব্বাহিত হইয়াছে। আমি যথাকালে এ সংবাদ পাইয়াছি; পাইবামাত্র বলভদ্র সিংহের ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু সে আপনা হইতে খোদার মেহের-বাণিতে সেই দুষ্কর্ম্মের ফল পাইয়াছে। এক্ষণে তুমি যে আমার সহিত এই কপট ব্যবহার করিলে, তাহার কি ব্যবস্থা হইবে? তোমার উপরেই সব ভার দিলাম।"

নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য রণবীর অনেক চেষ্টা করিলেন। কতক সন্তুষ্ট হইয়া বাদসাহ তাঁহাকে অভয়দান করিয়া কহিলেন "রাজন্! যা হবার হইয়াছে; তুমি এ বিষয়ে প্রকৃত নির্দ্দোষী সেটা বুঝিতে পারিতেছি। বিবাহ হইয়াছে হউক; তাহাতে কোনো ক্ষতি বোধ করিনা। আমাদের মধ্যে এরকম কাজ নূতন নয়। এখন কোনো কৌশলে তোমার কন্যাকে একবার দিল্লীতে আনাইয়া দিলে তুমি কারা-মুক্ত হইতে পারিবে। তাহাকে বশে আনার ভার আমার উপর; দিল্লীশ্বরের অতুল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া লোভ সম্বরণ

বা অগ্রাহ্য করা কোনো রমণীর সাধ্যায়ত্ত নহে! আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, তোমার কন্যা একবার দিল্লীতে পদার্পণ করিলে তুমি তখনি কারা-মুক্ত হইবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর মণ্ডলগড়রাজ পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বাদসাহের আদেশমতে এবার তাঁহার প্রতি কঠিন ব্যবহারের অনেক লাঘব হইল।

এদিকে বাদসাহের মুখে হঠাৎ নির্ম্মলার বিবাহ-সংবাদ পাইয়া নানা কারণে তৎপিতা অতিশয় চিন্তিত হইলেন। কারাগারে আসিয়া যখন একাকী বসিলেন, তখন সেই দুশ্চিন্তা দ্বিগুণ প্রবল হইল। এ সংবাদ শুনিবার পূর্ব্বে তিনি অল্প স্বল্প পীড়িত হইয়াছিলেন; দুশ্চিন্তারাহুর আক্রমণে এক্ষণে সেই পীড়া সাংঘাতিকরূপে বৃদ্ধি হইল। ক্রমে সুচিকিৎসাতে একটু উপশম হইলে বাদসাহের পরামর্শ মতে নিজ কন্যাকে আবার লিখিলেন, যে, তাঁহার যেরূপ কঠিন পীড়া, তাহাতে এযাত্রা বাঁচিয়া উঠা দুর্ঘট। মরিবার পূর্ব্বে তিনি একবার প্রাণাধিকা কন্যাকে দেখিয়া, যাহা বলিবার বলিয়া, যাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার বিবাহ-সংবাদ শ্রবণে বাদসাহ উৎপীড়নে একরূপ নিরস্ত হইয়াছেন— মনে যাহা থাকুক, বাহিরে কিছুই বলেন না। অতএব তারাবতী নিঃশঙ্কচিত্তে দিল্লী আসিতে পারেন। কিন্তু শীঘ্র না আসিলে, পিতার সহিত আর দেখা হইবে না। এই পত্র বাদসাহকে দেখাইয়া প্রেরিত ও যথাকালে হস্তগত হইল।

পিতার বিপদ-সংবাদ-পরিচায়ক এই পত্র পাইয়া কোমল স্ত্রীস্বভাব বশতঃ কন্যা অতিশয় চিন্তিতা হইলেন। কিন্তু দূরদর্শী বুদ্ধিমান বিজয়

ইহার মধ্যে বাদসাহের কপটতা-পূর্ণ কৌশল দেখিতে পাইয়া স্থির করিলেন যে, এ সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করা চাই, যাহাতে পিতাকে মুক্ত, অথচ ধূর্ত্ত সম্রাটকে প্রতারিত করা হয়। অতএব অনেক পরামর্শের পর পিতাকে পত্র লেখা হইল যে, তিনি এক পক্ষকাল মধ্যে পিতৃ-চরণ সমীপে উপস্থিত হইবেন। সেই পত্রবাহকের হস্তে বাদসাহকে অন্য এক পত্র লেখা হইল। তাহার মর্ম্ম এই যে, পীড়িত পিতাকে দেখিবার জন্য কন্যা এক পক্ষ মধ্যে দিল্লী যাইবেন। সঙ্গে পদ-মর্য্যাদানুযায়ী সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া কতকগুলি সহচরী মাত্র শিবিকারোহণে যাইবে। যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে অথচ গোপনে সহচরীগণ সহ তিনি দিল্লী যাতায়াত করিতে পারেন, বাদসাহ যেন সেইরূপ আদেশ দানে নির্ভয় করেন।

পত্র পাইয়া আল্‌তামাস আনন্দে অধীর হইলেন—চতুরা রমণীর বুদ্ধি-কৌশল ভেদ করিতে তাঁহার রাজবুদ্ধিও পরাস্ত হইল! মণ্ডলগড়-রাজকুমারী এত দিনের পর সত্য সত্যই তাঁহার ফাঁদে পা দিয়াছেন স্থির-নিশ্চয় করিয়া প্রার্থনাগত কার্য্য নির্ব্বাহ এবং যথোচিত মান প্রদর্শন সহিত অভ্যর্থনা জন্য সর্ব্ব প্রকার আয়োজন ও সতর্কতার আদেশ প্রদান করিলেন।

মহারাণা রণবীর সিংহের অবস্থান বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন হইল। কুৎসিত কারাগারের পরিবর্ত্তে সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ মধ্যে তাঁহার বাসস্থল নির্ণীত হইল; কঠিন তৃণ-শয্যার পরিবর্ত্তে কোমল শয্যা, কদর্য্য আহার্য্যের স্থলে সুখ-ভোগ্য ভক্ষ্য পানীয় ও অন্যান্য বিলাস-সাধক ব্যবস্থার কোনো অঙ্গে ত্রুটী হইল না। সেবা শুশ্রূষা করিতে বিস্তর আজ্ঞাবহ দাস দাসী নিযুক্ত হইল। ফলতঃ এক কথায় বলিতে গেলে,

স্বাধীনতা লাভ ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে রণবীর যেন নিজ পুরীতে আছেন এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন! এই পরিবর্ত্তনে ও শীঘ্র নিজ কন্যাকে দেখিতে পাইবেন এই আশায় তাঁহার পীড়াও সেই পক্ষ মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ আরাম হইয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বের মত বলবান ও সৌন্দর্য্য-শালী হইয়া উঠিলেন।

চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যাহ্ন কালে একজন রাজপুত দূত আসিয়া সম্রাটকে একখানি ও মহারাণাকে দ্বিতীয় একখানি পত্র প্রদান করিল। সম্রাটের পত্রে রাজকন্যা তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া লিখিয়াছেন যে, পর দিবস সায়ংকালে তিনি সহচরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দিল্লী নগরে প্রবেশ করিবেন; নিজের কথামত সম্রাট্ যেন সমস্ত কাজ করেন—এই অনুরোধ।

নির্ম্মলার পত্রে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া সম্রাট্ অতীব পুলকিত হইলেন। অনেক ভাবিয়া এই স্থির করিলেন যে, যখন কতকগুলি সহচরী মাত্র লইয়া রাজকন্যা আসিবেন এবং হয়তো সঙ্গে জনকতক প্রহরী ও বিজয় মাত্র থাকিবেন, তখন আর চিন্তা বা আশঙ্কার কথা কি? অতএব তাঁহার প্রতি নিজের বিশ্বাস ও প্রণয়জ্ঞাপনার্থ নগরীর প্রধান সিংহদ্বাররক্ষককে আদেশ করিলেন, যে, রাজকন্যা দলবল লইয়া দিল্লীর সিংহদ্বারে আসিলে তিনি বিনা জিজ্ঞাসায় ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবেন আর রাজকন্যা ইচ্ছা করিলে আপনার সমস্ত দলবল সহ তৎক্ষণাৎ অব্যাঘাতে রণবীরের কারাগারে যাইতে পারিবেন। অধিকন্তু, সে দিবস দিল্লীনগর আলোকমালায় ভূষিত, গৃহে গৃহে নাচ গান পান-ভোজন প্রভৃতি অবারিতভাবে অনুষ্ঠিত এবং সদলে ভাবী

নির্ম্মলা।

রাজরাজেশ্বরী নগর-তোরণে প্রবেশ মাত্রে দামামা নহবতাদি ধ্বনিত করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। ফলতঃ সেদিন রাজ আজ্ঞায় দিল্লীনগরে উৎসবের ও আমোদের সীমা রহিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

রাত্রি একপ্রহর অতীত না হইতে হইতেই শতাধিক বস্ত্রাবৃত শিবিকা দিল্লীনগরের তোরণ সমীপে উপস্থিত হইল; প্রত্যেক শিবিকায় আট জন করিয়া বাহক; সঙ্গে পাদচারে প্রতি শিবিকার উভয় পার্শ্বে দুই জন করিয়া সমষ্টিতে দুইশত সংখ্যক প্রহরীবেশী রাজপুত এবং তাহাদের অধ্যক্ষ জমাদার প্রভৃতি কয়জন; সর্ব্বাগ্রে সুন্দর সুন্দর অশ্বারোহণে বিজয়সিংহ আর তাঁহার দুই জন বন্ধু। প্রহরীদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে প্রত্যেকের এক এক গাছি সুদীর্ঘ বংশ-যষ্ঠি, কাহারো কাহারো হস্তে এক এক গাছি বর্শা মাত্র। কিন্তু যদি কেহ তাহাদের অঙ্গ-রাখা জামাজোড়া গাত্রবস্ত্রাদি খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিত, তবে হয়তো কবচাবৃত দেহ ও লুকায়িত অসি দেখিয়াও শিহরিয়া উঠিত! আপাততঃ বাহ্য-দৃষ্টিতে সকলকে নিরীহ সামান্য লোক বলিয়া বোধ হইতেছিল। বিজয়সিংহের বেশভূষা উচ্চশ্রেণীর রাজপুত-প্রধানের ন্যায়, অথচ তাহাতে ধন, পদ-মর্য্যাদা ও সাবধানতার বিশেষ পরিচয় দিতেছে! শিবিকা

মধ্যে সহচরীবেশে দুই দুই জন—তাহারা কে, তাহা এখনি প্রকাশ পাইবে, অতএব লেখা বাহুল্য! আমরা কেবল এইটুকু বলিব যে, যাঁহার কৌশলে এই পিতৃ-দর্শন-যাত্রা, তাঁহাকে ধন্যবাদ!

শিবিকাগুলি ফটক-দ্বার সমীপে আসিবামাত্র পূর্ব্বসঙ্কেতানুসারে দামামা-ধ্বনি হইল—আকাশে আতস-বাজী প্রভৃতি দর্শনে সকলে বুঝিতে পারিল যে, দিল্লীতে মণ্ডলগড়-রাজকন্যা আসিয়াছেন। অমনি দ্বার উন্মুক্ত হইল; সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত সৈন্য অবাধে নগরে প্রবেশ লাভ করিল।

ক্রমে বাদ্যোদ্যম সহ বিবাহের বৈরাতের (বরযাত্রীদল) ন্যায় সকলে রণবীরের কারাগার-দ্বারে উপস্থিত হইল। এই বাদ্যাদির ঘোর ঘটা সম্রাটের আজ্ঞায় প্রস্তুত ছিল—ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী জগৎ-মোহিনী কন্যাকে কি বিনা উৎসবে গ্রহণ করা সম্ভব? হড় হড় শব্দে কারাগারের ভীষণ কপাট উন্মুক্ত হইল—অমনি সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা রাজকন্যার বেশ-ধারী মহারাণার কারা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকারীর এমন সুন্দর মোহন বেশ-ভূষা, যে, কাহার সাধ্য নারী-বেশী সুতরুণ নরকে পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারে!

কন্যার আগমন অপেক্ষায় রণবীর খট্টার উপর বসিয়াছিলেন। ছদ্ম কন্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণতি পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন! মহারাণা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "এ কে?—পত্তশৎ সিংহ না? কৈ আমার প্রাণ-প্রতিমা কন্যা কৈ! আর, তুমি এ ছদ্ম স্ত্রী-বেশে কেন?"

কাণে কাণে অতি স্বল্প কথায় মর্ম্ম বুঝাইয়া পত্তশৎ কহিল "আসুন,

রাজন্, আসুন, আর এক তিল বিলম্ব উচিত নয়! যদি কিছু বাধা ঘটে, আমরা রাজপুতের ন্যায় মরিতে জানি!"

এদিকে ছদ্ম রাজকন্যা কারা-গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র বিজয়-সিংহের ইঙ্গিত মতে সেই শত শিবিকা হইতে সহচরী বেশী দুইশত কালান্তক যম নিষ্ক্রান্ত হইল—শিবিকার আস্তরণের তলদেশ হইতে নানা প্রহরণ বাহির করিয়া নিমেষ মধ্যে সজ্জিত হইল—বাহকেরাও বংশযষ্টি ফেলিয়া নিজ নিজ মূর্ত্তি ও স্ব স্ব প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক দুইদলে মিলিত হইয়া কারাগারের অল্পসংখ্যক প্রহরীগণকে কতক বিনাশ, অধিকাংশকে বন্ধন করিয়া কারাদ্বার উন্মোচন এবং বাহিরের রক্ষীবর্গের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিল। এই অবকাশে বিজয় শীঘ্র কারাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক রণবীরকে প্রণাম করিলেন; তাঁহাকে ও পশুপৎকে সঙ্গে লইয়া সকলে কৌশলে নগর হইতে প্রস্থান করিলেন।

বাদসাহের অনুমতি ক্রমে সে রাত্রিতে নগরে মহা উৎসব ও আনন্দ-কোলাহল চলিতেছিল—যাহারা পর্য্যায়ক্রমে কারাগার, রাজপুরী ও নগর-দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত, তদ্ভিন্ন সমস্ত সৈনিক ও অধিবাসীবর্গ পান ভোজন নৃত্য গীতাদিতে ব্যস্ত; কে কাহার সংবাদ লয়? অতএব তাঁহারা যে নিরাপদে সেই স্বল্পসংখ্যক প্রহরী ও সৈনিকগণকে পরাস্ত বা বিনাশ করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন, আশ্চর্য্য কি? নগরের বহির্ভাগে অল্পদূরে কয়টী ঘোটক সজ্জিত ও আরো কতকগুলি সশস্ত্র সৈনিক উপস্থিত ছিল। তাহাদের সহিত একত্র হইয়া সকলে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আল্‌তামাস আশা করিয়াছিলেন—মহারাণার কন্যা আসিলে নিজ মুক্তি সাধন জন্য কলে কৌশলে যেরূপে হউক, তিনি তাঁহাকে বারেক বাদসাহ সমীপে পাঠাইবেন। আর, একবার ব্যাঘ্র-বিবরে প্রবেশ করিলে দুর্ব্বলা হরিণী কি সহজে বাহির হইতে পারে? এজন্য সুন্দর বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া অত রাত্রিতেও সভামণ্ডপ উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া তিনি সুন্দরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অন্তঃপুরে রাজ-রাজেশ্বরীর অবস্থান জন্য একটী ভিন্ন মহল সুন্দররূপে সজ্জিত রাখা হইয়াছিল। মণ্ডলগড়-রাজ-কন্যার নগর-প্রবেশসূচক দামামা-ধ্বনির পর ক্রমে দুই দণ্ড চারি দণ্ড অতীত হইল, তথাপি তিনি বা রণবীর, অথবা কোনো দূত আসিল না। অতএব সন্দিগ্ধ ও ব্যস্ত হইয়া সবিশেষ সমাচার জানার উদ্দেশে নিজেই লোক পাঠাইলেন।

দূত ফিরিয়া আসিয়া কারাগার হইতে পিতার সহিত তৎ-কন্যার কৌশলে পলায়ন-সমাচার সংক্ষেপে বিবরিত করিল। তখন বাদসাহ আপনার অযথা গর্ব্ব ও মূর্খতায় ঘোরতর প্রতারিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া দারুণ ক্রোধ, আত্মগ্লানি ও নৈরাশ্যে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ক্রোধে অধীর—কম্পমান; তখনি বহুশত সৈন্য সহ একজন সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষকে পশ্চাদনুসরণে প্রেরণ করিলেন। বলিয়া দিলেন, "বিজয় বা রণবীর সিংহ বা তৎকন্যা তিন জনের যাহাকে পাইবে, জীবিত বা মৃত যে অবস্থায় হউক, ধরিয়া আনিবে! না পারিলে তোমার শিরশ্ছেদন নিশ্চয়।" কারাগারের বা সিংহদ্বারের যে দুই একজন প্রহরী রাজপুতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, তাহারা এই চক্রান্ত মধ্যে লিপ্ত আছে ভাবিয়া আল্‌তামাস তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে গুরুতর

ন্যায় বধ করিতে আদেশ দিলেন। দোষীদের কিছু করিতে না পারিয়া নির্দ্দোষী অনেককে এইরূপে বিনাশ করিয়া আপনার ক্রোধাগ্নির কতক নিবারণ করিলেন! হায়! স্বেচ্ছাচারের ভীষণ কার্য্য সর্ব্বত্র এইরূপ! তথাপি অর্থ, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সঞ্চালনের অমোঘ প্রলোভনে পড়িয়া এমন প্রভুরও ক্রীত দাস হইতে কত লোক না সম্মত!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—•:✱:•—

দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া বিজয়সিংহ শ্বশুর ও সৈন্যদল সহ নিরাপদে কিয়দ্দূর অতিবাহন করিলেন। এই ঘটনা কর্ণগোচর হইলে বাদসাহ যে নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, তৎক্ষণাৎ তাহাদের ধরিতে অনেক লোক পাঠাইবেন, এটা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অতএব যতদূর সম্ভব, শীঘ্রগতিতে ও অপথে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অতিবাহন করিয়া প্রত্যুষে এক অরণ্য সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সকলে তথায় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন। রাজপুত্রের আদেশ মতে তিন চারিজন রাজপুত তিন চারিটী অত্যুচ্চ বৃক্ষশিরে আরোহণ পূর্ব্বক প্রহরিতায় নিযুক্ত রহিল। তাহারা অনতি-বিলম্বে দেখিতে পাইল, অতিদূরে একদল মুসলমান-সৈন্য অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে তাহাদের অভিমুখে আসিতেছে। নবোদিত প্রাতঃ-সূর্য্য-

কিরণ তাহাদের উষ্ণীষ ও অস্ত্র শস্ত্রের উপর প্রতিফলিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে।

এই সংবাদ শুনিবামাত্র যুদ্ধ অনিবার্য্য বুঝিয়া বিজয় আপন সৈন্যের অধিকাংশকে একটী উচ্চস্থানে ব্যূহবদ্ধ রূপে স্থাপিত করিলেন; কতক-গুলি ক্ষিপ্রহস্ত, বর্শা ও ধনুর্ব্বাণধারী সৈনিককে উভয়পার্শ্বস্থ রণভূমি মধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেন। বাদসাহী সৈন্য ক্রমে নিকটবর্ত্তী এবং আক্রমণকারী হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজপুতেরা সংখ্যায় অল্প নয়, তাহাতে কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অনেকটা সুস্থ, আবার তদুপরি লুকায়িত স্থান হইতে বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিপক্ষ পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল: সুতরাং সম্রাটের সৈন্যেরা যে বিজয়সিংহের নিকট শীঘ্র পরাস্ত হইবে, আশ্চর্য্য কি? যবনদলের প্রায় সকলেই হতাহত হইল। অধিক কি বলিব, বাদসাহকে সংবাদ দেয় এমন সুস্থশরীরী একজনও রহিল কিনা সন্দেহ। রাজপুতদের বড় একটা হত হইল না; যাহারা আহত হইল, তাহাদের ক্ষতাদি যত্নপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া বিজয় শিবিকাযোগে মণ্ডলগড়ে প্রেরণ করিলেন।

এই যুদ্ধে বিজয়সিংহ মস্তকে একটী ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হন। পথে কখন্ কাহার্ সহিত যুদ্ধ ঘটে, এই আশঙ্কায় তখনকার বীর পুরুষেরা আপনাদের সঙ্গে ক্ষতবন্ধনোপযোগী বস্ত্র ও ঔষধাদি রাখিতেন; এখনও স্থল এবং অবস্থা বিশেষে এরূপ প্রথা অপ্রচলিত নয়। তদনুসারে জয়লাভের পর বিজয়সিংহ নিজ কটিদেশ হইতে তৎসমস্ত উন্মোচন পূর্ব্বক ক্ষতস্থান উত্তমরূপ বন্ধন করিলেন এবং উপযুক্ত সহকারীর

হস্তে সৈন্য-ভার অর্পণ পূর্ব্বক বন্ধুদ্বয়, পণ্ডপৎ সিংহ ও শ্বশুর সহ শীঘ্রগামী অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন।

তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে তাঁহারা নিরাপদে মণ্ডলগড় সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে বাদসাহ খুব সম্ভবতঃ শীঘ্র নগর অবরোধ করিবেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সহসা নগরে প্রবিষ্ট না হইয়া নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতোপরি সংগোপনে লুকাইয়া রহিলেন—সংবাদ পাইয়া রাজতনয়া সেখানে গিয়া মিলিত হইলেন। তথা হইতে চর দ্বারা দিল্লীতে এ বিষয়ের কি কি অনুষ্ঠান হইতেছে তাহার সন্ধান লইতে লাগিলেন।

অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। কেননা, বর্ণিত ঘটনার কিছুদিন পরে উৎকট হৃৎ-রোগাক্রান্ত হইয়া প্রবল-প্রতাপ সম্রাট্ আল্‌তামাস ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। দিল্লী হইতে রণবীর-সিংহের পলায়ন দিনাবধি দুঃখে, ক্ষোভে, রোষে, অপমানে জর্জ্জরিত ও দারুণ মর্ম্ম-পীড়ায় পীড়িত হইয়া বাদসাহ শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য যে সেনানী ও সৈন্যদলকে প্রেরণ করেন, তাহারা কিছু করিতে না পারিয়া সকলে বিনষ্ট হইয়াছে, এই সম্বাদে পীড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। পক্ষান্ত না হইতেই বাদসাহ বিফল-গর্ব্ব ও প্রবল ইন্দ্রিয়-লালসার স্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেখানে সকল রিপুর শান্তি, তথায় গমন করিলেন।

বিশ্বস্ত চরমুখে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া মহারাণা রণবীর সিংহ সপরিজন অপার আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। আর লুকায়িত থাকার প্রয়োজন নাই বুঝিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অচিরে স্বীয়

রাজধানী মণ্ডলগড়ে উপনীত হইলেন। বহুদিন পরে তাঁহার আগমন সংবাদে দেশস্থ জনগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। দেশ মধ্যে বহুদিনব্যাপী আনন্দোৎসব, শিবপূজা প্রভৃতি ধুমধাম পড়িয়া গেল। তাঁহার অন্যান্য দুএকটা দোষ সত্বেও মহারাণা রণবীর প্রকৃতপক্ষে অতি প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। যবনকে কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যে পাপ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রণবীর নিজে আর রাজা না হইয়া একমাত্র দুহিতা ও উপযুক্ত জামাতাকে সিংহাসনে বসাইলেন; আপনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্ম্মকার্য্যে ও দেবারাধনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিজয় সিংহের ও নির্ম্মলার যে বিবিধ গুণমালার সহিত পাঠক পাঠিকারা পরিচিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সুন্দর অপক্ষপাতী শাসনে মণ্ডলগড় রাজ্য যে, কিরূপে শীঘ্র উন্নতিশালী হইয়া উঠিল, এ পুস্তকে তাহা বিস্তারিত রূপে বিবৃত করা বাহুল্য মাত্র। ইতিহাস-লেখকের হস্তে সে দুরূহ ভার অর্পণ করিয়া আমরা আমাদের লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম।